الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

حصهٔ دوم

কামেয়ো'ল-মোবতাদেয়িন

ফি-রদ্দে

ছেয়ানতল-মো'মেনিন

দ্বিতীয় ভাগ

যে সমস্ত হাদিসতত্ত্ববিদ্ এমাম, জনাব এমাম আজমকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন অথবা তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজন বিদ্বানের অবস্থা নিম্নে লিখিত হইতেছে;—

১। "এমাম এহইয়া বেনে মইন, ইনি বগদাদবাসী ছিলেন, হাদিসের দোষ গুণ বিচারে ইনিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে 'এমামোল-জারহ্ অত্তা'দিল' বলা হয়। এমাম আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, (এমাম) এহইয়া বেনে মইন যত অধিক পরিমাণ হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তত অধিক পরিমাণ হাদিস অন্য কেহ লিখিয়াছে বলিয়া আমি ধারণা করি না। উক্ত এমাম এহ্ইয়া বলিয়াছেন, আমি স্বহস্তে দশলক্ষ হাদিস লিখিয়াছি। ছালেহ্ যাজ্‌রা বলিয়াছেন, এহইয়া বেনে মইন মৃত্যুকালে ৩০ গাঁট্‌রি ও

ত্রিশ বস্তা কেতাব রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবনে ছা'দ বলিয়াছেন, তিনি বহু হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, হাদিসে সুদক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায় হাদিস বর্ণনা করিতেন না। আবু জোরয়া প্রভৃতি আলি বেনে মদিনি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বিশ্বাসভাজন বিদ্বানগণের হাদিস ছয়জন লোকের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তৎপরে তাঁহাদের হাদিসগুলি ১২ জন বিদ্বানের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তৎপরে তাঁহাদের সমস্ত লোকের হাদিস এহ্‌ইয়া বেনে মইনের নিকট পৌঁছিয়াছিল। আরও বলিয়াছেন, এল্‌ম চারিজন লোকের নিকট পৌঁছিয়াছিল, আবুবকর, এবনে আবি শায়বা, আহমদ, আলি বেনে মদিনি ও এহ্‌ইয়া বেনে মইন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে হাদিসের সত্যাসত্য তত্ত্বে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন। আমর বেনেল নাকেদ ও আহমদ বলিয়াছেন, হাদিসের রাবিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এহইয়া বেনে মইন শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। খতিব বলিয়াছেন, তিনি খোদাভীরু এমাম, বিদ্বান, সুদক্ষ হাফেজে হাদিস ছিলেন। আজ্জালি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এহ্‌ইয়া বেনে মইনের তুল্য হাদিসতত্ত্ববিদ্‌ কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই।

আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আমি লোকের মধ্যে তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই। এবনোর রুমি বলিয়াছেন, আমি আবু ছইদকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত লোক এহইয়া মইনের আশ্রিত। এবনোর রুমির কথা সত্য, তাঁহার তুল্য জগতে নাই। উক্ত এমাম বলিয়াছেন, এহ্‌ইয়া বেনে মইন ব্যতীত কোন লোককে প্রাচীন বিদ্বানগণের সম্বন্ধে ন্যায় কথা বলিতে দর্শন করি নাই। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি এমাম আহমদের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তথায় আগমন পূর্ব্বক বলিল, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি এই হাদিসগুলি তদন্ত করুন, কেননা ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি আছে, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি এহইয়া বেনে মইনের নিকট গমন কর, যেহেতু তিনিই ভুল ধরিতে পারেন। তিনি আহমদ, আলি মদিনি ও তাঁহাদের সমশ্রেণী বিদ্বানগণের সহিত সমবেত হইলেন, তিনি তাঁহাদের জন্য হাদিস নির্ব্বাচন করিতেন এবং কেহই তাঁহার অগ্রগামী হইতে পারিতেন না। যে সমস্ত জটিল ও সন্দেহমূলক হাদিস তাঁহার নিকট

পেশ করা হইত, তিনি সমুদয়ের মধ্যে যাহা মীমাংসা করিতেন, তাহাই সকলের শিরোধার্য্য হইত।" তহজ্বিব, ১১।২৮০—২৮৮ পৃষ্ঠা।

পাঠক, এই এমাম এহইয়া বেনে মইন এমাম আজমকে হাদিসের বিশ্বাসভাজন বিদ্বান ও নির্ভুল হাদিস প্রচারক বলিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি আলি মদিনি ও নেছায়ির কথা অনুযায়ী অযোগ্য হইতে পারেন না।

২। এমাম এহ্ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান।

তহজিবোত্তহজিব, ১১ খণ্ড, ২১৬—২১৯ পৃষ্ঠা,—

"এমাম আহমদ ইছহাক, আলি মদিনি, এবনে মইন, আবুবকর বেনে আবি শায়বা, শো'বা ছুফইয়ান ছওরি, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না ও আবদুর রহমান বেনে মেহদি উক্ত এমাম এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তানের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন। এবনে মেহ্দি বলিয়াছেন, এহইয়া কাত্তান রাবিদের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন। এমাম আহমদ বলিয়াছেন, আমার চক্ষু তাঁহার তুল্য দর্শন করে নাই। আরও বলিয়াছেন, এহইয়া কাত্তান, এবনে মেহ্দি অকি প্রভৃতি বিদ্বানগণ অপেক্ষা অধিকতর হাদিস তত্বজ্ঞ ছিলেন। বোন্দার বলিয়াছেন, এহইয়া কাত্তান সমসাময়িক লোকদের অগ্রণী ছিলেন। এবনে মেহ্দি, ও শো'বার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে, এহইয়া কাত্তান মধ্যস্থল হইতেন। ইছহাক বেনে এবরাহিম বলিয়াছেন, এহইয়া কাত্তান আছরের নামাজ অন্তে উপবেশন করিতেন, সেই সময় আলি মদিনি, আহমদ এহইয়া বেনে মইন, শাজকুনি ও আমর বেনে আলি ভীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিকট হাদিসতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। এবনে ছা'দ আযালি, আবু জোরয়া, আবু হাতেম ও নেছায়ী একবাক্যে তাঁহাকে হাদিস তত্ত্বের মহাপণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

পাঠক, এই এহইয়া কাত্তান, এমাম আজমের নিকট হাদিশ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন ও তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, তিনি কি এমাম নেছায়ীর কথায় হাদিসে অযোগ্য হইতে পারেন?

৩। অকি বেনে যার্রাহ্।

"ইনিই ছুফইয়ান, আবদুর রহমান বেনে মেহদি, আহমদ বেনে

হাম্বল, আলি মদিনি, এহইয়া ইছাহক, আবুবকর বেনে আবি শায়বা প্রভৃতি বিদ্বানদের শিক্ষক ছিলেন। এমাম আহমদ বলিয়াছেন, অকি আমার নিকটে এহইয়া কাত্তান অপেক্ষা উত্তম এবং তাঁহার সময়ে তিনি মোসলেম জগতের অগ্রণী ছিলেন। এবনে মইন বলিয়াছেন, আমি অকিঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দর্শন করি নাই, তিনি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া থাকিতেন, হাদিস কণ্ঠস্থ করিতেন, রাত্রি জাগরণ করিতেন, সর্ব্বদা রোজা করিতেন। আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিসের হাফেজ কাহাকেও দর্শন করি নাই। যেরূপ এমাম আওজায়ি আপন সময়ে ছিলেন, এমাম অকিও আপন সময়ে তদ্রূপ ছিলেন। ছুফইয়ান তাঁহার স্মৃতিশক্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এবনে আম্মার বলিয়াছেন, তাহার তুল্য প্রধান হাদিসতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ কুফাতে কেহই ছিল না, তিনি হাদিস পরীক্ষক ছিলেন। নুহ বলিয়াছেন, আমি ছুফইয়ান ছওরি, মোয়াম্মার ও মালেককে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আমি এমাম অকির তুল্য কাহাকেও দর্শন করি নাই। মোহাম্মদ বলিয়াছেন, এমাম অকি, এমাম শাফিয়ি অপেক্ষা অধিকতর হাদিস তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তহজিবোত্তহজিব, ১১শ খণ্ড, ১১৩—১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, উক্ত এমাম অকি, এমাম আজমের নিকট বহু সংখ্যক হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, সেই এমাম আজম কি নেছায়ীর কথায় হাদিছের অযোগ্য হইতে পারেন?

৪। এমাম আবদুল্লাহ বেনে মোবারক।

ইঁনি ছুফইয়ান ছওরি, ফোজাএল, এবনে মেহদি, এহইয়া কাত্তান, ইছহাক, এহইয়া বেনে মইন, আবুবকর বেনে আবি শায়বা প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। (এমাম) এবনে মেহদিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক ও (এমাম) ছুফইয়ানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও ছুফইয়ান সাধ্যাতীত চেষ্টা করেন, তথাচ (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারকের তুল্য হইতে পারিবেন না। (এমাম) শো'বা বলিয়াছেন, (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারকের তুল্য কেহ আমাদের নিকট আগমন করেন নাই। (এমাম)

ছুফইয়ান) বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, সাহাবাগণের ও আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারকের মধ্যে এইটুকু প্রভেদ আছে যে, সাহাবাগণ হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহযোগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, (কিন্তু এবনে মোবারক তাহা করেন নাই)। ফোজাএল বলিয়াছেন, এবনে মোবরকের পরে তাঁহার তুল্য কেহ জন্মগ্রহন করেন নাই। ফাজারি বলিয়াছেন, তিনি মোসলেম জগতের এমাম ছিলেন, কওয়া রিরি বলিয়াছেন, (এমাম আব্দুর রহমান) বেনে মেহদি, (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক ও (এমাম) মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও ধারণা করিতেন না। (এমাম) এবনে মইন বলিয়াছেন, (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বিবেচক, বিশ্বাসভাজন আলেম, সহিহ্ হাদিসতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার বিশ সহস্র কেতাব (হস্তলিপি) ছিল। এছমাইল বলিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ্ হয় নাই। হাকেম বলিয়াছেন, তিনি আপন সময়ে জগতের এমাম ও শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। তহজিবোত্তহজিব, ৫ম খণ্ড, ৩৮২—৩৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক এমাম আজমের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, আপনাকে তাঁহার আশ্রিত ও শিষ্য বলিয়াছেন ও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ধার্ম্মিক কোরাণ ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে উক্ত এমাম আজম কিরূপে হাদিসে অযোগ্য হইবেন?

৫। ছুইফয়ান বেনে ওয়ায়না।

ইঁনি শো'বা ছুফইয়ান ছওরি, শাফিয়ী, অকি, এবনে মোবারক, এহইয়া কাত্তান, এবনে মেহদি, আবুদাউদ তায়ালাছি, আবদুর রাজ্জাক, আবুনইম, এহইয়া মইন, আমহদ, আলি মদিনি, ইছহাক, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ ও আবুবকর বেনে আবিশায়বা প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষাদাতা ছিলেন। (এমাম) শাফিয়ী বলিয়াছেন, যদি (এমাম) মালেক ও (এমাম) ছুফইয়ান (বেনে ওয়ায়না) না থাকিতেন, তবে মক্কা শরিফ মদিনা শরিফের এলম বিলুপ্ত হইয়া যহিত, তাঁহারা উভয়ে সমতুল্য ছিলেন। (এমাম)

এবনে মইন তাঁহাকে আমর বেনে দিনারের হাদিসে (ছুফইয়ান) ছওরি, হাম্মাদ বেনে জয়েদ ও শো'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধারণা করিতেন। এবনে অহাব বলিয়াছেন, এবনে ওয়ায়না অপেক্ষা কোরাণ শরিফের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ দর্শন করি নাই। এমাম শাফিয়ী বলিয়াছেন, যেরূপ এবনে ওয়ায়নার মধ্যে এলমের আধিক্য ছিল, কাহারও মধ্যে এরূপ দর্শন করি নাই। এমাম আহমদ বলিয়াছেন, আমি কোন ফকিহকে এবনে ওয়ায়না অপেক্ষা কোরাণ ও হাদিসের শ্রেষ্ঠতম আলেম বলিয়া ধারণা করি না। এবনে মেহদি বলিয়াছেন, আরবদেশে হাদিসতত্ত্বে ইনিই শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। এবনে হাব্বান বলিয়াছেন, ইনি হাদিসের প্রবীণ হাফেজ, পরহেজগার ও ধার্ম্মিক ছিলেন।" তহজিবোত্তহজিব, ৪ র্থ খণ্ড, ১১৭—১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না এমাম আজমের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই, তবে সেই এমাম আজম কিরূপে অযোগ্য হইবেন?

৬। এমাম শো'বা।

ইনি (এমাম) ছুফইয়ান, এহইয়া কাত্তান, এবনো মেহদি অকি যার্রাহ, শাফেয়ী, এবনে মোবারক, আবুদাউদ তায়ালাছি, এজিদ বেনে হারুন ও আবুনইম প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। এমাম শো'বা এমাম ছওরি অপেক্ষা হাদিস বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, তাঁহার সময়ে হাদিস তত্ত্বে তাঁহার তুল্য ছিল না।

এমাম আহমদ বলিয়াছেন, এমাম ছুফইয়ান হাফেজ ও সাধু পুরুষ ছিলেন, এমাম শো'বা তদপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী ও ধর্মভীরু ছিলেন। এমাম শো'বা রাবিদের অবস্থা, হাদিসের তত্ত্বজ্ঞান উহাতে পারদর্শী ও রাবিদের পরীক্ষা সম্বন্ধে একাই একদল লোকের সমকক্ষ ছিলেন। এমাম এবনে মেহদি বলিয়াছেন, (ছুফইয়ান) ছওরি বলিতেন যে, (এমাম) শো'বা হাদিস তত্ত্বে আমিরোল-মোমিনিন (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)। (এমাম) ছুফইয়ান ছওরি তাঁহাকে, শিক্ষক বলিয়া অভিহিত করিতেন। (এমাম) আবু হানিফা বলিয়াছেন ইনি মিসরের উত্তম পরিচ্ছদ ছিলেন। এমাম শাফিয়ী বলিয়াছেন,

যদি (এমাম) শো'বা না থাকিতেন, তবে এরাক প্রদেশে হাদিস অজ্ঞাত থাকিত। এবনে মেহদি বলিয়াছেন, এমাম এহ্ইয়া কাত্তানকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, (এমাম) ছুফইয়ান কিম্বা (এমাম) শো'বা উভয়ের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ হাদিসের শ্রেষ্ঠ হাফেজ কে ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (এমাম) শো'বা ইহাতে অধিকতর নিপুণ ছিলেন। (এমাম) শো'বা রাবিদের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। (এমাম) আবুদাউদ বলিয়াছেন, (এমাম) শো'বা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, ছুফইয়ান বলিয়াছেন, হাদিস মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। (এমাম) শাফিয়ী বলিয়াছেন, (এমাম) শো'বা হাদিস তত্ত্ববিদ্বগণের তৌলদাঁড়ি। হাকেম বলিয়াছেন, ইঁনিই হাদিস তত্ত্বে এমামগণের এমাম ছিলেন। তহ্জিবোত্তহ্জিব, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, ইঁনি এমাম আজমকে হাদিস শিক্ষা প্রদান করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন, ও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান বলিয়াছেন, সেই এমাম আজম কি হাদিসে অযোগ্য হইতে পারেন?

৭। এমাম মেছয়ার বেনে কেদাম।

"ইঁনি এমাম শো'বা ছুফইয়ান ছওরি ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না ও অন্যান্য বহু হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণের শিক্ষক ছিলেন। (এমাম) ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, যে সময় আমরা (হাদিস তত্ত্ববিদ্বগণ) কোন বিষয়ে বিরোধ করিতাম, তৎসম্বন্ধে আমরা (এমাম) মেছয়ারকে জিজ্ঞাসা করিতাম। (এমাম) শো'বা বলিয়াছেন, আমরা (এমাম) মেছয়ারকে মেছহাফ (কোরাণ) নামে অভিহিত করিতাম।" তাবাকাতোল হোফ্ফাজ, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। দ্রষ্টব্য।

ইঁনি এমাম আজমের নিকট কোরাণ হাদিসতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন, তবে তিনি কিরূপে হাদিসে জইফ হইবেন?

৮। এমাম এছরাইল বেনে ইউনোছ।

ইঁনি আবুদাউদ, আবদুর রাজ্জাক, অকি আবুনইম, এহইয়া বেনে আদম প্রভৃতি হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণের শিক্ষক ছিলেন। আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন। (এমাম) এহইয়া কাত্তান (এমাম) এছরাইলকে আবুবকর

বেনে আইয়াশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন। আবদুর রহমান বেনে মেহ্দি বলিয়াছেন, (এমাম) এছরাইল, আবু ইছহাকের হাদিস সম্বন্ধে (এমাম) শো'বা ও (ছুফইয়ান) ছওরি অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ। এমাম আহমদ, আযালি ও নেছায়ী তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন শিক্ষক বলিয়াছেন। এমাম আহম্মদ তাঁহার স্মৃতিশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।" তহজিবোত্তজিব, ১ম খণ্ড, ২৬১। ২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই ইমাম এছরাইল এমাম আজমকে হাদিসের হাফেজ, হাদিস অনুসন্ধিৎসু ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ উপযুক্ত বলিয়াছেন, তবে তিনি কিরূপে জইফ হইবেন?

৯। এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি।

"ইঁনি এবনে মোবারক এহইয়া বেনে মইন, আহমদ বেনে হাম্বল ইছহাক, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ ও মোহাম্মদ বেনে এহইয়া জোহালির শিক্ষক ছিলেন। আবুর রবি বলিয়াছেন, তাঁহার তুল্য হাদিস তত্ত্বে সুদক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। (এমাম) আলি মদিনি বলিয়াছেন ইঁনি হাদিসের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। হাম্মাদ বেনে জয়েদ বলিয়াছেন, ইঁনি বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, এহইয়া কাত্তান অপেক্ষা হাদিসে অধিকতর বিশ্বাস ভাজন ও অকি অপেক্ষা উহাতে অধিকতর পরিপক্ক ও নিপুন ছিলেন। (এমাম) শাফিয়ি বলিয়াছেন, ইঁনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন।" তহজিবোত্তহজিব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৯-২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহদি, এমাম আজমকে বিদ্বানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তিনি কিরূপে অযোগ্য হইবেন?

১০। এমাম এজিদ বেনে হারুন।

ইঁনি এমাম আহমদ ইছহাক, এহইয়া বেনে মইন, আলি মদিনি আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আমরোন্নাকেদ, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। এমাম আহমদ তাঁহাকে হাদিসের হাফেজ ও সহিহ হাদিসের অভিজ্ঞ বলিয়াছেন। এবনে মদিনি তাঁহাকে

শ্রেষ্ঠতম হাফেজ বলিয়াছেন। আযালি তাঁহাকে হাদিসের সুদক্ষ ও বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, আবুবকর বলিয়াছেন, তিনি যেরূপ সুচারু ভাবে হাদিসের স্মরণকারী ছিলেন, এরূপ অন্য কোন লোক আছে বলিয়া অবগত নহি। আবু হাতেম তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন এমাম বলিয়াছেন। এহইয়া বেনে এহইয়া বলিয়াছেন, এরাক প্রদেশে চারি জন (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন, তন্মধ্যে এজিদ বেনে হারুনও একজন, ইঁনি অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজ ছিলেন। ইঁনি ২৫ সহস্র এছনাদ স্মরণ রাখিতেন। তহজিবোত্তহজিব, ১১খণ্ড, ৩৬৬।৩৬৭ পৃষ্ঠা।

পাঠক, উক্ত এমাম এজিদ বেনে হারুন যে এমাম আজমকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ও ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কি সাধারণ মানব?

১১। এমাম এহইয়া বেনে আদম।

ইঁনি আহমদ, ইছহাক, আলি মদিনি, এহইয়া বেনে মইন, আবুবকর বেনে আবিশায়বা প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। এবনে মইন, আবু হাতেম, নাছায়ি, আবুদাউদ এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন হাদিস তত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন। ইয়া'কুব তাঁহাকে বহু হাদিসের অভিজ্ঞ ও ফেক্‌হতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন। আলি বেনে মদিনি তাঁহাকে প্রবীণ আলেম বলিয়াছেন। আযালি, এবনে হাব্বান ও এবনে আবিশায়বা তাঁহাকে হাদিসে সুদক্ষ ও হাফেজ বলিয়াছেন।" তহজিবোত্তহজিব, ১১ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম এহ্‌ইয়া বেনে আদম, এমাম আজমের পক্ষ সমর্থন করিতেন ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেন, তবে ইঁনি কি জইফ হইতে পারেন?

১২। এমাম ইছা বেনে ইউনোছ।

"ইঁনি হাম্মাদ বেনে ছালমা, ইছহাক, আলি মদিনি, এবনে আবিশায়বা প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণের শিক্ষক ছিলেন। এমাম আহমদ, আবু হাতেম, ইয়াকুব, আলি বেনে মদিনি, আবু জোরয়া, আযালি হাকেম প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণ এক বাক্যে তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বা (হাদিসের)

হাফেজ বলিয়াছেন। (এমাম ছুফইয়ান) বেনে ওয়ায়না তাঁহাকে ফকিহ্ ফকিহের পুত্র ও ফকিহের পৌত্র বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।" তহজিবোত্তহ্জিব, ৮ম খণ্ড, ২৩৮-২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম ইছা, এমাম আজমকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ও হাদিসের বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তিনি কেন যোগ্য হইবে না?

১৩। এমাম আবু এহ্ইয়া হেমানি।

"ইঁনি এবনে আবি শায়বা, আমর বেনে আলি ফাল্লাছ প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। এমাম এহ্ইয়া মইন ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এমাম বোখারি ও মোসলেম তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।" তহ্জিঃ ৬ ষ্ট খণ্ড, ১২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম আবু এহইয়া হেমানি, এমাম আজমের সুখ্যাতি করিয়াছেন, এক্ষেত্রে কেন তিনি যোগ্য হইবেন না?

১৪। এমাম হাছান বেনে, ছালেহ্।

ইঁনি (এমাম) অকি, আবু নইম প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। (এমাম) আহমদ, এহইয়া কাত্তান, (ছুফইয়ান) বেনে ওয়ায়না, এহইয়া বেনে মইন, দারমি, আবু জোরয়া, নেছায়ি, অকি ও দারকুৎনি তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাভাজন বলিয়াছেন।

আবু গাছ্যান বলিয়াছেন, (এমাম) ছু ফইয়ান (ছওরি) কিছুতেই (এমাম) হাছান বেনে ছালেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নহেন।

আবু নইম বলিয়াছেন, ইঁনি ফেকহ্ ও পরহেজগারিতে (এমাম) ছুফইয়ানের সমকক্ষ ছিলেন। আরও আবু নইম বলিয়াছেন, আমি আটশত হাদিসতত্ত্ববিদ্ লোকের হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু (এমাম) হাছান বেনে ছালেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কাহাকেও দর্শন করি নাই।" তহজিঃ ২।২৮৫—২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, ইঁনি এমাম আজমের হাদিস প্রচার করিতেন ও তাঁহার প্রশংসা করিতেন, এক্ষেত্রে এমাম আজম কেন বিশ্বাসভাজন হইবেন না?

১৫। এমাম এবরাহিম বেনে তহমান।

'ইঁনি এবনোল -মোবারক, খালেদ প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। (এমাম) এবনে মোবারক, আহমদ আবু হাতেম, আবু দাউদ, এহইয়া বেনে মইন ও আযালি তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, এমাম দারমি বলিয়াছেন সর্ব্বদা এমামগণ তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিতেন। ইছহাক বলিয়াছেন, ইনি সত্য হাদিস জ্ঞাতা, উৎকৃষ্ট ছনদ বর্ণনাকারী ও বহু হাদিস সংগ্রাহক ছিলেন। খোরাছানে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিসতত্ত্ববিদ কেহই নাই। এহইয়া বেনে আকছাম বলিয়াছেন, ইঁনি খোরাছান, এরাক ও আরবের হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, অধিকতর বিশ্বাসভাজন ও বিদ্বান্‌ ছিলেন। মালেক বেনে ছোলায়মান বলিয়াছেন তাঁহার তুল্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" তহজিঃ ১।২২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাঠক, এই এমাম এবরাহিম বেনে তহমান, এমাম আজমকে প্রত্যেক বিষয়ের এমাম বলিয়াছেন।

১৬। এমাম হাফছ বেনে গেয়াছ।

"ইঁনি এমাম আহমদ, ইছহাক, আবুবকর বেনে আবি শায়বা, এহইয়া বেনে মইন, আবু নইম, এহইয়া কাত্তান ও আমর নাকেদ প্রভৃতি বিদ্বানগণের শিক্ষক ছিলেন। (এমাম) এবনে মইন, অকি ও আযালি তাঁহাকে বিশিষ্ট হাদিসতত্ত্বজ্ঞ ও বিশ্বাসভাজন বলিতেন। (এমাম) নোমাএর তাঁহাকে এবনে ইদরিছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিসতত্ত্বজ্ঞ বলিতেন। (এমাম) এবনে ছায়াদ তাঁহাকে বহু হাদিসতত্ত্ব বিদ্‌ বলিয়াছেন।" তহজিঃ ২।৪১৫—৪১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইঁনি এমাম আজমকে প্রধান বিদ্বান্‌ বলিয়াছেন।

১৭। এমাম এহইয়া বেনে জিক্‌রিয়া।

ইঁনি এমাম আহমদ, এবনে মইন, আবুবকর, ও আলি বেনে মদিনির শিক্ষক ছিলেন। (এমাম ছুফইয়ান) বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, (এমাম) এবনোল মোবারক ও (এমাম) এহইয়া বেনে জিকরিয়ার তুল্য কোন লোক আমাদের নিকট আগমন করেন নাই। (এমাম) এহইয়া কাত্তান

বলিয়াছেন, কুফা নগরীতে এহইয়া বেনে জিকরিয়ার তুল্য কোন লোক আমার প্রতিদ্বন্দী নাই। (এমাম) আহমদ ও এবনে মইন তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। আলি মদিনি বলিয়াছেন, তিনিই এল্মের (ধর্ম্মজ্ঞানের) পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এবনে নোমাএর তাঁহাকে এবনে ইদ্রিছ (শাফেয়ী) অপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কুফাবাসিদের মধ্যে ইঁনি একজন ফকিহ্ ও হাদিসতত্ত্ববিদ ছিলেন। ইঁনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।" তহজিঃ ১১।২০৮—২০৯ পৃঃ।

ইঁনি এমাম আজমের গ্রন্থাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার পরম অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।

এইরূপ এমাম আবদুর রাজ্জাক, আবু আবদুর রহমান মকরি, আবু নইম, আবু আছেম, হোশাএম, এবাদ বেনে আওয়াম, এহইয়া বেনে নছর প্রভৃতি মহা মহা হাদিসতত্ত্ববিদগণ এমাম আজমের শিষ্য ও গুণ কীর্ত্তনকারী ছিলেন।

পাঠক, এমাম আবু হানিফা (রঃ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইহলীলা সম্বরণ করেন। এমাম নাছায়ি ২১৫ হিজরীতে জন্মগহণ করেন, ২৩৫ হিজরীতে প্রথমে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিদেশ যাত্রা করেন, কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষা করিয়া বিদ্বান হন এবং ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন।

এমাম এহইয়া কাত্তান, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, আদম এছরাইল ইছা বেনে ইউনোছ, এবরাহিম বেনে তহমান, মেছয়ার বেনে কেদাম, এহইয়া বেনে জিকরিয়া এজিদ বেনে হারুন হাফছ বেনে গেয়াছ, হাছান বেনে ছালেহ, এমাম আজমের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে মহাবিদ্বান ও মহাবিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, তৎপরে শতাধিক বৎসর পরে এমাম নাছায়ী বিদ্বান হইয়া তাঁহার অযোগ্য হওয়ার কথা প্রকাশ করিলেন।

ইঁনি কি আসমান হইতে অহি পাইয়া এরূপ ফৎওয়া দিলেন অথবা এলহাম কর্ত্তৃক এইরূপ প্রচার করিলেন? তাঁহার এই মতটী একেবারে বাতীল বা পরিত্যক্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এমাম নাছায়ী যে এমাম আজমকে ভ্রমকারী ও জইফ বলিয়াছেন, তাহার অবস্থা শুনুন;—

এবনে হাযার 'ফৎহোল-বারি'র উপক্রমনিকায় লিখিয়াছেন;—

فكم من رجل اخرج له ابو داؤد و الترمذى تجنب النسائى اخراج حديثه الخ ☆

"(এমাম) আবু দাউদ ও তেরমেজি এরূপ অনেক ব্যক্তির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন যে, (এমাম) নাছায়ী তাঁহাদের হাদিস বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছেন, বরং (এমাম) নাছায়ী, ছহিহ বোখারি ও ছহিহ মোসলেমের একদল লোকের হাদিস বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছেন। আবুল ফজল এবনে তাহের বলিয়াছেন, ছা'দ বেনে আলি জাঞ্জানি একব্যক্তির কথা উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিলেন, তৎশ্রবণে আমি বলিলাম (এমাম) নাছায়ী কিজন্য তাঁহার হাদিসকে দলীলরূপে গ্রহণ করেন নাই।?

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হে পুত্র। নিশ্চয় রাবিদের (হাদিস) প্রচারকদের সম্বন্ধে (এমাম) বোখারি ও (এমাম) মোছলেমের শর্ত্ত অপেক্ষা (এমাম) আবু আবদুর রহমান (নাছায়ীর) শর্ত্ত কঠিনতর ছিল।"

এখন মজহাব বিদ্বেষী লেখক এমাম নাছায়ীর মতানুযায়ী ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ ও তেরমেজির বহু হাদিস বাতীল করিবেন কি? যদি না করেন, তবে এমাম নাছায়ীর মতে এমাম আজম কিজন্য জইফ বা ভ্রমণকারী হইবেন?

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ২য় খণ্ড, ৫০ পৃঃ;—

هدبة بن خالد روى عنه الشيخان و ابو داؤد و خلق كثير و ثقه ابن معين الخ ☆

"এমাম বোখারি মোছলেম, আবু দাউদ ও বহু লোক হোদবা বেনে খালেদের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। (এমাম) এবনে মইন তাঁহাকে

বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। (এমাম) আবু হাতেম (তাঁহাকে) মহা সত্যবাদী বলিয়াছেন। এবনে আদি বলিয়াছেন, তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন এবং তাহার কোন হাদিস জইফ (মোনকার) বলিয়া অবগত নহি। আমি (এমাম)আবু ইয়া'লির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তিনি হোদবা ও শয়বানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত ইহয়াছিলেন, (ইহাতে) তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে হোদ্‌বা শ্রেষ্ঠতম, অধিকতর বিশ্বাসভাজন ও হাদিসজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু নাছায়ী বলিয়াছেন যে, তিনি অযোগ্য (জইফ) ছিলেন। (এমাম জাহাবি) বলিয়াছেন, এস্থলে আবু আবদুর রহমান (নাছায়ির) অযোগ্য বলা অগ্রাহ্য হইবে, (কেননা) যে এবনে আদি একদল মহতের দ্বারা হোদবার এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কোন হাদিস জইফ বলিয়া অবগত নহেন এবং হাফেজদিগের বাদশাহ এবনে মইন তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

উক্ত গ্রন্থ, উক্ত খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা;—

يحيى بن بكير محدث مصر الامام الحافظ الثقة صاحب مالك والليث اكثر عنهما الخ ☆

"এহইয়া বেনে বোকাএর মিসরের হাদিসতত্ত্ববিদ, এমাম, হাফেজ বিশ্বাসভাজন (এমাম) মালেক ও (এমাম) লাএছের শিষ্য ছিলেন, ইনি তাঁহাদের উভয়ের নিকট বহু হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। (এমাম) বোখারি, আবু জোরয়া, আবু হাতেম ও বহু সংখ্যক লোক তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এমাম) মোছলেম একব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। উনি বিদ্যার আধার, সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আবু হাতেম বলিয়াছেন, তিনি অযোগ্য (এমাম জাহাবি) বলিয়াছেন, রাবিদের সম্বন্ধে আবু হাতেমের অযথা আক্রমণ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, নচেৎ (এমাম) বোখারি ও মোছলেম তাঁহাকে যোগ্য বোধে মানিয়া লইয়াছেন। অবশ্য (এমাম) নাছায়ি তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়াছেন এবং ন্যায়ের সীমা অতিক্রম

করিয়াছেন, যেহেতু তিনি অন্য সময় তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন, (কিন্তু) এমামত্ব ফৎওয়া প্রদান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিদ্যার আধিক্যে (এমাম) এবনে বোকাএরের তুল্য কোথায় আছে?

এমাম নাছায়ী 'কেতাবোজ্জোয়াফা' গ্রন্থে বহু ভ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঠকের দৃষ্টিগোচর করণার্থে লিখিত হইতেছে।

১। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় এছমাইল বেনে আইয়াশকে অযোগ্য (জইফ) বলিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল-এতেদাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১১১— ১১৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম বোখারি এহ্ইয়া বেনে মইন ও আহমদ প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাকে শামবাসিদের হাদিসে উপযুক্ত বলিয়াছেন।

২। তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় এছমাইল বেনে মোজালেদকে অযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল এতেদালের উক্ত খণ্ডে (১১৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম বোখারি ও এহ্ইয়া বেনে মইন তাঁহাকে যোগ্য বলিয়াছেন এবং এমাম বোখারি তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। তিনি উহার ১০ পৃষ্ঠায় হাছ্ছান বেনে এবরাহিমকে অযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু খোলাছায় তজহিবোল কামাল ও উহার পর টীকার (হাশিয়ার) ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম আহমদ, আবুজোরয়া এহ্ইয়া এবনে মইন ও এবনে আদি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন এবং মিজানোল এ'তেদালের উক্ত খণ্ডে (১২২ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম বোখারি, মোছলেম আবুদাউদ ও তেরমেজি তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। তিনি উহার ১২ পৃষ্ঠায় রবিয়া বেনে কুলছুমকে অযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল-এতেদালের উক্ত খণ্ডে (৩২৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম এহ্ইয়া বেনে মইন আবুহাতেম তাঁহাকে যোগ্য বলিয়াছেন।

৫। তিনি উহার ১৭ পৃষ্ঠায় তাল্হা বেনে এহ্ইয়াকে অযোগ্য বলিয়াছেন, উক্ত মিজানোল-এতেদালের উক্ত খণ্ডে ৪৮০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম আহমদ বেনে হাম্বল ও এহ্ইয়া বেনে মইন তাঁহাকে যোগ্য বলিয়াছেন এবং এমাম বোখারি ও মোছলেম তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। তিনি উহার ১৮ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ বেনে হোছাএনকে অযোগ্য

বলিয়াছেন, কিন্তু মিজানোল এতেদালের ২য় খণ্ডে (৩০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম আবুজোরয়া, এহইয়া বেনে মইন, আবু হাতেম ও তেরমেজি তাঁহাকে যোগ্য বলিয়াছেন এবং এমাম বোখারি তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। তিনি উহার ২১ পৃষ্ঠায় আবদুল হামিদ বেনে জাফরকেঅযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু তহজিবোত্তহজিব গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (১১২ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম আহমদ, এহ্ইয়া বেনে মইন এহ্ইয়া কাত্তান, আবুহাতেম, এবনে আদি, এবনে হাব্বান, এবনে ছা'দ ও ছাজি তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন এবং এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ ও তেরমেজি তাঁহার হাদিস গ্রহন করিয়াছেন।

৮। তিনি উহার ৩১ পৃষ্ঠায় এহইয়া বেনে আবদুল্লাহকে অযোগ্য বলিয়াছেন, কিন্তু উক্ত তহজিবোত্তহজিব গ্রন্থের ১১শ খণ্ডের (২৩৭।২৩৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম বোখারি ও মোছলেম তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন এবং এবনে হাব্বান, ছাজি ও এবনো আদি তাঁহাকে যোগ্য বলিয়াছেন।

পাঠক, যে এমাম নাছায়ী এইরূপ বহু ভ্রম করিয়াছেন, তিনি যে ভ্রম বশতঃ এমাম আজমকে ভ্রমকারী বলিবেন, ইহা বিস্ময়কর নহে বরং ইহাও স্বতসিদ্ধ যে, এমাম নাছায়ী স্থলবিশেষে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হিংসা বশতঃ অযোগ্য ও জইফ বলিয়াছেন।

তদরিবোর রাবি, ২৬২ পৃষ্ঠা,—

ويجب على المتكلم فيه التثبت فقد قال ابن دقيق العيد

اعراض المسلمين حفرة من حفر النار الخ ☆

"রাবিদের দোষ গুণ কীর্ত্তনকারীর পক্ষে ন্যায়পরায়ণ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য (ওয়াজেব)।

এবনে-দকিকোল ইদ বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণের সম্ভ্রম-

দোজখের গহ্বর সমূহের মধ্যে একটি গহ্বর, উহার সীমায় হাদিসতত্ত্ববিদ্গণ ও আদেশগণ এই দুই দল লোক দণ্ডায়মান আছেন। ইহা সত্ত্বেও নিশ্চয় অনেক এমাম কতক বিশ্বাসভাজন লোকের উপর অসঙ্গত ভাবে দোষারোপ করতঃ পতিত হইয়াছেন, যেরূপ (এমাম) নাছায়ী, মিসরবাসী (এমাম) আহমদ বেনে ছালেহ্কে অযোগ্য অবিশ্বাসী বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছেন, (কিন্তু) তিনি প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসভাজন, এমাম ও হাফেজ ছিলেন, (এমাম) বোখারি তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ (বিদ্বান) তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

খলিলি বলিয়াছেন, হাফেজগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে এমাম নাছায়ীর দোষারোপ অযথা আক্রমণ।

উক্ত এমাম আহমদ বেনে ছালেহের সম্বন্ধে তাঁহার (এমাম নাছায়ীর) তুল্য লোকদিগের দোষারোপ ক্ষতিকর হইবে না। এবনে আদি বলিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে নাছায়ীর নিন্দাবাদের কারণ এই যে, নিশ্চয় তিনি (নাছায়ী) তাঁহার (এমাম আহমদ বেনে ছালেহ্) সভায় (মজলিশে) উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি (এমাম আহমদ বেনে ছালেহ্) তাঁহাকে (নাছায়ীকে) বিতাড়িত করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত এমাম নাছায়ীকে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।"

মিজানোল এতেদাল, ১ম খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা;—

احمد بن صالح ابو جعفر المصرى الحافظ الثبت احد

الاعلام اذى النسائى نفسه بكلامه فيه الخ ☆

মিসরবাসী আবু জা'ফর আহমদ বেনে ছালেহ্ (হাদিসের) হাফেজ, বিশ্বাসভাজন, প্রবীণ বিদ্বানগণের অন্যতম ছিলেন, (এমাম) বোখারি তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন। (এমাম) নাছায়ী তাঁহাকেনিন্দাবাদ করিয়া নিজেকে নিন্দার পাত্র করিয়াছেন।

আবু নয়ি'ম বলিয়াছেন, এই যুবক অর্থাৎ (এমাম) আহমদ বেনে

ছালেহ অপেক্ষা আরববাসীদের হাদিসের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ কেহই আমাদের নিকট আগমন করেন নাই।

(এমাম) আবু-জোরয়া' দেমশ্কি বলিয়াছেন, (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি মিসরে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছেন, (তদুত্তরে) আমি বলিলাম (এমাম) আহমদ বেনে ছালেহকে (রাখিয়া আসিয়াছি) তাঁহার কথা বর্ণনায় ইনি আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য দেওয়া করিলেন।

ফাছাবি বলিয়াছেন, আমি সহস্রাধিক শিক্ষক হইতে (হাদিস) লিপিবদ্ধ করিয়াছি, (কিন্তু) আহমদ বেনে হাম্বল ও আহমদ বেনে ছালেহ্ ব্যতীত এমন কেহ নাই যাঁহাকে খোদাতায়ালার নিকট দলীল রূপে গ্রহণ করি।

(এমাম) বোখারি বলিয়াছেন, (এমাম) আহমদ বেনে ছালেহ্ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, আমি কোন ব্যক্তিকে সঙ্গত ভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে দর্শন করি নাই। আবু হাতেম, আযালি ও একদল (বিদ্বান্ তাঁহাকে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

(এমাম) আবু দাউদ বলিয়াছেন, তিনি হাদিস সম্বন্ধীয় প্রত্যেক ভ্রম সংশোধন করিতেন। নাছায়ী তাঁহাকে অযোগ্য, অবিশ্বাসী বলিয়াছেন। আবু ছইদ বেনে ইউনোছ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার প্রশংসার সহ (বলিতেছি), (এমাম) নাছায়ী যেরূপ বলিয়াছেন, (এমাম) আমহদ (বেনে ছালেহ) আমাদের মতে সেইরূপ ছিলেন না।"

তাবাকাতে-কোবরা, ১ম খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা;—

قال الحافظ ابو يعلى و قدنقم على النسائى كلامه فيه و

قال ابن العربى امام ثقة من ائمة المسلمين لايوثر فيه تجريح

وان هذا القول يحط من النسائى اكثرمما حط من ابن صالح ☆

"হাফেজ আবু ইয়া'লি বলিয়াছেন, নাছায়ী তাঁহার (আহমদ বেনে ছালেহের) প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি (বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক) নিন্দীয় হইয়াছেন।

এবনোল-আরাবি বলিয়াছেন, (আহমদ বেনে ছালেহ) মোসলেম জগতের এমামগণের মধ্যে একজন বিশ্বাসভাজন এমাম ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে (কাহারও) দোষারোপ গ্রহণীয় নহে এবং নিশ্চয় এই দোষারোপ (এমাম) আহমদ বেনে ছালেহের মর্য্যাদার যে পরিমাণ ক্ষতিকর হইয়াছে, (এমাম) নাছায়ীর মর্য্যাদা তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর হইয়াছে।"

হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক, এখন দেখিলেন ত, এমাম নাছায়ী বহু স্থলে ভ্রম বশতঃ নির্দ্দোষ লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, বরং স্থলবিশেষে হিংসা বশতঃ নির্দোষ লোকের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার মতকে আসমানি অহির তুল্য অভ্রান্ত ধারণা করিবেন না, তিনি ভ্রান্ত ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া এমাম আজমকে অযোগ্য ও বহু ভ্রমকারী বলিলে কি উহা গ্রহণীয় হইবে?

মজহাব বিদ্বেষী লেখক যে, এমাম আলি বেনে মদিনির কথায় এমাম আজমকে অযোগ্য প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা শুনুন;-

মিজানোল-এ'তেদাল, ২য় খণ্ড, ২৩০/২৩১ পৃষ্ঠা;—

قال لی عبد الله بن احمد كان ابی حدثنا عنه ثم امسک

عن اسمه الخ ☆

"আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার পিতা (এমাম আহমদ (রঃ) আমাদের নিকট উক্ত আলি বেনে মদিনির হাদিস বর্ণনা করিতেন, তৎপরে তিনি (এমাম আহমদ) তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে) বিরত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, একব্যক্তি আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে অবশেষে তিনি তাঁহার হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় (এমাম) এবরাহিম হারবি উক্ত আলি বেনে মদিনিকে ত্যাগ সময়)

করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি আহমদ বেনে আবু দাউদের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ (এমাম) মোছলেম এই কারণেই স্বীয় ছহিহ গ্রন্থে তাঁহার হাদিস বর্ণনা করেন নাই, যেরূপ (এমাম) আবু জোরয়া ও (এমাম) আবু হাতেম (কোরাণ শরিফের) শব্দ সম্বন্ধীয় মসলার জন্য তাঁহার শিষ্য (এমাম) মহম্মদ (বেনে এছমাইল বোখারির) হাদিস গ্রহণ করেন নাই।

তহজিবোত্তহজিব, ৭ম খণ্ড, ৩৫৪/৩৫৫, পৃষ্ঠা।

قال المروزی وسمعت احمد كذب و سمعت رجلا من اهل العسكر الخ ☆

"মরুজি বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আহমদকে (বলিতে) শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহাকে (আলি বেনে মদিনীকে) মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। আরও আমি শ্রবণ করিয়াছি, আছকরবাসী একব্যক্তি (এমাম আবু আবদুল্লাহ (আহমদ বেনে হাম্বল) কে বলিতেছিলেন যে, আলি বেনে মদিনি আপনাকে ছালাম জানাইতেছেন, ইহাতে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, (অর্থাৎ ছালামের উত্তর দিলেন না)। আব্বাছ আম্বরি বলিয়াছেন, আলি (বেনে মদিনি)। একব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিলেন, তৎশ্রবণে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাঁহারা (বিদ্বানগণ) আপনার মত গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা কেবল (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বলের কথা গ্রহণ করেন। তিনি নির্য্যাতিত হওয়ার জন্য (জাহমিয়াদের পক্ষ সমর্থন করায়) আবু জোরয়া তাঁহার হাদিস গ্রহণ হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আহমদ) উক্ত এমাম আলি মদিনির নির্য্যাতিত হওয়ার পরে (তাঁহার জাহমিয়া মতের অনুমোদন করন জন্য) তাহা হইতে কোন হাদিস বর্ণনা করেন নাই। এবনে আবি খোছায়মা বলিয়াছেন, আমি (এহইয়া) বেনে মইনকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আ'লি বেনে মদিনি যখন আমাদের নিকট আগমন করিতেন, (তখন) সুন্নত প্রকাশ করিতেন। আর যে সময় তিনি বাস্রা নগরীতে গমন করিতেন, (সেই

শিয়ামত প্রকাশ করিতেন। আছরাম বলিয়াছেন, আমি আছমায়িকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি আলি বেনে মদিনিকে বলিতেছেন, খোদাতায়ালার শফথ, হে আলি, নিশ্চয় তুমি ইস্‌লামকে তোমার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করিবে। আবুজা'ফর ও কায়লি বলিয়াছেন, (আলি বেনে মদিনি) এবনে আবি দাউদ ও জাহমিয়া দলেরদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হোছাএন মুছেলি বলিয়াছেন আমাকে আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, আপনি কিজন্য উক্ত জাহমিয়া দলকে কাফের বলেন না? আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে কাফের বলিতে বিরত থাকিতাম, এমনকি আলি বেনে মদিনি (তজ্জন্যই) উহা বলিয়াছিলেন, তৎপরে যে সময় তিনি বিপন্ন হওয়ায় (জাহমিয়াদের মত) গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট একখণ্ড পত্র লিখিয়া খোদাতায়ালার (ভয়) ও তাঁহাদের কাফের বলার সম্বন্ধে যাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলাম, তৎপরে আমি অবগত হইয়াছি যে, নিশ্চয় তিনি আমার পত্রপাঠ কালে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এবরাহিম হারবিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আলি বেনে মদিনি কি মিথ্যা বলার দোষে দোষান্বিত হইয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, না, কিন্তু যে সময় তিনি একটী হাদিস বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি এবনে আবি দাউদকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাঁহার হাদিসে একটি শব্দ যোগ করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আলি (বেনে মদিনি) কি (এমাম) আহমদের প্রতি দোষারোপ করিতেন? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন না, (কিন্তু) তিনি যে সময় আপন কেতাবে (এমাম) আহমদের কোন হাদিস দেখিতেন, (তখন) এবনে আবি দাউদকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলিতেন যে, ইহার উপর রেখা টানিয়া দাও।

তহজিবোত্তহজিব, ৭ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা;—

قلت لا حمد ان علی بن المدینی یحدث عن الولید بن مسلم بحدیث عمر کلوه الی خالقه فقال کذب ☆

"আমি (এমাম) আহমদকে বলিলাম যে, আলি বেনে মদিনি, (হজরত) ওমারের হাদিসে অলিদ বেনে মোসলেম হইতে كلوه الى خالقه (এই শব্দগুলি) বর্ণনা করেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, ইঁনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন।"

ছহিহ মোছলেমের টীকা, নাবাবি, ২১ পৃষ্ঠা;—

هذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله اليه

ولامساعد له من اهل العلم عليه فان القول به بدعة باطلة ☆

"(এমাম মোছলেম বলিয়াছেন), ইহা (এমাম বোখারি ও আলি বেনে মদিনির মত) বাতীল সকপোল কল্পিত, নবাবিষ্কৃত মত, প্রাচীন কালে কেহই এইরূপ মতধারী ছিলেন না এবং (বর্ত্তমানে) বিদ্বানগণের মধ্যে কেহই এ বিষয়ে তাঁহার অনুমোদনকারী নহেন, কেননা নিশ্চয় ইহা বাতীল বেদাত।"

হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক আপনার মানিত আলি মদিনির উপর বিদ্বানগণ কি কি দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলেন ত, এক্ষণে অগ্রে তাঁহাকে উদ্ধার করুন, তৎপরে তাঁহার কথায় এমাম আজমের নিন্দা করিতে চেষ্টা করিবেন। ধন্য আপনার লেখনী শক্তি, ধন্য আপনার বিবেক বুদ্ধি !

এক্ষণে এমাম আজমের ৫০টি হাদিসে ভ্রম করিবার কথা শুনুন;—

মজহাব বিদ্বেষীগণ বহু কাল হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, এমাম আজম কেবল ১৭টি হাদিস অবগত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি কেবল ১৭টি হাদিস জানিতেন তিনি কিরূপে ৫০টি হাদিস ভ্রম করিলেন? ১৭টি হাদিসের অপবাদ যে একেবারে মিথ্যা, ইহাতে তাহাই জ্বলন্ত ভাবে প্রমাণিত হইল।

ছহিহ তেরমজি, ২৭৩ পৃষ্ঠা;—

لم يسلم من الخطأ و الغلط كثيراحد من الائمة مع

حفظهم ☆

(এমাম) তেরমজি বলিয়াছেন, এমামগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদের হাফেজ হওয়া সত্ত্বেও ভুল ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

তহ্জিঃ ৩ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা;—

فغيره من اقرانه لثورى و شعبة كانو يخطئون ☆

"(এমাম) ছুফইয়ান ও (এমাম) শো'বার তুল্য তাঁহার (হাম্মাদ বেনে ছাল্‌মার) সমশ্রেণীগণ ভ্রম করিতেন।

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ১ম খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা;—

قال احمد اخطأ فى احاديث ☆

(এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, তিনি (এজিদ বেনে হারুণ) কতকগুলি হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।

তহ্জিঃ ৪ খণ্ড, ৩৪৫।৩৪৬ পৃষ্ঠা—

قال الدار قطنى فى العلل كان شعبة يخطئى فى اسماء الرجال كثيرا ☆

(এমাম) দারকুৎনি 'এলাল' গ্রন্থে বলিয়াছেন, (এমাম) শো'বা রাবিদের নাম সমূহের সম্বন্ধে বহু ভ্রম করিতেন।

উক্ত গ্রন্থ, ১১ খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা—

يحيى بن معين قال اخطأ عفان فى نيف و عشرين حديثا ☆

(এমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন যে, (এমাম) আফ্যান বিশের অধিক হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থ, উক্ত খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা—

عن احمد ما رأيت اقل خطأ من يحيى و لقد اخطأ فى احاديث ثم قال و من يعرى من الخطأ و التصحيف ☆

আহমদ বলিয়াছেন, আমি এহ্ইয়া (কাত্তান) অপেক্ষা অল্প ভ্রমকারী

দেখি নাই, নিশ্চয় তিনি কতকগুলি হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন, তৎপরে বলিয়াছেন, অক্ষর নোক্‌তা ও হাদিসের ভ্রম হইতে কে রক্ষা পাইতে পারে!

উক্ত গ্রন্থ, ৪র্থ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা;—

سليمان بن حرب قال ان ابن عيينة اخطأ فى عامة حديثه عن ايوب ☆

ছোলায়মান বেনে হরব বলিয়াছেন, নিশ্চয় (ছুফইয়ান) বেনে ওয়ায়না আইউবের অধিকাংশ হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।

তাজকেরাতোল-হোফ্‌ফাজ, ১ম খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা;—

اختلفا فى نحو خمسين حديثا للثورى فنظرنا فاذا عامة الصواب مع عبدالرحمن ☆

তাঁহারা উভয় (এমাম আবুদর রহমান ও এমাম অকি) ছওরির প্রায় ৫০টি হাদিসে মতভেদ করিয়াছেন, আমরা তত্তানুসন্ধান করিয়াছি।

ইহাতে দর্শন করিয়াছি যে, অধিকাংশে আবদুর রহমান সত্য মতের অনুসরণ করিয়াছেন। (অর্থাৎ তৎসমুদয়ে অকি ভ্রম করিয়াছেন)।

তহজিঃ ১১ খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা;—

ابن مهدى اكثر تصحيفا من وكيع و وكيع اكثر خطأ منه وقال فى موضع آخر اخطأ وكيع فى خمسمائة حديث ☆

"(এমাম আবদুর রহমান) বেনে মেহেদি (এমাম) অকি অপেক্ষা নোক্‌তা ও অক্ষরে অধিকতর ভ্রম করিয়াছেন এবং (এমাম) অকি তাঁহার অপেক্ষা হাদিসে অধিকতর ভ্রম করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় স্থলে বলিয়াছেন যে, (এমাম) অকি ৫ শত হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।"

তহ্জিঃ ৪র্থ খণ্ড, ৬৩৬ পৃষ্ঠা ;—

قال ابراهيم بن سعيد اخطأ فى اربعمائة حديث ☆

"এবরাহিম বেনে ছইদ বলিয়াছেন, তিনি (শরিক) চারিশত হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।"

ছেহাহ্ লেখকগণ তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও উক্ত গ্রহন্থ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা;—

قال ابراهيم الجوهرى اخطأ ابوداؤد فى الف حديث ☆

"এবরাহিম জওহরি বলিয়াছেন, আবুদাউদ (তায়ালাছি) সহস্র হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন।"

এমাম বোখারি তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাজ্‌কেরাতোল -হোফ্যাজ, ২য় খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা;—

فقال يقع لمحمد الغلط فى اهل الشام و ذلك لانه اخذ كتبهم و نظر فيها و اما مسلم فقل ما يوجد له غلط فى العلل ☆

তৎপরে উক্ত এবনো ওক্‌দা বলিলেন, শাম বাসিদের সম্বন্ধে (এমাম) বোখারির ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে, কারণ তিনি তাহাদের কেতাব লইয়া উহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু (এমাম) মোছললেমের 'এলাল, (হাদিসের গুপ্ত তত্ত্ব সমূহ) সম্বন্ধে অতি অল্পই ভুল হইয়াছে।

হাশিয়ায়-শেখ আযহরি, ১৮ পৃষ্ঠা;—

فالمتكلم فيهم بالضعف من رجل مسلم مائة و ستون و من رجال البخارى ثمانون كما ذكره ابن حجر فى شرحه على الاربعين فى الحموى فان ما انتقد على البخارى نحو ثمانين حديثا وما انتقد على مسلم نحو مائة و ثلا ثين حديثا ☆

"(এমাম) মোছলেমের রাবিদের মধ্যে ১৬০ জনের উপর এবং (এমাম) বোখারির রাবিদের মধ্যে ৮০ জনের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, যথা, (এমাম) এবনে হাযার, 'আরবায়িনে'র টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হামাবিতে লিখিত আছে যে, নিশ্চয় প্রায় ৮০ টি হাদিসে (এমাম) বোখারির ভুল ধরা হইয়াছে এবং প্রায় ১৩০টি হাদিসে (এমাম) মোছলেমের ভুল ধরা হইয়াছে।"

পাঠক, সেহাহ লেখকগণ সহিহ হাদিস নির্বাচন করিতে পৃথক পৃথক আনুমানিক শর্ত স্থির করিয়াছেন, এমাম বোখারির শর্তানুযায়ী এমাম মোছলেমের বহু সংখ্যক হাদিস জইফ বা বাতীল, এমাম মোছলেমের শর্তনুযায়ী এমাম বোখারির বহু সংখ্যক হাদিস বাতীল। উক্ত এমাদ্বয়ের শর্তানুযায়ী এমাম আবুদাউদ, নাছায়ী ও তেরমজির বহু সংখ্যক হাদিস জইফ, এমাম আবুদাউদ ও নাছায়ির শর্তানুযায়ী এমাম বোখারি, মোছলেম ও তেরমেজির বহু হাদিস অগ্রাহ্য। এইরূপ প্রত্যেক বিরোধ জনক হাদিসে প্রকৃত পক্ষে কোন এক পক্ষ ভ্রান্তিমূলক মত ধারণ করিয়াছেন, অন্যপক্ষ নির্ভুল মত পোষণ করিয়াছেন, ইহাতে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইল যে, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি হাদিস তত্ত্ববিদ্গণের প্রত্যেকে সহস্র স্থলে ভ্রম করিয়াছেন।

এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষী লেখককে জিজ্ঞাস্য এই যে, সমস্ত জগতের হাদিস তত্ত্ববিদ্গণ শত সহস্র হাদিসে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি হইল না, কেবল এমাম আজম ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের এত চিৎকার গাত্রকার, এত গাত্রদাহ ইহা কি একদেশ দর্শিতা নহে?

এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি বিদ্বান্গণ বহু হাদিসে ভ্রম করিয়া

আপনাদের মতে অযোগ্য হইবেন কি?

মিজান শায়'রাণি, ৬১।৬২ পৃষ্ঠা,—

"এমাম আজম তাবিয়ি বিদ্বান্‌গণ হইতে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু উক্ত এমামের এন্তেকালের পরে কোন দোষান্বিত ব্যক্তি তাঁহার ছনদে উক্ত হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই পরবর্ত্তী কতক হাদিস তত্ত্ববিদ্ ভ্রমবশতঃ উক্ত হাদিসে এমাম আজমের ভ্রম ধারণা করিয়া লইয়াছেন, ইহা তাহাদের ভ্রম সঙ্কুল ধারণা।"

পাঠক, এইরূপ এমাম নাসায়ি ভ্রম বশতঃ পরবর্ত্তী রাবির ভ্রমকে এমাম আজমের ভ্রম ধারণা করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে এমাম নাসায়ি স্বয়ং ভ্রমজালে আবদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল ধারণায় অনুসরণ করা কাহারও পক্ষে ওয়াজেব নহে। ইহা বাতীল তকলীদ।

ছেয়ানাতল-মোমেনিন, ৬৩।৬৪ পৃষ্ঠা;—

এমাম অকি সাহেব ত এমাম আবু হানিফা সাহেব এবং তদীয় মতালম্বীগণকে আহলে রায় বলিয়া নিন্দা ও তাঁহাদের মতকে বেদাত বলিয়াছেন।

সহিহ তেরমজি, ১ম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা—

অকি এই হাদিস বর্ণনা কালে বলিলেন, তোমরা এ বিষয়ে রায়ওয়ালাদের কথার দিকে নজর করিও না, যেহেতু এশয়ার করা অবশ্য সোন্নত আর তাহাদের মজহাব বেদাত। ....

এমাম অকি বলিলেন, রসূল (দঃ) এশয়ার করিয়াছেন, আবু হানিফা বলেন, উহাতে অঙ্গহীন করা হয়, তিনি এবরাহিম নখয়ি হইতে এই রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আবুচ্ছাএব বলিল, আমি দেখিলাম, ইহাতে (তিনি) ক্রোধে একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, আর বলিলেন, আমি তোকে রছুলের হাদিস শুনাইতেছি। আর তুই এবরাহিম নখয়ীর কথা দেখাইতেছিস, তোর পক্ষে ইহাই খুব উপযুক্ত যে তোকে জেলে বন্দী করা হয়।

হানিফিদিগের উত্তর

তহ্জিবোত্তহ্জিব, ৮ম খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা,—

قال علي بن عثمان قلت لا حمد ان ابا قتادة الحراني كان يتكلم في وكيع و عيسى بن يونس و ابن المبارك فقال من كذب اهل الصدق فهو الكذاب ☆

আলি বেনে ওছমান বলিয়াছেন, আমি (এমাম) আহমদকে বলিলাম, নিশ্চয় আবু কাতাদা হেরানি (এমাম) অকি, ইছা বেনে ইউনোছ ও (আবদুল্লাহ) বেনে মোবারকের নিন্দাবাদ করিতেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণদিগকে মিথ্যাবাদী বলে, সেই মহা মিথ্যাবাদী।"

হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক, কেহ কাহারও নিন্দাবাদ করিলে যদি অবাধে উহা গ্রহণীয় হয়, তবে আপনার মানিত এমাম অকিও নিন্দনীয় হওয়ায়, অযোগ্য হইয়া যাইবেন।

তদরিবোর-রাবি, ২৬২ পৃষ্ঠা,—

قال ابن دقيق العيد الوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة الخ ☆

"(এমাম) এবনে-দকিকোল-ইদ বলিয়াছেন, পাঁচটি কারণে (রাবিদের দোষ গুণ বিচারে) বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতা, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য, ইহা পরবর্ত্তী লোকের ইতিহাসে অধিক।

দ্বিতীয়—আকায়েদে বিরুদ্ধবাদী হওয়া।

তৃতীয়—ছুফিদিগের ও জাহিরি বিদ্যাধারিদিগের মধ্যে মতভেদ হওয়া।

চতুর্থ—এল্মের প্রকার ভেদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য দোষারোপ করা।

পঞ্চম—কল্পনার বশবর্ত্তী হওয়া ও অসতর্ক হওয়া।

(এমাম) এবনে আবদুল বার 'কেতাবোল এলম' গ্রন্থে সমশ্রেণী সমসাময়িক লোকদের পরস্পরের দোষারোপ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন এবং এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে বিদ্বান্‌গণের (পরস্পরের) বাদানুবাদ স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণীয় নহে।

মেশকাত, ৩২৪ পৃষ্ঠা;—

لا يقضين حكم بين اثنين و هو غضبان ☆

"(হজরত বলিয়াছেন) রাগান্বিত অবস্থায় কোন বিচারক যেন দুইজনের মধ্যে বিচার না করেন।"

ফৎহোল মোগিছ, ৪৮৩।৪৮৪ পৃষ্ঠা;—

انما رد كلام من المعدل و الجارح لتحامله كالنسائى فى احمد بن صالح الخ ☆

"অনেক সময় দোষ গুণ কীর্ত্তনকারীর কথা তাহার অযথা আক্রমণের জন্য রদ করা হয়, যেরূপ (এমাম) নাছায়ী (এমাম) আহমদ বেনে ছালেহের সম্বন্ধে (অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন) অনেক সময় উক্ত দোষের খণ্ডন পথও থাকে, (কিন্তু) যে সময় উক্ত ব্যক্তি দোষারোপ করে, ক্রোধ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অর্থাৎ উক্ত ক্রোধের জন্য তাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, কেননা মনের আকস্মিক উদ্বেগ হইতে পবিত্র হওয়ার দাবি করা যাইতে পারে না, এই হেতু অনেক সময় যে ব্যক্তি পরহেজগার দলের মধ্যে গণ্য, তাহারও ক্রোধ জন্মিয়া থাকে, ইহাতে হঠাৎ একটি শব্দ বাহির হইয়া পড়ে তোমার কোন বস্তুর প্রীতি (তোমাকে) অন্ধ ও বধির করিয়া ফেলে, অথচ তাঁহারা মহৎ ও মহা বিশ্বাসভাজন হইয়াও স্বেচ্ছায় এরূপ দোষারোপ করেন নাই যাহার বাতীল হওয়া তাঁহারা অবগত ছিলেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা বা মজহাবী বিদ্বেষ অথবা ধারণা ও অসাবধনতা বশতৎ যে দোষারোপ করা হয়, উহা অগ্রাহ্য।

এমাম অকি, এমাম আবু হানিফা ও এমাম নখয়ির মতের নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, মজহাবী বিদ্বেষ বশতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য হইবে।

যদি এমাম অকির রাগ, দ্বেষপূর্ণ কথায় এমাম আজম ও তদীয় মতালম্বীগণকে বেদাতি হইতে হয়, তবে মজহাব বিদ্বেষীদল অগ্রেই বেদাতি হইয়া যাইবেন।

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা;—

قال وكيع لجهر بالبسملة بدعة ☆

"(এমাম) অকি, বলিয়াছেন, (নামাজে) উচ্চৈস্বরে বিছমিল্লাহ্ পাঠ করা বেদাত।"

মজহাব বিদ্বেষীদল নামাজে উচ্চ শব্দে বিছমিল্লাহ্ পাঠ জায়েজ বলেন, কাজেই তাঁহারা এমাম অকির মতে বেদাতী ইহলেন।

এমাম অকির প্রত্যেক মত মান্য করা কি ফরজ হইবে? যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ উহা মান্য করা ফরজ বুঝেন, তবে নিম্নোক্ত মতটি মান্য করা ফরজ বলিবেন কি?

তাজকেরাতোল হোফ্ফাজ, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা;—

ويفتي بقول ابي حنيفة وكان يحيى القطان يفتي بقول ابي حنيفة ايضا ☆

"এমাম অকি, এমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন এবং এহইয়া কাত্তান ও এমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন।

হে লেখক সাহেব, এখন দেখিলেন ত, এমাম অকির ক্রোধান্ধ হইয়া অন্যায় কথা বলিয়াছেন, তৎপর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তওবা করতঃ উক্ত এমামের মতালম্বী হইয়াছিলেন, এখন আপনারাও তওবা করতঃ তাঁহার মতাবলম্বী হউন।

এমাম তেরমজি, এমাম অকির ক্রোধ সমন্বিত মতটি স্বীয় সহিহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত এমাম অকি যে এমাম আবু হানিফার

মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন, এ কথাটী প্রকাশ করিলেন না, ইহা তাঁহার অন্তর নিহিত বিদ্বেষ ভাবের পরিচায়ক নহে কি? যে এমাম নখয়ি এমাম তেরমজি ও অকি অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতম, তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচার করা এমাম তেরমজির ন্যায় একজন বিজ্ঞ লোকের পক্ষে যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বা কলঙ্কের বিষয় হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ পাঠককে বলাই বাহুল্য।

তহজিবোত্তহজিব, ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা;—

"এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ তেরমজি নাছায়ি ও এবনে মাজা, এমাম নখয়ির হাদিস স্ব স্ব সহিহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম শা'বি বলিয়াছেন, এমাম নখয়ি আপনার তুল্য শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ত্যাগ করিয়া যান নাই। (এমাম) এহ্ইয়া মইন বলিয়াছেন, এবরাহিম, (নখয়ির) মোরছাল হাদিস শা'বির মোরছাল হাদিস অপেক্ষা উত্তম।

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ ১ম খণ্ড, ৬৩।৬৪।৬৬ পৃষ্ঠা;—

"এমাম নখয়ি এরাক প্রদেশের ফকিহ্, একজন বিশুদ্ধ আলেম ছিলেন। এমাম আ'মাশ বলিয়াছেন, ইনি হাদিস পরীক্ষক ছিলেন।"

কুফাবাসিগণ যে সময় হজ্জ করিতে যাইতেন, (সেই সময়) তাহারা (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) কে কোন মসলা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন তোমাদের মধ্যে কি ছইদ বেনে জোবাএর নাই? (অর্থাৎ তাঁহার বর্ত্তমান থাকা অবস্থায় আমার নিকট কোন মসলা জিজ্ঞাসা করা নিস্প্রয়োজন।) সেই ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, তোমাদের এবরাহিম নখয়ি থাকিতে আমার নিকট কিজন্য ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর?

তাবাকাতোল- হোফ্ফাজ, ১ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা;—

"(এমাম) এবরাহিম নখয়ি ও শা'বি তাঁহাদের সময়ে কুফাবাসীদের ফকিহ ও ফৎওয়া দাতা ছিলেন। এছমাইল বেনে আবিখালেদ বলিয়াছেন, (এমাম) শা'বি এবরাহিম ও আবুছ-ছোহা মছজিদে সমবেত হইয়া হাদিসের সমালোচনা করিতেন, যে সময় তাঁহাদের নিকট এরূপ বিষয় উপস্থিত হইত যাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোন হাদিস না থাকিত, (সেই সময়) তাঁহারা উক্ত এবরাহিম নখয়ির দিকে চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করিতেন। এমাম

শায়াবি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার পরে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আলেম ত্যাগ করিয়া যান নাই, না হাছান বিস্রি, না এবনে ছিরিন, না কুফাবাসিদের মধ্যে, না বাস্রাতে, না মক্কা ও মদিনাতে এবং না শামদেশে।"

এমাম বোখারি স্বীয় সহিহ গ্রন্থে উক্ত এমাম নখয়ির বহু মত দলীল স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মিস্রি ছাপা সহিহ বোখারি, ১ম খণ্ড, ৩০-৪২ পৃষ্ঠা;—

"এবরাহিম (নখয়ি) হইতে বর্ণিত আছে, অবগাহন গৃহে কোরাণ পাঠে ও বিনা অজু পত্র লিখনে কোন দোষ নাই। এবরাহিম (নখয়ি) হইতে বর্ণিত আছে, যদি (অবগাহন গৃহে) তাহাদের উপর তহবন্দ থাকে, তবে (তাহাদিগকে) ছালাম কর, নচেৎ না। এবরাহিম (নখয়ি) বলিয়াছেন, ঋতুবতী স্ত্রীলোক এক আয়ত (কোরাণ) পাঠ করিলে, কোন দোষ হইবে না।" এমাম বোখারি এইরূপ তাঁহার রায় সহিহ গ্রন্থে বহুস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বয়ং এমাম তেরমজি উক্ত এমাম নখয়ির মত স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সহিহ তেরমজি, ৩৯ পৃষ্ঠা;—

☆ عن ابراهيم النخعي انه قال التكبير جزم والسلام جزم ☆

"এবরাহিম নখয়ি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, তক্‌বিরের শেষ অক্ষরকে ও ছালামের শেষ শব্দের শেষ অক্ষরকে ছাকেন পড়িতে হইবে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, সেহাহ লেখকগণ তাঁহার রায় গ্রহণ করিয়া বেদাতি হইয়াছেন কিনা? মজহাব বিদ্বেষীগণ এমাম তেরমজির সমস্ত মত ও হাদিস কি মান্য করেন?

তিনি ছহিহ তেরমজির ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

☆ عن ابى مالك الاشجعى قال قلت لابى يابت الخ ☆

"আবুমালেক আশযায়ি বলিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার পিতা, নিশ্চয় আপনি (হজরত) নবিয়ে করিম

(সাঃ) এর, আবুবকর, ওমার ও ওছমানের এবং প্রায় পাঁচ বৎসর এই স্থলে কুফাতে আলি বেনে আবিতালেবের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কি (ফজরে) কনুত পাঠ করিতেন, (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, (ইহা) বেদাত।"

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে -জরুরীয়ায়' ফজরের নামাজে কনুত পড়ার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণ তেরমজির উক্ত হাদিস অনুযায়ী আপনাদিগকে বেদাতি বলিয়া স্বীকার করিবেন কি?

মিজানোল-এ'তেদাল, ৩য় খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা;—

ولا التفات الى قول ابى محمد بن حزم فيه فى الفرائض من كتاب الايصال انه مجهول ☆

"আবু মোহাম্মদ এবনে হাজম 'কেতাবোল-ইসালে'র ফারায়েজ অধ্যায়ে উক্ত এমাম তেরমজির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয় অপরিচিত ব্যক্তি (জইফ)। এমাম জাহাবি বলেন, এবনে হাজমের এই কথা গ্রহণীয় নহে।" হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক, যদি প্রত্যেক দোষারোপ গ্রাহ্য হয়, তবে আপনাদের নেতা এবনে হাজমের দোষারোপে এমাম তেরমজি ও জইফ (হাদিসে অযোগ্য) হইয়া যাইবেন।

তাজকেরাতোল-হেফ্যাজ, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা;—

"(মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ এমাম) এহইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সহজ মত প্রচারক ছিলেন, সর্ব্বদা ফৎওয়া দাতাগণ (ব্যবস্থাপকগণ) ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতেন, একজন (এক বস্তুকে) হালাল বলিতেন, অন্য একজন (উক্ত বস্তুকে) হারাম বলিতেন, ইনি তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেন না, এবং তিনি ইঁহার উপর দোষারোপ করিতেন না।

তহজিবোত্তহজিব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা;—

كان يحى يميل الى قول الكوفين و كان عبد الرحمن يذهب الى بعض مذاهب اهل الحديث و الى رأى المدينين ☆

"এইয়া (বেনে ছইদ) কুফা অধিবাসীদের মতের সমর্থন করিতেন এবং আবদুর রহমান হাদিস তত্ত্ববিদ্‌গণের কতক মত ও মদিনা বাসীদের রায় অবলম্বন করিতেন।"

পাঠক, দুইজন প্রবীণ মোহাদ্দেছ দুই প্রকার মত ধারণ করিতেন।

হোয্যাতোল্লাহেল বালেগা ১১৩ পৃষ্ঠা;—

مثاله ما روى اصحاب الوصول فى قضية التحصيب الخ ☆

"উহার দৃষ্টান্ত এই যে, ছেহাহ্ লেখকগণ 'তহছিব' অর্থাৎ (হজ্জ হইতে) প্রত্যাবর্তন কালে আবৃতাহ্ নামক স্থানে অবতারণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (হজরত) নবিয়ে করিম (সাঃ) তথায় অবতারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে (হজরত) আবু হোরায়রা ও (হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) মত ধারণ করিয়াছেন যে, উক্ত কার্য্যটি এবাদত রূপে ছিল, সেই হেতু তাঁহারা উহাকে হজ্জের সুন্নত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (হজরত) আএশা ও (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) স্থির করিয়াছেন যে, উহা দৈব কারণে হইয়াছিল এবং উহা সুন্নত সমূহের মধ্যে গণ্য নহে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই যে, অধিকাংশ (সাহাবা) স্থির করিয়াছেন যে, কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ (তওয়াফ করা) কালে মন্দ মন্দ দৌড়ান সুন্নত এবং (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) স্থীর করিয়াছেন যে, নিশ্চয় হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) দৈব ঘটনায় উপস্থিত কারণ বশতঃ উহা করিয়াছিলেন, উক্ত কারণ এই যে, মোশরেকগণ বলিয়াছেন যে মদিনার জ্বর তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে, (এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য হজরত মন্দ মন্দ দৌড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন, উহা সুন্নত নহে।"

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, সাহাবাগণ তাবিয়িগণ, হাদিসতত্ত্ববিদ্‌গণ এজতেহাদ করিয়া কতক হাদিসকে গ্রহণ ও কতককে ত্যাগ করিয়াছেন, হাদিস সমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দার পাত্র হইতে পারেন না।

সহিহ্ বোখারিতে এইরূপ বহু রায় বর্ত্তমান আছে, যথা, জগতের বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, স্ত্রী সঙ্গম করিলে রেতপাত হউক, আর না হউক, গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু এমাম বোখারি সহিহ্ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যতক্ষণ রেতপাত না হইবে, ততক্ষণ গোছল ফরজ হইবে না। তিনি সহিহ হাদিসের বিরুদ্ধে এই রায় করিয়াছেন। সহিহ্ হাদিসে কুকুরের এঁটো অপবিত্র বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তিনি উক্ত হাদিসের বিরুদ্ধে রায় করিয়া লিখিয়াছেন যে, অন্য পানির অভাবে কুকুরের এঁটো পানিতে অজু জায়েজ হইবে। সহিহ হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চতুস্পদের বিষ্ঠা অপবিত্র, কিন্তু তিনি ইহার বিপরীতে রায় করিয়া বলিয়াছেন যে, চতুস্পদের বিষ্ঠার উপর নামাজ পাঠ জায়েজ হইবে।

সহিহ্ হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অশুচি অবস্থায় কোরাণ পাঠ জায়েজ নহে, কিন্তু তিনি রায় করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত অবস্থায় কোরাণ পাঠ সিদ্ধ হইবে।

সহিহ্ হাদিসে সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তিনি উক্ত হাদিসের নিষেধাজ্ঞাকে হারাম না বুঝিয়া মকরুহ তাঞ্জিহি বুঝিলেন এবং সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা সিদ্ধ হওয়ার মত লিপি বদ্ধ করিলেন।

কোরাণ ও হাদিস হইতে বক্‌রাইদের কয়েক দিবসে কোরবাণি করা জায়েজ প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি রায় করিয়া ইদের দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে কোরবাণি নাজায়েজ স্থির করিয়াছেন।

কোরাণ দ্বারা বেঙ ও কচ্ছপের হারাম হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি উহা রায় করিয়া হালাল ধারণা করিয়াছেন।

এমাম অকি ও তেরমজি তাঁহার এবম্বিধ রায়কে বেদাত বলিয়া কেন প্রচার করিলেন না? ইহাতে এমাম তেরমজি একদেশদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া গেল। পাঠক, এক্ষণে এশয়ারের মসলা বুঝুন,—

হজ্জের সময়ে কোরবাণির উটের পৃষ্ঠের ডাহিন পার্শ্বে ঈষৎ রক্তপাত করাকে এশয়ার বলা হয়।

আয়নি;—

قال الطحاوى الذى هو اعلم بمذهب ابى حنيفة الخ ☆

"হানফি মজহাবের প্রধান অভিজ্ঞ (এমাম) তাহাবি বলিয়াছেন, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা মূল এশয়ারকে মকরুহ্ বলেন নাই এবং উহার সুন্নত হওয়াকে (অস্বীকার করেন) নাই। বল্লম বা ছুরির দ্বারা, বিশেষতঃ আরবের প্রচণ্ড উত্তাপে এরূপ আহত করা যাহাতে ক্ষত সংক্রামিত হইয়া উক্ত প্রাণীর প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয়, তিনি এই কার্য্যকে মকরুহ্ বলিয়াছেন।"

মূল কথা হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) কোরবাণির উটের পৃষ্ঠদেশে ঈষৎ রক্তপাত করিতেন, তাহা এমাম আজমের মতে সুন্নত, কিন্তু তাহার পরে লোকে প্রাণির প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয়, এরূপ অতিরিক্ত রক্তপাত করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছে, তিনি ইহা মকরুহ্ বলিয়াছেন।

সহিহ বোখারিতে উল্লেখ হইয়াছে;—

نهى النبى صلعم عن المثلة ☆

"হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) কোন প্রাণীর নাসিকা কর্ণ ইত্যাদি আহত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

এমাম নখয়ি এই হাদিস দৃষ্টান্তে অতিরিক্ত রক্তপাত করাকে মকরুহ্ বলিয়াছেন, ইহাতে তিনি বেদাতি হইবেন না কেন?

ছেয়ানত, ৬৪।৬৫ পৃষ্ঠা;—

"এমাম অকি সাহেব এমাম আবু হানিফা সাহেব ও তাঁহার মোকাল্লেদ হানাফিগণকে রায়ওয়ালা ও তাঁহাদের মজহাবকে বেদাত বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন এবং তাঁহাদের রায় বা ফেকার দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেও মানা করিতেছেন। তাঁহারা (আহলে হাদিসগণ) এমাম সাহেব ও তাঁহার মতালম্বীগণকে আহলে হাদিস বা মোহাদ্দেছ গণ্য করিতেন না।

হানাফিদিগের উত্তর

হাফেজ এবনে কোতয়বা দিনুরি 'মায়ারেফ' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"(এমাম) আবু হানিফা ছুফইয়ান ছওরি, মালেক, আওজায়ি রবিয়াতোর -রায়ি, আবু ইউছোফ ও মোহাম্মদ আহলে রায় ছিলেন।"

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজের প্রথম খণ্ডে (৩৩০ পৃষ্ঠায়) এমাম শাফিয়িকে আহলে রায় বলা হইয়াছে।

তহজিবোল-আছমা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মোহাদ্দেছগণের অগ্রাণী এমাম আহমদ হাদিস শ্রবণ ত্যাগ করিয়া এমাম শাফিয়ির রায় শ্রবণ করিতেন। আহলে রায়ভুক্ত এমাম নখয়ির হাদিস ও রায়ে ছেহাহ্ গ্রন্থ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এমাম মালেক, ছুফইয়ান, আওজায়ি ও রবিয়াতোর- রায়ির সহস্রাধিক হাদিস ছেহাহ্ ছেত্তায় বর্ণিত আছে।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এমাম বোখারি মোসলেম আবুদাউদ, তেরমজি ও নাছায়ি উপরোক্ত আহলে রায়দলের হাদিস ও মত গ্রহণ করিয়া বেদাতি হইয়াছেন কি না?

এমাম আহমদ (রঃ) এমাম শাফিয়ির (রঃ) রায় গ্রহণ পূর্ব্বক বেদাতি হইয়াছেন কিনা? যে এমাম অকি আহলে রায় দলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং এমাম আবু হানিফার রায় গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার নিজের কার্য্যে উক্ত মকার্দ্দমা ডিছমিছ্ হইয়া গেল, তিনি এইরূপ কার্য্য করিয়া বেদাতি হইলেন না ত? যদি তিনি নিজে হানফি রায় গ্রহণ করা সত্ত্বেও বেদাতি না হইয়া থাকেন, তবে হানফি মতালম্বিগণ কেন বেদাতি হইবেন? আর যদি তিনি নিজেই বেদাতি হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার তেরমজি লিখিত মতটি গ্রহণ করতঃ এমাম তেরমজি ও মজহাব বিদ্বেষী দল বেদাতি হইয়া যাইবেন।

এমাম অকি এমাম নখয়ি ও এমাম আবু হানিফার মতের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অন্যায় ভাবে এশয়ার সম্বন্ধীয় তাঁহাদের মতটাকে বেদাত বলিয়াছেন, কিন্তু পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন ত যে, তাঁহাদের উক্ত মসলা সম্বন্ধীয় মতটি বেদাত নহে। এমাম অকি তাহাদের মজহাবকে বেদাত বলেন নাই, কিন্তু লেখক উহার জাল অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মজহাব বেদাত। ধন্য আপনার জালছাজি।

যদি অল্প সময়ের জন্য অসত্য কথাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাও হয়, তথাচ ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, যদি কাহারও একটি মসলা বেদাত হয়, তবে কি তাঁহার সমস্ত মজহাব বেদাত হইবে?

এমাম অকির মতে নামাজে উঁচৈস্বরে বিছমিল্লাহ্ পড়া বেদাত, মজহাব বিদ্বেষীগণ উচ্চৈস্বরে বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া থাকেন, এক্ষেত্রে লেখকের মতে তাহাদের সমস্ত মজহাব বেদাত হইয়া গেল।

এমাম বোখারি কেয়াছি শর্ত্তের বশবর্ত্তী হইয়া শতাধিক মোয়ানয়ান হাদিসকে বাতীল করিয়াছেন, এমাম মোছলেম তজ্জন্য তাঁহার এই মতটি বেদাত বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তিনি আহলে রায় হইলেন এবং লেখকের মতে তাঁহার সমস্ত মজহাব বেদাত হইবে কি না? তাঁহার মজহাবের দিকে ভ্রুক্ষেপ করা সিদ্ধ হইবে কিনা?

আবু দাউদের মোকাদ্দমা;—

اما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل

سفيان الثورى و مالك و الاوزاعى الخ ☆

এমাম ছুফইয়ান ছওরি মালেক ও আওজায়ির তুল্য প্রাচীন বিদ্বানগণ মোরছাল হাদিস সমুহকে দলীল রূপে গ্রহণ করিতেন, তৎপরে (এমাম) শাফিয়ি (রঃ) উহার উপর দোষারোপ করিলেন এবং আহমদ বেনে হাম্বল প্রভৃতি উক্ত মতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যদি মোরছাল (হাদিস) সমূহ ব্যতীত কোন মোছনাদ (হাদিস) না থাকে, তবে মোরছালই দলীল হইবে।

তাদরিবোর রাবি, ৬৭ পৃষ্ঠা;—

و قال مالك و ابو حنيفة فى طائفة منهم احمد فى المشهور عنه صحيح الخ ☆

"এমাম মালেক, আবু হানিফা আরও একদল লোক বলিয়াছেন যে, (মোরছাল হাদিস) ছহিহ্ এমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতে (উহা ছহিহ্)। (এমাম) এবনে যরির বলিয়াছেন, সমস্ত তাবিয়ি এক বাক্যে মোরছাল হাদিসকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহবা তাঁহাদের পরে দ্বিতীয় শতাব্দীর আরম্ভ অবধি কোন এক এমাম উক্ত মোরছাল হাদিসকে অগ্রাহ্য করেন নাই।

এবনে আব্দুল বার বলিয়াছেন, নিশ্চয় (এমাম) শাফিয়ী প্রথমে উহা বাতীল করিয়াছেন। তবে যদি উক্ত হাদিসটি মোছনাদ ও মোরছাল ভাবে অন্য ছনদে সপ্রমাণিত হয়, তবে উহা (শাফিয়ির মতে) ছহিহ হইবে। (এমাম) শাফিয়ি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

ফৎহোল-মোগিছ, ৫৫ পৃষ্ঠা;—

و احتج مالك و النعمان و تابعوهما و جماعة من المحدثين الخ ☆

(এমাম) মালেক, (আবুহানিফা) নো'মান, তাঁহাদের উভয়ের অনুসরণকারিগণ একদল হাদিসতত্ত্ববিদ, (এমাম) নাবাবির বর্ণিত রেওয়াএত অনুযায়ী এমাম আহমদ, এবনোল কাইয়েম, এবনে কছির প্রভৃতি (বিদ্বানগণ) (মোরছাল হাদিসকে) দলীল বলিয়া মান্য করিতেন। (এমাম) নাবাবি 'মোহাজ্জেব' গ্রন্থের টীকায় উহা বহু বিদ্বান অধিকাংশ ফেকহতত্ত্ববিদ বিদ্বানের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) গাজালি উহা প্রায় সমস্ত বিদ্বানের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (এমাম) আবুদাউদ নিজ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অধিকাংশ বিদ্বান্ মোরছাল হাদিসকে দলীল বলিয়া মান্য করিয়া লইতেন।"

যে হাদিসটি কোন তাবিয়ি কর্ত্তৃক বর্ণিত হয় এবং তিনি কোন সাহাবার নাম বর্ণনা না করিয়া হজরত বলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন, এই হাদিসকে মোরছাল বলা হয়। যদি কোন বিশ্বাসভাজন তাবিয়ি এইরূপ হাদিস বর্ণনা করেন, তবে এমাম আবু হানিফা, মালেক ছুফইয়ান আওজায়ি ও সমস্ত তাবিয়ির মতে উহা সহিহ হাদিস বলিয়া গৃহীত হইবে। এমাম শাফিয়ি কয়েকটি শর্ত্ত সহ উহা সহিহ হাদিস বলিয়া গ্রহণ করেন। এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি হাদিসতত্ত্ববিদগণ এইরূপ সহস্রাধিক হাদিস রদ করিয়াছেন।

এক্ষেত্রে তাঁহারা আহলে-রায় হইলেন, তাঁহাদের মতের দিকে দৃষ্টিপাত করা সিদ্ধ হইবে কিনা? তাঁহাদের মজহাব বেদাত হইবে কিনা?

মজহাব বিদ্বেষী লেখক লিখিয়াছেন যে, আহলে রায়গণ মোহাদ্দেছ হইতে পারেন না, বলি, হে লেখক সাহেব, ইহা কি তাঁতি বাগানের অহি বা আসমানি মসলা? এমাম মালেক শাফিয়ি, ছুফইয়ান, আওজায়ি ও নখয়ি আহলে রায় ছিলেন, তাঁহারা কি মোহাদ্দেছ নহেন?

এবনে কোতায়বা দিনুরি 'মায়ারেফ' গ্রন্থের সূচিপত্রে লিখিয়াছেন;—

اصحاب الرای (هم الائمة المجتهدون)

"এমাম মোজতাহেদগণকে আহলে রায় বলে। মূল কথা এই যে, যাহারা কেবল হাদিস স্মরণ করিয়া রাখেন, কিন্তু কোরাণ ও হাদিস হইতে শরিয়তের বিধান প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁহারাই মোহাদ্দেস নামে কথিত হন। আর যাহারা হাদিসের হাফেজ হওয়া সত্বেও কোরাণ ও হাদিস হইতে ব্যবস্থা প্রচার করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারাই এমাম মোজতাহেদ নামে অভিহিত হন, এবনে কোতায়বা শেষোক্ত বিদ্বানগণকে আহলে রায় বলিয়াছেন।

এমাম জাহাবি হাদিসের হাফেজগণের বর্ণনা উপলক্ষ্যে তাজকেরাতোল হোফ্যাজ ও তাবাকাতোল হোফ্যাজ গ্রন্থদ্বয় রচনা

করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছোফের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা কেন মোহাদ্দেস হইবেন না?

এমাম জাহাবি তাবাকাতোল হোফ্যাজে'র ৬ষ্ঠ খণ্ডে, (২৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

يحى بن سعيد بن قيس الانصارى ابو سعيد المدنى قاضى المدينة و عنه مالك و ابو حنيفة و سعيد و السفيانان من الحفاظه ☆

"এহইয়া বেনে ছইদ বেনে কয়েছ, (ইনি) আনছার বংশধর মদিনাবাসী, মদিনার কাজি (বিচারক), আবু ছইদ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার নিকট হাদিসের হাফেজগণের মধ্যে (এমাম) মালেক আবু হানিফা ছইদ ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না ও ছুফইয়ান ছওরি হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন।"

এমাম জাহাবি এস্থলে স্পষ্টভাবে এমাম আবু হানিফা (রঃ) কে হাদিসের হাফেজ বলিয়াছেন।

এবনে খালকানের ২য় খণ্ডে, (১৬৫ পৃষ্ঠায়) এমাম আজমের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে;—

فمثل هذا الامام لا يشك فى دينة ولا فى ورعه و تحفظ☆

"এইরূপ এমামের ধর্ম্ম, পরহেজগারি ও (হাদিসের) হাফেজ হওয়ার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।"

এবনে খলদুন, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা;—

و يدل على انه من كبار المجتهدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه ☆

"তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) মজহাব তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় হইয়াছে, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় তিনি হাদিস বিদ্যায় মহা মোজতাহেদ (তত্ত্বদর্শী) ছিলেন।"

মায়ারেফে এবনে কোতায়বা, ১৭১ পৃষ্ঠা;—

وكان صاحب حديث حافظا ☆

"এবং তিনি (এমাম আবু ইউছোফ) হাদিসতত্ত্ববিদ্ (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন।"

এবনে খালকান, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;—

كان فقيها عالما حافظا ☆

"তিনি (আবু ইউছোফ) ফেক্হতত্ত্ববিদ, বিদ্বান, (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন।

আরও এবনে খালকান, উক্ত খন্ড, উক্ত পৃঃ;—

ذكر ابو عمر بن عبد البر فى كتابه الذى سماه كتاب الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء ان ابا يوسف المذكور كان حافظا ☆

(এমাম) আবু ওমার বেনে আবদুল বার কেতাবোল এন্তেকাফি-ফাজায়েলেছ ছালাছাতেল- ফোকাহা' নামক স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, নিশ্চয় উপরোক্ত আবু ইউছোফ (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন।

তখরিজে-জয়লয়ী, ১।২১৩ পৃঃ;—

"দারকুৎনি বলিয়াছেন, এই মর্ম্মের হাদিস ২০ জন বিশ্বাসভাজন হাফেজে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মোহাম্মদ বেনে হাছান শায়বানি ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদ্বানগণ এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে হাফেজে-হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু লেখক অজ্ঞতার কারণে এইরূপ অযথা দাবি করিয়াছেন।

ছেয়ানত, ৬২ পৃঃ;—

কেয়ামোন্নায়েল (লাহোরের ছাপা) হইতে উদ্ধৃত,—

"ইসহাক বেনে এব্রাহিম বলিলেন, আবদুল্লা বেনে মোবারক বলিতেন যে, আবু হানিফা (রঃ) হাদিসে এতিম (পিতৃহীন বালক) অর্থাৎ নিঃসম্বল ছিলেন, তাঁহার হাদিসের পুঁজি অল্প মাত্র ছিল।"

হানিফিদের উত্তর

যে আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক এমাম আজমের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি কি তাঁহাকে হাদিসে নিঃসম্বল বলিতে পারেন? ইহা কোন হিংসুকের আজগবি কাহিনী হইবে?

উক্ত এমাম এবনে মোবারক এমাম আজমের যে সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে বিদ্বেষপরায়ণ লেখক লিখিয়াছেন যে, উহা এবনে মোবারকের কথা নহে, কোন হানফি ভ্রাতার রচিত কথা।

নিরপেক্ষ পাঠক উপরোক্ত কথাগুলি প্রধান প্রধান শাফিয়ি, হাম্বলি ও মালিকি মতাবলম্বী বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু হিংসাপরায়ণ কুটিলমনা লোকেরা সাধুদের গুণরাশি গোপন করার মানসে এইরূপ ছলনা পূর্ব্বক তাঁহাদের অযথা অপবাদ জন সমাজে রটাইয়া থাকে। তাহাদের কাণ্ডকলাপে আমাদের ধারণা হয় যে, হানফিগণ কোরাণ বা হাদিসের কোন অংশ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিলে, তাহারা বলিতেও পারেন যে, হানফিগণ জাল করিয়া উক্ত আয়ত বা হাদিস লিখিয়া দিয়াছেন। প্রভুরা এইরূপ অসার কথার অবতারণা করিয়া কত আজগবি ফৎওয়া প্রচার করেন?

শাফিয়ি বিদ্বানগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, হানফিগণ তৎসমুদয় নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিলে, যদি উহা অগ্রাহ্য হয়, তবে মজহাব বিদ্বেষীদের লিখিত কেতাবগুলি সমস্তই বাতীল হইবে, যেহেতু হানফিগণ বলিতে পারেন যে, তৎসমুদয় তাঁহাদের সকপোল কল্পিত মত। প্রভুরা এমাম বয়হকি, দারকুৎনি, খতিব বাগদাবি প্রভৃতি বিদ্বানগণের লিখিত হাদিসতত্ত্ব মান্য করিয়া থাকেন, এস্থলে তাঁহারা তৎসমস্ত হানফিদের রচিত কথা বলিয়া

কেন ত্যাগ করেন না? উক্ত এমামগণ এমাম আজমের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হানফিদের রচিত কথা হইবে, অন্য সমস্ত কথা আসমানি অহি হইবে, এইরূপ একদেশদর্শিতামূলক কথার মূলে যে সত্য আছে তাহা কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক স্বীকার করিতে পারেন না।

শাফিয়ি মতাবলম্বী এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আছমা' গ্রন্থের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"(এমাম আবদুল্লাহ্) বেনে মোবারক বলিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফা নিদর্শন ছিলেন। আমি কখনও এরূপ কাহাকে দর্শন করি নাই যিনি ফেক্হতত্ত্বে (কোরাণ হাদিসের সূক্ষ্মতত্ত্বে) আবু হানিফা অপেক্ষা উত্তম বিধান প্রকাশ করিয়াছেন।

হাম্বলি মজহাবাবলম্বী এমাম জাহাবি 'তাবাকাতোল-হোফ্ফাজের ১ম খণ্ডে (৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

"(এমাম) এবনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি ফেক্হতত্ত্বে (কোরাণ ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) তুল্য দর্শন করি নাই।"

শাফিয়ি মতাবলম্বী এমাম এবনে হাযার আস্কালানি 'তহজিবোত্তজিব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

و قال ايضا لو لا ان الله تعالى اغاثنى بابى حنيفة و سفيان

كنت كسائر الناس ☆

'আরও উক্ত এবনে মোবারক বলিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) ছুফইয়ান কর্ত্তৃক আমার সহয়াতা না করিতেন, তবে আমি সাধারণ লোকের ন্যায় হইতাম।"

মালিকি মতাবলম্বী এমাম আবদুল অহ্হাব শায়রানি 'মিজ্জানে'র ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

روى الشيز ماری ایضا عن عبد الله المبارک قال دخلت الكوفه الخ ☆

আরও (এমাম) শিজমারি (এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি কুফা নগরীতে উপস্থিত হইলাম, তৎপরে তথায় বিদ্ধানগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম এবং বলিলাম, আপনাদের এই শহরে লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান কে?" তদুত্তরে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "এমাম আবু হানিফা।" তৎপরে আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরহেজগার কে?" তদুত্তরে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, এমাম আবু হনিফা তৎপরে আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সংসারবিরাগী কে?" তদুত্তরে সকলেই বলিলেন, "এমাম আবু হানিফা।" তৎপরে আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, " লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তাপস ও তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিদ্যায় তৎপর কে?" তদুত্তরে তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "এমাম আবু হানিফা।" অনন্তর আমি তাঁহাদিগের নিকট সদগুণাবলীর মধ্যে যে কোন গুণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, (তদুত্তরে) তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "এমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতীত এরূপ কাহাকেও জানিনা যে উক্ত গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন।"

পাঠক, বিশ্বাসভাজন শাফিয়ি মালেকি ও হাম্বলী বিদ্বানগণ এমাম আবদুল্লাহ বেনে মোবারক হইতে এমাম আজমের যে প্রশংসাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। হিংসাপরায়ণ লেখক উক্ত এবনে মোবারকের সত্য কথাগুলি হান্‌ফিগণের রচিত কথা বলিয়া প্রতারণার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, ধন্য তাঁহার জালছাজি! ধন্য তাঁহার বাকপটুতা।

মানাকেবে-মোয়াফ্‌ফেকের ২য় খণ্ডের (৫১ পৃষ্ঠায়) এমাম ছাময়ানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে;—

عبد الله بن المبارك يقول اختلفت الى السروات الخ ☆

"(এমাম) আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, আমি পান্থশালা সমুহে এবং নগরসমুহে যাতায়াত করিয়াছি কিন্তু যতক্ষণ (না) আমি (এমাম) আবু হানিফার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, (ততক্ষণ) হারাম ও হালালের নিয়মাবলী অবগত হইতে পারি নাই। আরও তিনি বলেন, তোমরা আবু হানিফার রায় বলিও না, কিন্তু তোমরা (উহাকে) হাদিসের ব্যাখ্যা বল। আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলেন, যদি (এমাম) হানিফা প্রাচীন উম্মতগণের মধ্যে হইতেন, তবে তাঁহার সংবাদ আমাদের নিকট উত্থাপিত হইত। আমি তাঁহার তুল্য দর্শন করি নাই। আমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ। (কোরাণ হাদিসে মর্ম্মজ্ঞ) কোন ব্যক্তিকে দর্শন করি নাই। আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলেন যদি আমি বাহুল্য বলার দোষে দোষান্বিত হওয়ার আশঙ্কা না করিতাম তবে আমি (এমাম) আবু হানিফার উপর কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতাম না। উক্ত এমাম কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, (এমাম) আবু হানিফা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন এবং বিদ্বানগণ হাদিসের ব্যাখ্যাতেও (এমাম) আবু হানিফার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলেন, যদি আমি কতকগুলি নির্ব্বোধের কথা গ্রহণ করিতাম, তবে আমি নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফার সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম, যদি আমি (এমাম) আবু হানিফার সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম, তবে অবশ্য আমার কষ্ট বৃথা হইত এবং অর্থব্যয়ও বৃথা হইত। আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক বলেন, যদি আমি (এমাম) আবু হানিফার সাক্ষাৎ না পাইতাম, তবে অবশ্য আমি বিদ্যাহীনদের অন্তর্গত হইতাম বা কতক (হাদিস) বর্ণনা কারীর তুল্য হইতাম।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায়;—

عن عبد الله قال جرى ذكر ابى حنيفة يوما عند عبد الله بن المبارك الخ ☆

"আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, এক দিবস আব্দুল্লাহ বেনে মোবারকের নিকট (এমাম) আবু হানিফার সমালোচনা উত্থাপিত হইয়াছিল, তৎশ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, " তোমরা বিদ্বানগণের মধ্যে আবু হানিফার তুল্য আনয়ণ কর, নতুবা আমাকে ত্যাগ কর এবং বিরক্ত করিও না।" আব্দুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, আমি (এমাম) আবু হানিফার সভায় মহামহা লোককে ক্ষুদ্র (নগন্য) বলিয়া ধারণা করিতাম এবং আমি আমার আত্মাকে কোন সভায় এরূপ নীচতর ধারণা করি নাই যেরূপ (এমাম) আবু হানিফার সভায় (ধারণা) করিতাম।

আবদুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার নিকট কোন অংশ (প্রাপ্ত হয়) নাই, সে ব্যক্তি বঞ্চিত (হতভাগ্য)। এবনোল মোবারক আমাদের নিকট (এমাম) আবু হানিফার নিকট হাদিস বর্ণনা করিলেন, ইহাতে সভায় একজন লোক তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) উপর দোষারোপ করিল, ইহাতে আবদুল্লাহ্ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে কি (বলিতে) চাও, খোদাতায়ালা যাহাকে উচ্চ করিয়াছেন, তিনিই উচ্চ এবং খোদাতায়ালা যাহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনিই মনোনীত।

(এমাম) এবনে মোবারক তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ?" সে ব্যক্তি বলিল, "না।" তিনি বলিলনে, "যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিতে; তবে অবশ্য বুঝিতে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে এই উম্মতের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।" আরও বলিয়াছেন, "হে স্বজাতিবৃন্দ, তোমরা (তাঁহার সম্বন্ধে) আমাদের উপর বহু বাদানুবাদ করিতেছ? যে ব্যক্তি (এমাম) আবু হানিফার নিকট উপবেশন না করিয়াছে। এবং তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব (এল্ম) পরিদর্শন না করিয়াছে, সে ব্যক্তি বঞ্চিত, অসম্পূর্ণ।" আবদুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি শিক্ষকের অর্থাৎ (এমাম) আবু হানিফার নিন্দাবাদ করে, খোদাতায়ালা তাহার অমঙ্গল করুন। (এমাম) এবনোল মোবারক বলেন, "তোমরা হাদিস দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং হাদিসের জন্য (এমাম) আবু হানিফা নিতান্ত প্রয়োজন, কেননা তাঁহার কর্তৃক হাদিসের নিগূঢ় তত্ত্ব ও মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।"

মানাকেবে মোয়াফ্ফোক, ১ম খণ্ড, ৫৩।৫৪ পৃষ্ঠা;—

ابو عصمة سعد بن معاذ لما سمع المحدثين الخ ☆

"(এমাম) আবু আছমা ছা'দ বেনে মোয়াজ যে সময় হাদিস তত্ত্ববিদগণকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, (এমাম) আবু হানিফা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান, (সেই সময়) বলিয়াছিলেন,, "নিশ্চয় (উক্ত) দল (এমাম) আবদুল্লাহকে এমাম (অগ্রণী) নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আবদুল্লাহ যাঁহাকে এমাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইঁহারা তাঁহাকে নিজেদের এমাম নির্দ্ধারণ করিতে সন্তুষ্ট নহেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত শিয়াদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, (যেহেতু) তাহারা (হজরত) আলি বেনে আবি তালেব (রাঃ) কে এমাম স্থির করিয়া থাকেন এবং (হজরত) আলি (রাঃ) যে (হজরত) আবুবকর ও ওমর (রাঃ) কে এমাম স্থির করিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদিগকে নিজেদের জন্য এমাম স্থির করেন না।"

পাঠক, যে এমাম আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক হজরত এমাম আবু হানিফার অনুরক্ত শিষ্য বা যাঁহার এরূপ গুণরাশি প্রচার করিতেন, তিনি কি কপট দলের ন্যায় তাঁহাকে হাদিসে নিঃসম্বল বলিতে পারেন, নিশ্চয় উহা কোন হিংসা পরায়ণ লোকের জাল কথা।

দ্বিতীয়তঃ যদিও জাল কথাকে অল্প সময়ের জন্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবুও উক্ত কথার প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ হইবে যে, (এমাম) আবু হানিফা হাদিস তত্ত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, কারণ উহাতে 'এতিম' يتيم শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত শব্দটি দ্বার্থ বাচক, উহার এক অর্থ অদ্বিতীয় বা অনুপম রত্ন, মোন্তাহাল আরব, ৪।৫৩১। সোরাহ্, ৪৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এক্ষেত্রে উক্ত প্রকার মতই গ্রহণীয় হইবে, ইহাতে লেখকের দাবি বাতীল হইয়া গেল।

তৃতীয়— কেয়ামোল্লাএল পুস্তকে লিখিত কথাটি যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা সোনানে দারকুৎনির ১২৩ পৃষ্ঠার হাশিয়া পাঠ করিলে, বুঝিতে পারিবেন। পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থে উহার সার মর্ম্ম লিখিতেছি

হাশিয়া লেখক কেয়ামোল্লাএলের প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, জাহাবি তাজকেরাতোল হোফ্যাজে লিখিয়াছেন "আবু হানিফা শ্রেষ্ঠতম এমাম এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ধার্ম্মিক আলেম ছিলেন। আবদুল্লাহ বেনে মোবারক তাঁহাকে লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ বলিয়াছেন। এমাম শাফিয়ি বলিয়াছেন, লোক ফেক্‌হতত্ত্বে আবু হানিফার পালিত। এবনে মইন বলেন, তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন, তিনি দোষান্বিত নহেন। আবু দাউদ তাঁহাকে এমাম বলিয়াছেন।" এমাম হাফেজ এবনে আবদুল বার বলিয়াছেন, "যাঁহারা (এমাম) আবু হানিফার উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের চেয়ে অধিকতর লোক তাঁহা হইতে (হাদিস) রেওয়াত করিয়াছেন, তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।"

ছেয়ানত ২৭ পৃষ্ঠা,—

ইনি (আবুবকর বেনে শায়বা) আপনার ঐ সুবৃহৎ মসনদের একটি অংশ কেবল একমাত্র এমাম আবু হানিফা সাহেবের রদ করিবার জন্য লিখিয়াছেন।

হানফিদের উত্তর

উহা যে আবু বকর বেনে আবি শায়বার প্রণীত গ্রন্থে ইহা কে আপনাকে বলিল? ইহা হইতে পারে যে, কোন মজহাব বিদ্বেষী একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ আবুবকর বেনে আবি শায়বার মছনদ নাম দিয়াছে। যদিও উহাকে তাঁহার গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তথাচ উহা বেনারসে কোন মজহাব বিদ্বেষীর প্রেসে অথবা কোন মজহাব বিদ্বেষী কর্ম্মচারির তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইতে পারে, উহাতে যে মজহাব বিদ্বেষীরা কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করে নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

লাহোরের মজহাব বিদ্বেষীদলের প্রেসে সন ১৩২৭ সালে যে শুণ্‌হিয়াতোত্তালাবিন কেতাবখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায়।

فهم بعض اصحاب ابی حنیفة النعمان ☆

স্থলে আরবি بعض বা'আজ শব্দ উড়াইয়া দিয়া

فهم اصحاب ابى حنيفة النعمان ☆

লিখিত হইয়াছে। মজহাব বিদ্বেষীরা এরূপ বহু কেতাবে জাল করিয়াছেন। বেনারসের মুদ্রিত উক্ত কেতাবে তাঁহারা যে কত স্থলে হ্রাস বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

নিশ্চয় (এমাম) আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, (এমাম ছুফইয়ান) ছওরি ও (আবদুল্লাহ) বেনে মোবারক উক্ত (এমাম) আবু হানিফা হইতে হাদিস রেওয়াত করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসভাজন নির্দ্দোষ ছিলেন। (এমাম) শো'বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখিতেন। (এমাম) এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আমাদের সমশ্রেণীগণ (এমাম) আবু হানিফা ও তাঁহার সম্বন্ধে (ন্যায়ের) সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কি মিথ্যা কথা বলিতেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, না।"

এমাম মোজাই 'তহজিবোল কামালে' লিখিয়াছেন,—'আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, ফেক্‌হতত্ত্বে (কোরাণ হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে) (এমাম) আবু হানিফার তুল্য দেখি নাই।" আল্লামা ছফিউদ্দিন 'খোলাছা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলিয়াছেন, আমি আবু হানিফার তুল্য ফকিহ ও পরহেজগার দেখি নাই। মক্কি (বেনে এবরাহিম) বলিয়াছেন তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন।"

পাঠক দেখিলেন ত কেয়ামোল্লাএলের কথা কিরূপে বাতীল এবং লেখকের ধোকার জাল ছিন্ন হইয়া গেল।

২য় আবুবকর বেনে আবি শায়বা এমাম আজমের সমসাময়িক ছিলেন, কতকগুলি মসলায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ ছিল, এই হেতু প্রথমোক্ত বিদ্বান্ শেষোক্ত এমামের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহাতে এমাম আজমের বা মজহাবের কি ক্ষতি হইবে?

এমাম এবনে হাযার আস্কালানি নেছানোল-মিজান গ্রন্থে ১ম খণ্ডে, (২০১।২০২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—

كلام الاقران بعضهم فى بعض لايعبا به ولا سيما اذا لاح لك

انه لعدواة او لمذهب او لحسد لاينجوا الا من عصم الله و ما عملت

من عصرا من الاعصارسلم الله من ذلك سوى النبيين و تصديقين ☆

"সমসাময়িক লোকদের পরস্পরের দোষারোপ, বিশেষতঃ যখন তোমার নিকট প্রকাশিত হয় যে, নিশ্চয় উহা শত্রুতা মজহাবী মতভেদ অথবা হিংসার মূলে (সংঘটিত) হইয়াছে, উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত (কেহই উক্ত দোষ হইতে) রক্ষা পায় নাই। নবীগণ ও ছিদ্দিকগণ ব্যতীত কোন সময়ের লোক উহা হইতে (উক্ত হিংসা মজহাবি বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইতে) মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, আবুবকর বেনে আবি শায়বার বিদ্বেষমূলক কথা এমাম আজমের বিরুদ্ধে কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আবুবকর বেনে আবি শায়বা যে হিংসা বশতঃ নির্দোষ লোকের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত কথা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে;—

এমাম এবনে হাযার 'তহ্জিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের ১১শ খণ্ডে (৪৩৫) পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ثم قال يحيى رأيت ابن ابى شيبة اتياه فاقصاهما و سالاه

كتابا فلما يعطهما فذهبا يتكلمان فيه ☆

"তৎপরে এহইয়া বলিয়াছেন, 'আমি আবু শায়বার দুই পুত্রকে (আবুবকর বেনে আয়বা ও ওছমান বেনে আবি শায়বাকে) তাঁহার নিকট (হাফেজ ইউনোছ বেনে বোকা এরের নিকট) গমন করিতে দর্শন করিয়াছি, ইহাতে তিনি তাঁহাদের উভয়কে বিতাড়িত করিয়া ছিলেন এবং তাঁহারা

উভয় ইঁহার নিকট একখানি কেতাব চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহাদের উভয়কে (উক্ত কেতাবখানি) প্রদান করেন নাই, এই হেতু তাঁহারা উভয়ে উক্ত হাফেজ ইউনোছের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন।"

এস্থলে আবুবকর বেনে আবি শায়বার বিদ্বেষমূলক দোষারোপ করার প্রমাণ পাওয়া গেল।

৩য় যদি একজন অন্যায় ভাবে অন্যের নিন্দাবাদ করিলে, উহা গ্রহণীয় হয়, তবে উক্ত আবুবকর বেনে আবি শায়বার মছনদ (হাদিস গ্রন্থ) একেবারেই বাতীল হইয়া যাইবে!

এমাম এবনে হাযার 'লেছানোল-মিজান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৪৫৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—

ان اصبغ هذا قال لان يكون فى كتبى راس خنزير احب الى من ان يكون فيها مصنف ابى بكر بن ابى شيبة ☆

"নিশ্চয় এই এছ্বাগ (বেনে খলিল) বলিয়াছেন যে, যদি আমার গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শূকরের মস্তক থাকে, তবুও উহাতে আবুবকর বেনে আবি শায়বার কেতাব থাকা অপেক্ষা আমার নিকট উত্তম।" একজন বিদ্বেষপরায়ণ বিদ্বান আবুবকর এবনে আবি শায়বার মসনদকে একেবারে বাতীল বলিয়াছেন, এখন দেখি মজহাব বিদ্বেষী লেখক ইহার সদুত্তর কি দেন?

৪র্থ এমাম মোছলেম স্বীয় কেতাবের একাংশ এমাম বোখারির প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, বরং তাঁহাকে বেদাতি বলিয়াছেন, এমাম নাছায়ী ও আবু দাউদ এমাম বোখারি ও মোছলেমের বহু হাদিসের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি, এমাম মোছলেমের গৃহীত বহু হাদিসকে বাতীল ধারণা করিয়াছেন, এমাম মোছলেম এমাম বোখারির গৃহীত বহু হাদিসকে বাতীল কল্পনা করিয়াছেন। এমাম বোখারি ও মোছলেম, এমাম আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমজির গৃহীত বহু হাদিস রদ করিয়াছেন।

মোকাদ্দমায় নাবাবি, ১৪ পৃষ্ঠা,—

قد استدرک جماعة على البخارى و مسلم احاديث الخ ☆

"একদল বিদ্বান (এমাম) বোখারি ও মোছলেমের উক্ত হাদিস সমূহের প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা নিজেদের (মনোনীত) শর্তের ত্রুটি করিয়াছেন এবং যাহা তাঁহাদের নির্বাচিত শর্ত অপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। এবং নিশ্চয় এমাম হাফেজ আবুল হাছান, আলি বেনে ওমার দারকুৎনি উহা বর্ণনার জন্য এস্তেদরাকাত অত্তাতাব্বো' নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইহা ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের দুইশত হাদিসে হইয়াছে।

(এমাম) আবু মছউদ দেমস্কি তাঁহাদের উভয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (এমাম) আবু আলি গাচ্ছানি যিয়ানি স্বীয় গ্রন্থ 'তকয়িদোল মোহমাল ফি যোজয়েল এলালে' তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।"

যদি আবুবকর বেনে আবি শায়বা এমাম আজমের প্রতিবাদ করিলে, এমাম আজম নিন্দার পাত্র হইয়া যান, তবে এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমজি প্রভৃতি বিদ্বানগণ কেন পরিত্যক্ত ও নিন্দনীয় হইবেন না?

৫ম আবুবকর বেনে আবি শায়বা যেরূপ এমাম আজমের বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি শত সহস্র স্থলে এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমজি ও নাছায়ির বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে সেহাহ্‌ছেত্তা গ্রন্থ পরিত্যক্ত হইবে কিনা?

তিনি উক্ত গ্রন্থে বহু স্থলে মজহাব বিদ্বেষীগণের বিরুদ্ধ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা পরিত্যক্ত ও নিন্দনীয় হইবেন কিনা?

হে স্বার্থপর লেখক, আবুবকর বেনে আবি শায়বা যে বহু স্থলে আপনাদের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা গোপন করতঃ কেন একদেশদর্শিতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন?

৬ষ্ঠ, এবরাজোল গাই, ১৯ পৃঃ,—

'আল্লামা কাছেম কত্‌লুবাগা, আবুবকর বেনে আবি শায়বা এমাম

আবু হানিফার প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, মজহাব বিদ্বেষী লেখকের চক্ষু শীতল হইবে।

ছেয়ানত, ১০৭ পৃঃ

মিজানোল-এতেদাল, দ্বিতীয় জেলেদ, ৬১২;—

"ফল্লাজ বলেন, (আবু ইউছোফ) সত্যবাদী, (কিন্তু) বহু ভ্রম করিয়াছেন। বোখারি সাহেব (রঃ) বলেন, (মোহাদ্দেছগণ) তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

হানফিদের উত্তর

এবনে খালকান, ২।৩০৩—৩০৭;—

كان القاضى ابو يوسف المذكور من اهل الكوفة الخ ☆

উক্ত কাজি আবু ইউছোফ কুফাবাসী ও (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) শিষ্য ছিলেন, তিনি ফেকহতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান, (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন। আবু ইছহাক শায়বানি, ছোলায়মান তয়মি, এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি, আ'মাশ, হেসাম বেনে ওরওয়াহ, আ'তা বেনে ছাএব, মোহাম্মদ বেনে ইছহাক বেনে এছার ও ঐ শ্রেণী ভুক্তদিগের নিকট তিনি হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বেনে হাছান শায়বানি, বেশ্‌র বেনে অলিদ কান্দি, আলি বেনে জা'দ, আহমদ বেনে হাম্বল, এহইয়া বেনে মইন ও অন্যান্য লোক তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। (এমাম) এহইয়া বেনে মইন, (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল ও (এমাম) আলি বেনে মদিনি তাঁহার (এমাম আবু ইউছোফের) হাদিস বর্ণনায় বিশ্বাসভাজন হওয়ার সম্বন্ধে মতভেদ করেন নাই। 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থ লেখক (এমাম) আবু ওমার এবনে আবদুল বার।

كتاب الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء ☆

কেতাবোল এন্তেকা নামক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় উক্ত আবু ইউছোফ (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন, নিশ্চয় তিনি হাদিসতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানের নিকট উপস্থিত হইতেন, পঞ্চাশ ষাটটি হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়া

দণ্ডায়মান হইতেন এবং লোককে উহা লিখাইয়া দিতেন। তিনি বহু হাদিসতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন।

তালহা বেনে মোহাম্মদ বেনে যা'ফর বলিয়াছেন যে, (এমাম) আবু ইউছোফ স্বনাম প্রসিদ্ধ ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি (এমাম) আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন, সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম ফেক্‌হতত্ত্ববিদ্ (কোরাণ ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞ) ছিলেন। তাঁহার সময়ে কেহই তাঁহার অগ্রগামী হইতে পারে নাই। তিনি বিদ্যা, বিচার ব্যবস্থা, নেতৃত্ব ও পদমর্য্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হেলাল বেনে এহইয়া বলিয়াছেন, আবু ইউছোফ তফসির, যেহাদতত্ত্ব ও আরবদের ইতিবৃত্ত স্মরণ রাখিতেন। এল্‌মে ফেক্‌হ তাঁহার আয়ত্তাধীনে ছিল। আবু হানিফার শিষ্যবর্গের মধ্যে আবু ইউছোফের তুল্য (কেহই) ছিল না। আবু ইউছোফের ইতিবৃত্ত বহু বিস্তৃত। অধিকাংশ বিদ্বান্ তাঁহার গুণ গরিমা বর্ণনা ও সম্মান করিয়াছেন।"

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল হোফ্যাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (২৬৭।২৬৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

☆ القاضى ابو يوسف الامام العلامة فقيه العراقين الخ

"কাজি আবু ইউছোফ এমাম, মহাবিদ্বান, (আরবি ও আযমি) এরাক (প্রদেশ) দ্বয়ের ফকিহ, ইয়াকুব নামে অভিহিত, এবরাহিমের পুত্র, আনছার বংশ সম্ভূত, কুফা অধিবাসী, আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন। হেশাম বেনে ওরয়াহ, আবু ইছহাক শায়বানি আ'তা বেনে ছাএব ও তাহাদের সমশ্রেণী লোকদের নিকট তিনি হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফেক্‌হতত্ত্বজ্ঞ মোহাম্মদ বেনে হাছান, আহমদ বেনে হাম্বল, বেশর বেনে অলিদ, এহইয়া বেনে মইন, আলি বেনে জা'দ আলি বেনে মোছলেম তুছি, আমর বেনে আবি ওমার ও তদ্ভিন্ন একদল তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। (এমাম) মোজন্না বলিয়াছেন, আবু ইউছোফ দলের মধ্যে সমধিক হাদিসের অনুসরণকারী ছিলেন।

এহইয়া বেনে মইন বলিয়াছেন, আহলে রায়গণের মধ্যে আবু ইউছোফ অপেক্ষা অধিকতর হাদিসতত্ত্ববিদ্ ও (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন (কেহই) নাই।

এবনে মইন বলিয়াছেন, আবু ইউছোফ হাদিস ও সুন্নতের অনুসরণকারী ছিলেন। আহমদ বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু ইউছোফ) হাদিসে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। বিদ্যা ও নেতৃত্বে তাঁহার বহু বিবরণ আছে। আমি তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য মোহাম্মদের (রঃ) বিষয় পৃথক ভাবে একখণ্ড পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এমাম জাহাবি, এমাম আবু ইউছোফের একটি হাদিস লিখিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার ছনদ ধারাবাহিক ও উচ্চ।

বিদ্বেষপরায়ণ লেখক মিজানোল এতেদালের কতক কথা লিখিয়া অবশিষ্ট কথাগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার স্বার্থপরতা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (৩২১।৩২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

قال عمرو الناقد كان صاحب سنة الخ ☆

"আমর নাকেদ বলিয়াছেন, তিনি (এমাম আবু ইউছোফ) সুন্নতের অনুসরণকারী ছিলেন।

আবু হাতেম বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিস লিখিবার যোগ্য। মোজান্না বলিরাছেন, তিনি দলের মধ্যে সমধিক হাদিসের অনুসরণকারী ছিলেন। নিশ্চয় এবনে মইন কর্ত্তৃক আবু ইউছোফের দুর্ব্বল হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু (এমাম) তাহাবি বলিয়াছেন যে, আমি এবরাহিম বেনে আবিদাউদ বারাছির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, (তিনি বলিয়াছেন) আমি এহইয়া বেনে মইনকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আহলে-রায় দলের মধ্যে আবু ইউছোফ অপেক্ষা অধিকতর হাদিস তত্ত্বজ্ঞ ও অধিকতর বিশ্বাভাজন (কেহ) নাই। এবনে আদি বলিয়াছেন, আহলে-রায় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর হাদিস তত্ত্ববিদ্ (কেহ) নাই, কিন্তু নিশ্চয় তিনি অনেক সময় জইফ রাবিগণ হইতে হাদিস বর্ণনা করেন, যথা—হাছান বেনে এমারাহ্ প্রভৃতি। অনেক সময় তিনি আপন সহচরগণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন এবং হাদিসের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

এক্ষেত্রে যে সময় কোন বিশ্বাসভাজন লোক তাঁহা হইতে (হাদিস)

বর্ণনা করেন এবং তিনিও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হইতে (হাদিস) বর্ণনা করেন, উহা নির্দ্দোষ (গ্রাহ্য) হইবে।"

পাঠক, এবনে মইনের এমাম আবু ইউছোফকে জইফ বলার কথা একেবারে বাতীল, কারণ কে বলিল, কে শুনিল, এরূপ কোন সহিহ্ ছনদের কথা উল্লেখ নাই। এমাম এবনে মইন যে তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, ইহা সহিহ্ ছনদে বর্ণিত হইয়াছে এবং এমাম এবনে হাযার, এমাম জাহাবি তাহাবি ও এবনে খালকান প্রভৃতি বিদ্বানগণ উহা সহিহ্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবনে আদি বলিয়াছেন যে, আবু ইউছোফ জইফ রাবি হইতেও হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু সেহাহ্ লেখকগণ বহু জইফ রাবি হইতে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম বোখারি ৮০ জন জইফ রাবির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম মোছলেম ১৬০ জন জইফ রাবির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বিদ্বানগণ তাঁহাদের উপর জারাহ করিয়াছেন। এমাম বোখারির মতে এমাম মোছলেমের কয়েকশত রাবি অযোগ্য এবং এমাম মোছলেমের মতে এমাম বোখারির কয়েকশত রাবি জইফ। তাঁহাদের উভয়ের মতে এমাম আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমজির বহু রাবি অনুপযুক্ত। ইহা যদি তাঁহাদের পক্ষে কোন ক্ষতিকর না হয়, তবে এমাম আবু ইউছোফের কি ক্ষতি হইবে? এবনে আদি নিজেই বহু জইফ রাবির হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে কিনা?

এই এবনে আদি যে রাবিগুলিকে জইফ ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জইফ নহেন, এই এবনে আদি, আলি মদিনি, বোখারি, আবদুর রাজ্জাক প্রভৃতি বিদ্বানগণকে জইফ বলিয়াছেন। এবনে আদি, হাছান বেনে এমারাকে জইফ বলিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে, কেননা এমাম আহমদ এহইয়া বেনে মইন, দারমি আবু জোরয়া, নাছায়ি, অকি, আবু নইম ও আবু গাছ্যান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, হাদিসতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সত্যের অপলাপকারী লেখক নেছায়োল-মিজান হইতে এমাম আবু ইউছোফের জইফ হওয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থোল্লিখিত তাঁহার গুণরাশি গোপন করতঃ বিদ্বেষের জ্বলন্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থে, ৬ষ্ঠ, খণ্ড, ৩০০।৩০১ পৃষ্ঠা;—

قال عمر والناقد كان صاحب سنة الخ ☆

"আমর নাকেদ বলিয়াছেন, তিনি (আবু ইউছোফ) সুন্নতের অনুসরণকারী ছিলেন। আবু হাতেম বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিস লিপিবদ্ধ করার যোগ্য। মোজান্না বলিয়াছেন, তিনি দলের মধ্যে সমধিক হাদিসের অনুসরণকারী ছিলেন। মোহাম্মদ বেনে গিলান বলিয়াছেল, আমি এজিদ বেনে হারুণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি আবু ইউছোফের সম্বন্ধে কি বলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহা হইতে (হাদিস) গ্রহণ করিয়া থাকি। এহ্ইয়া বেনে মঈন বলেন, আহ্‌লে রায় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু ইউছোফ অপেক্ষা অধিকতর হাদিস তত্ত্ববিদ্ ও বিশ্বাসভাজন (কেহই) নাই। এবনে আদি বলিয়াছেন, যে সময় কোন বিশ্বাসভাজন লোক তাঁহার (হাদিস) বর্ণনা করেন, এবং তিনিও কোন বিশ্বাসভাজন লোক হইতে (হাদিস) বর্ণনা করেন, উহা নির্দ্দোষ। নাছায়ি 'কেতাবোজ্জোয়াফা' গ্রন্থে বলিয়াছেন, আবু ইউছোফ (রঃ) বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন লোক দিগের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। মোহম্মদ বেনে ছাবাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু ইউছোফ সাধুলোক ছিলেন। ফোজাএল বেনে আয়াজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, আপনি আবু ইউছোফের এলম সম্বন্ধে কি বলেন? (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছিলেন, উহা অতি মহৎ এলম্।"

পাঠক, বিদ্বেষ পরায়ণ লেখক একজন প্রবীণ এমামের গুণরাশি অবগত হইয়াও অন্ধ সাজিলেন এবং বিনা বিচারে কতকগুলি অযথা দোষারোপ জনসমাজে প্রচার করতঃ মহাপাতকী হইলেন।

পাঠক, আসুন এমাম বোখারির মতের সত্যাসত্যের বিচার করুন।

এমাম বোখারি 'কেতাবো-জ্জোয়াফা' গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

يعقوب ابن ابراهيم القاضى يحيى تركه يحيى و ابن مهدى و غيرهما ☆

"এমাম এহইয়া এবনে মেহদি প্রভৃতি কাজি ইয়াকুব এবনে এবরাহিম (আবু ইউছোফ).কে ত্যাগ করিয়াছেন।"

তহজিবোত্তহ্‌জিব, ৯ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা;—

قال صالح جزرة قال لى ابو زرعة الرازى يا اباعلى نظرت فى كتاب محمد بن اسماعيل هذا اسماء الرجال يعنى التاريخ فاذا فيه خطأ كثير ☆

"ছালেহ্ যাজ্‌রাহ্ বলিয়াছেন, (এমাম) আবু জোরয়া'রাজি আমাকে বলিয়াছেন, হে আবু আলি, আমি মোহম্মদ বেনে এছমাইল (বোখারি) এই রাবিদের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, উহাতে বিস্তর ভুল আছে।

এমাম বোখারি উপরোক্ত স্থলেও ভ্রম বশতঃ বা হিংসা বশতঃ এমাম আবু ইউছোফকে পরিত্যক্ত বলিয়াছেন। তাহার এই বিদ্বেষ মূলক অযথা ভ্রম সঙ্কুল মত বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এমাম নাছায়ি 'কেতাবোজ্জোয়াফা' গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এমাম বোখারির মতকে ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন করার জন্য লিখিয়াছেন;— ابو يوسف القاضى ثقة কাজি আবু ইউছোফ বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

এবনে খালকান, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃঃ;—

ولم يختلف يحيى بن معين و احمد بن حنبل و على بن المدينى فى ثقته فى النقل ☆

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন, আহমদ বেনে হাম্বল ও আলি বেনে মদিনি উক্ত আবু ইউছোফ হাদিস বর্ণনায় বিশ্বাসভাজন হওয়ার প্রতি মতভেদ করেন নাই।

উপরোক্ত এহ্ইয়া বেনে মইন রাবিদের দোষ গুণ সম্বন্ধে জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে 'এমামোল যারাহ্ অত্তা'দিল' বলা হইয়াছে। উক্ত এমাম আহমদকে সইয়েদল মোসলেমিন ও জগতের এমাম বলা হইয়াছে। তিনি দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন।

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, আমি কেবল আলি বেনে মদিনির নিকট নিজেকে অবনত ধারণা করিয়া থাকি। তাজকেরাতোল হোফ্যাজ ও তহজিবোত্তহ্জিব দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত তিনজন এমাম, এমাম বোখারির শিক্ষক এবং তদপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন, তাঁহারা যখন একবাক্যে এমাম আবু ইউছোফকে বিশ্বাসভাজন হাদিসতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন ও তাঁহার শিষ্যত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এমাম বোখারির মত যে বাতীল ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আরও আমর, নাকেদ, আবু হাতেম, মোজ্জানা, এবনে আদি, এবনে আবদুল বার, তালহা বেনে আবদুল্লাহ, হেলাল, এজিদ বেনে হারুণ, নাছায়ি, এবনে হাব্বান, মোহাম্মদ বেনে ছাবাহ, ফোজাএল বেনে আয়্যাজ এই বারজন এমাম উক্ত এমাম আবু ইউছোফকে বিশ্বাভাজন বলিয়াছেন, তখন এমাম বোখারির মতটি যে নিতান্ত বাতীল, ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মোকাদ্দমায় ফতহোল বারি, ৫৭৯ পৃষ্ঠা,—

এমাম মোছলেম, এমাম বোখারির হাদিস নিজ সহিহ গ্রন্থে গ্রহণ করেন নাই।

তাবাকাতে কোবরা, ২য় খণ্ড, ১১।১২ পৃঃ;—

এমাম মোহাম্মদ বেনে এহইয়া লোককে এমাম বোখারির হাদিস শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, নায়সাপুরের বিদ্বানগণ তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।"

তহজিঃ ৯ম খণ্ড, ৫৪ পৃঃ;—

"এমাম আবু হাতেম ও আবু জোরয়া এমাম বোখারির হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

এখন দেখি, হিংসাপরায়ণ লেখক ইহার কি উত্তর দেন?

যদি মজহাব বিদ্বেষী লেখক বলিতে চাহেন যে, এমাম আবু ইউছোফ আহলে রায় ছিলেন, তজ্জন্যই এমাম বোখারি তাঁহার হাদিস গ্রহণ করেন নাই, তদুত্তরে আমরা বলি, এবনে কোতায়বা 'মায়ারেফ' গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম ছুফইয়ান ছওরি, মালেক, আওজায়ি রাবিয়াতোর-রায়ি আহলে রায় ছিলেন। তাজকেরাতোল-হোফ্যাজের ১ম খণ্ডে (৩৩৭।৩৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, এমাম মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ ও হাফেজ আবু ইয়ালি আহলে রায় ছিলেন। এমাম বোখারি তাঁহাদের হাদিসে স্বীয় সহিহ গ্রন্থ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে এমাম ছুফইয়ান মালেক আওজায়ি প্রভৃতি বিদ্বানগণ পরিত্যক্ত হইলেন না এবং এমাম আবু ইউছোফ পরিত্যক্ত হইলেন, ইহা কি একদেশদর্শিতা ও হিংসা বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে? বিদ্বেষপরায়ণ লোকের কথা যে বাতীল, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ নাই।

পাঠক, আসুন এখন ফাল্লাছের কথা শুনুন;—

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, ২য় খণ্ড, ৪১ পৃঃ;—

قال ابو حفص الفلاس ليس بشئ قلت هذا جرح مردود ☆

"আবু হাফ্‌ছ ফাল্লাছ বলিয়াছেন, তিনি (এমাম মোহাম্মদ বেনে হাতেম) জইফ। (এমাম জাহাবি) বলেন, ইহা বাতীল দোষারোপ।"

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ, ২য় খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা,—

قال ابو حاتم كان ارشق من على بن المدينى ☆

"আবু হাতেম বলিয়াছেন, তিনি (আমর বেনে আলি ফাল্লাছ) আলি বেনে মদিনি অপেক্ষা অধিকতর নিন্দুক (বিদ্বেষপরায়ণ) ছিলেন।"

তহ্জিবোত্তহ্জিব, ৮ম খণ্ড, ৮১।৮২ পৃঃ—

و قال عبد الله بن على بن المدينى سالت ابى عنه الخ ☆

"আলি বেনে মদিনির পুত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আমার পিতার (আলি বেনে মদিনির) নিকট তাঁহার (আবু হাফ্ছ ফাল্লাছের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইনি (হাদিস) চেষ্টা করিতেন। আমি বলিলাম, তিনি আবদুল আ'লা, হেশাম ও হাছানের সনদে الشفعة لا تورث এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা আবদুল আ'লার কেতাবে নাই। হাকেম বলিয়াছেন, আমর বেনে আলি (ফাল্লাছ), আলি বেনে মদিনির উপরও দোষারোপ করিতেন।

ছালেহ্ যাজরাহ্ বলিয়াছেন, আমি বাছরা নগরীতে হাদিসতত্ত্ববিদগণের মধ্যে খাইয়াত ও আবু হাফ্ছ ফাল্লাছ অপেক্ষা (অধিকতর) বিচক্ষণ (তত্ত্বদর্শী) দর্শন করি নাই। এবং তাঁহারা উভয়েই দোষান্বিত ছিলেন।

নিশ্চয় আলি বেনে মদিনি তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন এবং এজিদ বেনে জোরায়' হইতে হাদিস বর্ণনা সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিয়াছেন।"

তহ্জিঃ ৭ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ,—

قد تكلم فيه عمر و بن على فتكلم فى عمرو بن على

بكلام سى ☆

"নিশ্চয় আম্‌র বেনে আলি উক্ত আলি বেনে মদিনির উপর দোষারোপ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি (এবনে আখ্‌রাম) আম্‌র বেনে আলির উপর কটু ভাষায় আক্রমণ করিলেন।"

তহজিঃ ৭ খণ্ড ৩৫৫ পৃঃ;—

لو وجدت قوة لخرجت الى البصرة فبلت على قبر عمر و بن على ☆

"(এবনে যোনাএদ বলিলেন,) যদি আমি সক্ষম হই, তবে অবশ্য বাস্রায় গমন পূর্ব্বক আম্‌র বেনে আলি (ফাল্লাছের) গোরে প্রস্রাব করিয়া আসিব।"

হে মজহাব বিদ্বেষী লেখক, দেখুন আপনার ফাল্লাছ হিংসাপরায়ণ লোক ছিলেন, তিনি অন্যায় ভাবে আলি বেনে মদিনি ও এবনে হাতেমের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, বরং সহিহ্ বোখারির বহু রাবি ও হাদিস জইফ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রত্যেক কথা ধর্ত্তব্য হয়, তবে সহিহ্ বোখারির বহু হাদিস বাতীল হইয়া যাইবে।

তাঁহার কথায় কি এমাম আবু ইউছোফ বহু ভ্রম কারী হইবেন? তিনি নিজেই ভ্রমকারী ছিলেন, তিনি যাহা অন্যের ভ্রম বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা ভ্রম নহে, কাজেই এমাম আবু ইউছোফ বহু ভ্রমকারী নহেন।

ছেয়ানত, ১০৬ পৃঃ;—

" কেয়ামোল্লাএলে আছে, আহমদ বেনে হাম্বল (রঃ) বলেন, ইঁহারা আবু হানিফা (রঃ) সাহেবের শিষ্য, হাদিসের কোন বিষয়ে ইঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই, অর্থাৎ হাদিসে হাত দিতে যাওয়া তাঁহাদের অযথা বাড়াবাড়ি ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

হানফিদিগের উত্তর

শাফিয়ি মতাবলম্বী এবনে হাযার হায়ছমি 'খয়রাতোল হেছানের'

৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وتلمذ له كبار من المشائخ الائمة الخ ☆

মহা মহা এমাম মোজতাহেদ্গণ ও প্রবীণ বিদ্বান্গণ তাঁহার (এমাম আবু হানিফার) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, যথা এমাম আবদুল্লাহ বেনে মোবারক; যাহার মহত্ব, ধীশক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈরাগ্য একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে, যথা এমাম লাএছ এবং যথা এমাম মালেক। তোমার পক্ষে উক্ত এমামগণই যথেষ্ট। আরও যথা এমাম মোছয়া'র বেনে কেদাম।

হাফেজ মোহাম্মদ বেনে হোছাএন মুছেলি 'কেতাবোজোয়া'ফা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

روى عنه الثورى و ابن المبارك و حماد بن زيد و هشيم

و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون ☆

"(এমাম ছুফইয়ান) ছওরি, এবনে মোবারক, হাম্মাদ বেনে জায়েদ, হোশাএম, অকি বেনেল যার্রাহ, এ'বাদ বেনেল আওয়াম জা'ফর বেনে আওন উক্ত এমাম আবু হানিফার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছেন।"

তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজের ১ম খণ্ড, ১৫১।৩৩২।৩৩৩ পৃঃ;—

এজিদ বেনে হারুণ, আবদুর রাজ্জাক, আবু নইম, আবু আবদুর রহমান, মক্কি বেনে এবরাহিম, জোহাক উক্ত এমামের শিষ্য ছিলেন।

যওয়াহেরোল-মজিয়া, ২১২ পৃঃ;—

"এমাম এহইয়া বেনে জিকরিয়া ও এহইয়া বেনে ছইদ কাত্তান এমাম আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন।

এইরূপ অসংখ্য মহা মহা হাদিসতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান্ এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন, যাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এমাম আহমদ, এছহাক, বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি বিদ্বান্ হইয়াছেন। এক্ষণে এমাম আজমের শিষ্যগণকে হাদিসে দক্ষতাহীন বলা বাতুলতা মাত্র উহা কখনও এমাম আহমদ বলেন নাই, কোন প্রবঞ্চক লোক জালছাজি করতঃ ঐরূপ বলিয়াছেন।

এবনে খালকান, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃঃ;—

"(এমাম) এহইয়া বেনে মইন, আহমদ বেনে হাম্বল ও আলি বেনে মদিনি উক্ত এমাম আবু ইউছোফের হাদিসতত্ত্বে বিশ্বাসভাজন হওয়ার প্রতি মতভেদ করেন নাই।"

তথরিজ্রে জয়লয়ী, ১।২১৩ পৃঃ;—

এমাম দারকুৎনি, এমাম মোহাম্মদ বেনে হাছানকে বিশ্বাসভাজন হাফেজে হাদিস বলিয়াছেন।

পাঠক যে এমাম আহমদ এমাম আবু ইউছোফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাকে হাদিসে যোগ্য বলিয়াছেন, তিনি কি এমাম আজমের শিষ্যগণকে হাদিসে দক্ষতাশূন্য বলিতে পারেন? উহা কোন জালছাজের জাল কথা হইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

পাঠক, যদি কিছু সময়ের জন্য মিথ্যা কথাকে সত্য ধরিয়া উক্ত কথাকে এমাম আমহদের কথা বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এমাম আহমদের প্রত্যেক কথা কি অভ্রান্ত? যদি তাহাই হয়, তবে সহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের বিস্তর রাবি ও হাদিস তাঁহার দোষারোপের জন্য পরিত্যাক্ত হইবে।

এমাম আহমদ, আলি বেনে মদিনিকে পরিত্যক্ত ও তাঁহার হাদিসকে বাতীল বলিয়াছেন, তহজিঃ ৭ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহার ৩০টি হাদিস সহিহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যদি এমাম আহমদ অভ্রান্ত হন, তবে এমাম বোখারি কেন তাঁহার মত পরিত্যাগ করিলেন?

এমাম আহমদ বলিয়াছেন, কোরাণ পাঠকে সৃষ্ট পদার্থ বলিলে, কাফের হইতে হয়, কিন্তু এমাম বোখারি উহাকে সৃষ্ট পদার্থ বলিতেন। এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষী লেখক যদি এমাম আহমদের মতকে অভ্রান্ত জানেন, তবে প্রবীণ এমাম বোখারিকে কাফের বলিতে বাধ্য হইবেন, আর যদি তাঁহার উক্ত কথাকে ভ্রান্তমূলক বলেন, তবে এমাম আজমের শিষ্যদের সম্বন্ধীয় কথাটি অগ্রাহ্য বলিয়া কেন স্বীকার করিবেন না?

অবশেষে বলি, এমাম আহমদ বলেন যে, মোক্তাদিগণের পক্ষে এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ ওয়াজেব নহে। নায়লোল মায়ারেব ৪০ পৃষ্ঠা। লেখক তাঁহার এই মতটি মানিবেন কিনা?

ছেয়ানত, ১০৭ পৃঃ;—

আল্লামা এবনে হাজার, লেছানোল-মিজান গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, আবু ইউছুফ হাদিস রেওয়ায়েতে অযোগ্য।

খতিব বোগদাদি দ্বিতীয় জেলেদ, ১৭০ পৃঃ;—

"আবদুল্লাহ বেনে মোবারক বলেন, যে সভায় আবু ইউছুফের কথা হয়, সে সভা আমার বড় ভারী বোধ হয়। তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া বলিলেন, বেচারা ইয়াকুব, তাঁহার বিদ্যা তাঁহার কোন কাজের হইল না।

হানফিদিগের উত্তর

আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, এমাম আজমের পরম অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করিতে জীবণ অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, তিনি কি এমাম আজমের শ্রেষ্ঠতম প্রিয়তম, শিষ্যের এইরূপ নিন্দা করিতে পারেন? ইহা কোন হিংসুকের জালছাজিমূলক কথা। ইহা যে অমূলক কথা, তাহা সপ্রমাণ করণেচ্ছায় উক্ত আল্লামা এবনে হাযার, এমাম এহইয়া মইন, আবু হাতেম, আমর নাকেদ, এজিদ বেনে হারুণ এবনে আদি, নাছায়ি এবনে হাব্বান, মোহাম্মদ বেনে ছাবাহ, ফোজাএল ও মোজান্না এই দশজন হাদিসতত্ত্ববিদ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম ইউছোফ মহা বিশ্বাসভাজন হাদিসতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান ছিলেন। এরূপ এমাম জাহাবি ও এবনে খালকান তদ্ব্যতীত আরও পঞ্চজন বিদ্বান হইতে উক্ত এমামের মহা বিশ্বাসভাজন হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই পনর জন বিদ্বানের সাক্ষ্যের নিকট একজন লোকের সাক্ষ্য কি গ্রাহ্য হইতে পারে?

এক্ষণে খতিব বগদাদির কথা শুনুন;—

তহজিবঃ ৮ম খণ্ড, ৮১।৮২ পৃঃ;—

ان كلام الاقران غير معتبر فى حق بعضهم بعضا اذا كان غير مفسر لايقدح ☆

"নিশ্চয় সমসাময়িক লোকদের পরস্পরের দোষারোপ যদি উহার কারণ স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত না হয়, তবে কোন ক্ষতিকর নহে, (বরং) উহা অগ্রাহ্য হইবে।"

খতিব বগদাদি এবনে মোবারক হইতে যে দোষারোপ বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কোন কারণ স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই, কাজেই উহা বাতীল।

তাবাকাতে কোবরায় শাফিয়িয়া, ১ম খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ;—

ان اهل التاريخ ربما وضعوا من الناس ورفعوا اناسا الخ ☆

"ইতিহাসবেত্তাগণ অনেক সময় মজহাব বিদ্বেষ, অনভিজ্ঞতা বা অবিশ্বাসী লোকের বর্ণনার প্রতি আস্থা স্থাপন ইত্যাদি কারণের জন্য কতক লোককে অনুপযুক্ত এবং কতক সংখ্যককে উপযুক্ত করিয়া দেখান। রাবিদের দোষ গুণ কীর্ত্তনকারী দলের মধ্যে যেরূপ অনভিজ্ঞতা দোষ আছে, ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে উক্ত দোষটি তদপেক্ষা অধিকতর আছে। এইরূপ মজহাববিদ্বেষের অবস্থা। তুমি উক্ত দোষ শুন্য ইতিহাস সামান্যই দেখিয়া থাকিবে।"

উক্ত গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড, ১২ পৃঃ

ودع خرافات المأورخين الخ ☆

"তুমি ঐতিহাসিকগণের প্রলাপোক্তি ত্যাগ এবং উক্ত পথ ভ্রষ্টাদের প্রবঞ্চনামূলক বাক্যগুলির দিকে ভ্রুক্ষেপ করিও না যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহারাই মোহাদ্দেছ এবং নিশ্চয় তাহারাই হাদিসতত্ত্বজ্ঞ, অথচ তাহারা উক্ত হাদিসতত্ত্ব বিরহিত। (এমাম) বোখারির সম্বন্ধে কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে যে, তিনি মো'তাজেলাদের কতকমত গ্রহণ করিতেন?"

এমাম এবনে হাযার হায়ছমি শাফিয়ি, 'খয়রাতোল-হেছানে'র ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اعلم انه لم يقصد بذلك الا جمع ما قيل في الرجل على

عادة المؤرخين الخ ☆

খতিব (যাহা ইতিহাসে লিখিয়াছেন), তাহার উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকগণের রীতি অনুসারে একজনের পক্ষে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, কেবল তাহাই সংগ্রহ করা, ইহাতে উক্ত ব্যক্তির অপবাদ করা বা সম্মান হ্রাস করা বাঞ্ছনীয় নহে, কেননা তিনি প্রথমে প্রশংসাকারিদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পুর্ব্বোল্লিখিত সুযশঃরাশির অধিকাংশ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুজশঃ লেখক পণ্ডিতেরা খতিবের ইতিহাস অনুযায়ী উহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। তৎপরে অপবাদকারিদের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে প্রকাশিত হয় যে, নিশ্চয় তিনি উক্ত মহাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা হিংসুক ও অনভিজ্ঞদলের দোষারোপ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি অপবাদের যে সমস্ত ছনদ উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অধিকাংশ দোষান্বিত বা অপরিচিত ব্যক্তি হইতে (বর্ণিত) হইয়াছে। এইরূপ ছনদ দ্বারা একজন মোসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা সর্ব্ববাদী সম্মত মতে অসিদ্ধ।

এক্ষেত্রে মোসলেম জগতের এমামগণের মধ্যে একজন এমামের (সম্ভ্রম নষ্ট করা) কিরূপে সিদ্ধ হইবে? শায়খোল-ইসলাম এমাম তকি এবনে দকিকোল-ইদ বলিয়াছেন, মানুষের সম্ভ্রম সমূহ দোজখের গহ্বর সমূহের মধ্যে একটি গহ্বর, উহার সীমায় বিচারকগণ ও হাদিসতত্ত্ববিদ্গণ অবস্থান করিতেছেন।

খতিব অপবাদকারীদের যে অপবাদ বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও উহা সহি বলিয়া স্বীকার করাও হয়, তথাচ উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না, কারণ যদি উক্ত অপবাদক ঐ এমামের সমসাময়িক না হয়, তবে সে তাঁহার

শত্রুদের কথিত বা লিখিত বিষয়ের অনুসরণকারী হইয়াছে, আর যদি সে ঐ এমামের সমসাময়িক হয়, তাহাও ঐরূপ হইবে, কেননা সমসাময়িক লোকদের পরস্পরের বাদানুবাদ অগ্রাহ্য হইবে, হাফেজ জাহাবি ও হাফেজ এবনে হাযার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বিশেষতঃ যখন ইহা প্রকাশিত হয় যে, উহা শত্রুতা, মজহাবি বিদ্বেষের জন্য হইয়াছে, (তখন উহা একেবারে অগ্রাহ্য হইবে)। কেননা খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কেহ হিংসা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।"

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, খতিব প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের অমূলক গল্পে এমাম আবু ইউছোফ অযোগ্য হইতে পারে না, নচেৎ এমাম বোখারি তাঁহাদের কথায়, মোতাজেলা হইয়া যাইবেন।

ছেয়ানত, ৭০ পৃঃ;—

"আবুদাউদ দিল্লী মোজতবায়ী ছাপা ৩৫০ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন দেখুন। আবু আলি বলিতেছে শুনিলাম আবু দাউদ বলিতেছেন যে আমি শুনলাম (এমাম) আহমদ বলিতেছেন যে আহলে কুফা অর্থাৎ কুফাবাসীদের হাদিসে নুর ((জ্যোতিঃ) নাই (অর্থাৎ তাহাতে বিশ্বাস করা যায় না)। এখন সেহাহ্ লেখক এমাম আবুদাউদ, এমাম আবু হানিফা সাহেব ইত্যাদি কুফাবাসীদের হাদিসের বিষয়ে কি বলিলেন ভালরূপে শুনিলেন ত।"

ধোকাভঞ্জন

পাঠক, এই কথাটি মোহাম্মদী ছাপার আবু দাউদের ২য় খণ্ডে (৩৪২ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে। এমাম আবুদাউদ একটি হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কথা এমাম আহমদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনারা আসুন, উক্ত হাদিসটির বিষয় তদন্ত করা যাউক।

উহার প্রথম রাবি, জোহাএর বেনে মোয়াবিয়া কুফি, এমাম শোয়াএব বেনে হরব বলিয়াছেন, (এমাম) জোহএর, (এমাম) শো'বার তুল্য বিশজন লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজ ছিলেন। (এমাম ছুফইয়ান) বেনে 'ওয়ায়না বলেন, তুমি জোহাএর বেনে মোয়া'বিয়াকে পরিত্যাগ করিওনা, যেহেতু তাঁহার তুল্য কুফা শহরে নাই। (এমাম) আহমদ তাঁহাকে

বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। (এমাম) এবনে মইন, আবু জোরয়া' আবু হাতেম, আযালি নাসায়ি, এবনে ছা'দ ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে সুদক্ষ হাফেজ, বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন। তহ্জিবোত্তহ্জিব ৩।৩৫১।৩৫২।

দ্বিতীয় রাবি কুফাবাসী আবদুল্লাহ্ বেনে মোহাম্মদ নোফায়লী, (এমাম) আহমদ ও এহইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। (এমাম) আবু দাউদ বলেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম হাফেজে (হাদিস) দেখি নাই। (এমাম) আবু হাতেম, নাসায়ি, হাকেম ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, তহ্জিঃ ৬।১৭।১৮।

তৃতীয় রাবি কুফাবাসী আবদুর রহমান আছেম বেনে ছোলায়মান আহ্ওয়াল, (এমাম) ছুফইয়ান ছওরি, এবনে মেহদি, ইসহাক, দারমি এবনে মদিনি, আবু, জোরয়া, আযালি এবনে আম্মার, এবনে ছা'দ দারকুৎনি বাজ্জাজ, ও স্বয়ং (এমাম) আহমদ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। তহ্জিঃ ৫।৪২।

চতুর্থ রাবি আবদুর রহমান বেনে মোল্লা, ইনি কুফার প্রধান তাবিয়ি ছিলেন, (এমাম) এবনে হাব্বান, এবনে ছা'দ আবু জোরয়া নাসায়ি, এবনে খারাশ ও আবু হাতেম তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। তহ্জিঃ ৬।২৭৮।

পঞ্চম (হজরত) ছা'দ বেনে মালেক (রাঃ) ইনি প্রধান সাহাবা ছিলেন তাঁহার নাম ছা'দ বেনে আক্কাছ। তকরিবত্তহ্জিব, ১৪১।

পাঠক, উক্ত হাদিসের পঞ্চজন রাবি অতি উচ্চ ধরণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের বর্ণিত হাদিসটি অতি উচ্চ ধরণের সহিহ্ হইবে। দ্বিতীয় উপরোক্ত হাদিসটির মর্ম্ম এই "যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলিয়া দাবি করে, অথচ সে জানে যে, উক্ত ব্যক্তি তাহার পিতা নহে, সেই (দাবিকারী) ব্যক্তির উপর বেহেশ্ত হারাম হইবে।" এই হাদিসটি সহিহ্ মোসলেমের ১।৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

কাজেই উক্ত হাদিসটি জইফ হইতে পারে না এবং এমাম আহমদ

এই হাদিসটি জ্যোতিঃহীন বা জইফ বলা বাতীল কথা।

আর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, এই হাদিসটি তাঁহার মতে জইফ বা জ্যোতিহীন, তাহাই বলিয়া সমস্ত কুফাবাসীর হাদিস জইফ ও জ্যোতিহীন, বলিয়া ধারণা করা একেবারে বাতীল কথা।

স্বয়ং এমাম আহমদ, আবু ইউছোফ, হাফছ বেনে গেয়াছ, মারওয়ান, মোহাম্মদ বেনে হাজেম, অকি ওবায়দা আবাদা, মোহারেবি, মোহাম্মদ বেনে ফোজাএল, হোমাএদ, মোহাম্মদ, বেনে ছালমা হাম্মাদ বেনে ওছামা, আবু আইউব, আবদুল্লাহ্ বেনে নোমাএর, শো'যা মোহাম্মদ বেনে ওবাএদ, হোছাএন যা'ফি, জয়েদ, ওবায়দুল্লাহ্ আবু ইয়াহ্ইয়া, আবু আহমদ, এহইয়া বেনে আহমদ, আবু আবদুর রহমান মকরি, ফজল বেনে দোকাএন, মুসা, আবু মোহাম্মদ, আবু খালেদ, এহ্ইয়া বেনে জিকরিয়া, আবুবকর বেনে আইয়াশ ও এবনে ওয়ায়না প্রভৃতি শত শত কুফাবাসী বিদ্বানের হাদিসে স্বীয় মসনদে আহমদ সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়াছেন। স্বয়ং এমাম বোখারি ও মোসলেম ৪১১ জন্য কুফাবাসী বিদ্বানের হাদিস সমূহে তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ের এক চতুর্থাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। এমাম আবু দাউদ তেরমজি ও নাসায়ি নিজ নিজ হাদিসগ্রন্থ সহস্রাধিক কুফাসাবী বিদ্বানের হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ, তহজিব ও কেতাবোল-যাম' বায়না রেজালেছ-ছহিহাএন দ্রষ্টব্য।

তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ গ্রন্থে ১৩৯জন কুফার প্রধান প্রধান হাফেজে হাদিসের নামোল্লেখ হইয়াছে। এমাম বোখারি কুফাবাসী বিদ্বানগণের হাদিস শিক্ষা করিতে অসংখ্যবার কুফায় গমন করিয়াছিলেন। যদি কুফার হাদিস গ্রহণের অযোগ্য হয়, তবে সেহাহ্ছেত্তার একচতুর্থ কিংবা একতৃতীয়াংশ বাতীল হইয়া যাইবে।

এমাম তেরমজি হাদিস গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিস (বাসোরার) এমাম শো'বা বর্ণনা করিয়াছেন, পক্ষান্তরে আমিন উচ্চস্বরে পড়িবার হাদিস (কুফার) এমাম ছুফইয়ান বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি (বাসোরার) এমাম শো'বার হাদিসটি

জইফ, বলিয়া (কুফার) এমাম ছুফইয়ানের হাদিস গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে যদি কুফাবাসিগণের হাদিস জ্যোতিঃহীন বা গ্রহণের অযোগ্য হয়, তবে কুফার এমাম ছুফইয়ানের বর্ণিত উচ্চৈস্বরে আমিন পড়ার হাদিসটি জইফ ও গ্রহণের অযোগ্য হইবে কিনা?

লেখক এই ছেয়ানত পুস্তকের ২৭।৯৮ পৃষ্ঠায় আবুবকর বেনে আবি শায়বার মসনদ হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) বহু হাদিসের খেলাফ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত আবুবকর বেনে আবি শায়বা কুফার অধিবাসী ছিলেন, তহজিঃ ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এক্ষেত্রে তাঁহার বর্ণিত হাদিসগুলি জ্যোতিঃহীন ও অগ্রাহ্য হইবে কিনা?

আরও এমাম আবু আলি সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের প্রায় দুইশত হাদিসের উপর জারাহ্ করিয়াছেন।

এমাম আবু দাউদ ও আহমদ সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের বহু হাদিস জইফ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মোকদ্দমায় এমাম নবাবি ও মোকাদ্দমায় ফৎহোল বারি দ্রষ্টব্য। এক্ষণে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবেন কি না?

এমাম আবু দাউদ নিজেই এমাম আহমদের কথা রদ করিয়া কুফাবাসী বিদ্বানগণের হাদিস স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। নিজে এমাম আবু দাউদ বলিয়াছেন, كان ابو حنيفة اماما "(এমাম) আবু হানিফা (রঃ) এমাম ছিলেন।" ইহা এমাম জাহাবি তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজের প্রথম খণ্ড (১৫২) পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণে লেখকের ধোকাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ৭২ পৃঃ;—

"শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেব সারা-মোয়াত্তার ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তাবে তাবেইনের সময়ে কেবল আবু হানিফা ও এমাম মালেক ছিলেন। আবু হানিফা এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যে, আহমদ, বোখারি মোছলেম, তেরমজি, আবু দাউদ, নাছায়ি, এবনে মাজা ও দারমি প্রভৃতি প্রধান প্রধান

মহাদ্দেছগণ তাঁহা হইতে একটি হাদিসও আপন কেতাবে লিখেন নাই এবং তাঁহা হইতে ছহিহ তরিকে হাদিস রেওয়াএতের প্রথা জারী হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহার রেওয়াএতে সহি হাদিস পাওয়া যায় না।" এস্থলে ইহাও সাবাস্ত হইল যে, এই সমস্ত এমাম নিজ নিজ গ্রন্থে এমাম আবু হানিফার (রঃ) কোন হাদিস গ্রহণ করেন নাই। যেহেতু তাহা জইফ ছিল, গ্রহণের উপযুক্ত সহি ছিল না।

ধোকাভঞ্জ

"শাহ অলিউল্লাহ্ সাহেবের পরম গুরু এমাম এবনে হাযার আস্কালানি 'তহ্জিবোত্তহ্জিব' গ্রন্থের ১০ম খণ্ডে (৪৫১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

وله في كتاب الترمذي من رواية عبد الحميد الحماني عنه قال قال ما رأيت اكذب من جابر الجعفي ولا افضل من عطاء بن ابي رباح و في كتاب النسائي حديثه عن عاصم بن ابي ذر عن ابن عباس قال ليس على من اتى بهيمة حد قلت و في رواية ابي على الاسيوطي و المغاربة عن النسائي قال ثنا علي بن حجر ثنا عيسي هو ابن يونس عن النعمان عن عاصم و في رواية ابن الاحمر يعني ابا حنيفة عن عمرو بن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به الحديث ☆

তেরমজি গ্রন্থে আবদুল হামিদের রেওয়াএতে উক্ত (এমাম) আবু হানিফার একটি রেওয়াএতে আছে, তিনি উক্ত এমাম হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফা বলিয়াছেন, আমি যাবের যা'ফি অপেক্ষা অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং আতা বেনে আবি রাবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি দর্শন করি নাই। আর নাসায়ি গ্রন্থে উক্ত (এমাম) আবু হানিফার একটি হাদিস আছে, যাহা উক্ত এমাম আ'ছেম বেনে আবি রজিন হইতে, তিনি (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাদিসটি এই,— যে ব্যক্তি চতুষ্পদ গমন করে, তাহার উপর হদ নাই।

এমাম এবনে হাযার আরও বলেন, আবু আলি ইহইউতি ও মগরেবি বিদ্বানগণের রেওয়াএতে নাসায়ি গ্রন্থে (উক্ত এমাম আবু হানিফার অন্য একটি হাদিস আছে), নাসায়ি বলিয়াছেন, আলি বেনে হোজর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ইছা বেনে ইউনোছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নো'মান (আবু) হানিফা হইতে, তিনি আ'ছেম হইতে অন্য রেওয়াএতে এবনোল-আহমার অর্থাৎ আবু হানিফা, আমর হইতে তিনি এক রাবী হইতে, তিনি (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে হজরতের এই হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে (হজরত) লুত (আঃ) এর স্বজাতীয়দের কার্য্য (পুংমেথুন) করিতে দেখ, তাহাদের উভয়কে হত্যা কর।"

পাঠক, দেখিলেন, ত, এমাম তেরমজি, এমাম আবু হানিফার হাদিসতত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার রেওয়াএত স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম নাসায়ি তাঁহার দুইটি হাদিস স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জোনেত পুস্তকে লিখিত উক্ত কথা শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেবের কথা নহে, কিম্বা তিনি অজ্ঞাতসারে এইরূপ ভ্রমাত্মক কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে এমাম আ'জমের হাদিস ও রেওয়াএতের ছহিহ হওয়া প্রমাণিত হইল, ইহাতেও যদি লেখক প্রবর তাঁহার হাদিস জইফ হওয়ার দাবি করেন, তবে সেহাহ্ সেত্তার দুই খণ্ড গ্রন্থ জইফ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়, উপরোক্ত এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি, নাসায়ি ও এবনে মাজা প্রভৃতি বিদ্বানগণের লিখিত কেতাব সমূহে কোন মোহাদ্দেছের হাদিস না থাকিলে, তাঁহার হাদিস যে জইফ হইবে, ইহা কোথাকার আইন? ইহা ত শাহ অলিউল্লাহ্ সাহেব বলেন নাই, লেখক এরূপ মন্তব্য কোথা হইতে জন্ম দিলেন?

ছেহাহ্ লেখকগণ হজরতের লক্ষাধিক সাহাবার মধ্যে মাত্র কয়েক সহস্র সাহাবার হাদিস স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে কি এত সহস্র সাহাবার হাদিস জইফ হইয়া যাইবে।

যে মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের হাদিস গ্রন্থ সমূহে উক্ত এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের হাদিস নাই। আর যে সমস্ত মোহাদ্দেছ তাঁহাদের পরে হইয়াছিলেন, যথা এমাম দারকুৎনি, বয়হকি, খতিব, রজিন, এবনে খোজায়মা প্রভৃতি, তাঁহাদের কাহারও হাদিস ছেহাহ্ ছেত্তাতে নাই, এক্ষণে লেখকের মতে ছেহাহ্ লেখকগণের ও তৎপরবর্ত্তী বিদ্বানগণের হাদিস সমূহ জইফ হইবে কিনা?

এমাম এবনে আবি হাতেম, আবু জোরয়া এমাম বোখারিকে বেদাতি ধারণায় তাঁহার হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বোখারা নায়সাপুর ও খোরাছানের বিদ্বানগণের উক্ত এমাম বোখারির হাদিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। তহজিবোত্তহজিব, ৯।৫৪, এবনে খালকান, ২।৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এমাম মোসলেম, আবু দাউদ ও এবনে মাজা, এমাম বোখারির একটি হাদিসও স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেন নাই। তকরিবোত্তহজিব, ৩১২ এবং মোকাদ্দমায় ফৎহোল বারি, ৫৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহিহ্ মোসলেমে এমাম বোখারি, আবু দাউদ, নাসায়ী, তেরমজি ও এবনে মাজার একটী হাদিস ও নাই।

সহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে এমাম শাফিয়ীর একটি হাদিসও নাই।

সহিহ্ বোখারিতে এমাম আহমদের মাত্র তিনটি হাদিস আছে এবং সহিহ মোসলেমে তাঁহার সামান্য কয়েকটি হাদিস আছে। এমাম বোখারি নিজ গ্রন্থে এমাম রেজা, এমাম তকি, এমাম নকি ও এমাম হাছান আছকারি এই চারিজন হজরতের আহলে বয়েতের একটি হাদিস বর্ণনা করেন নাই।

ইহাতে লেখকের দাবি মতে প্রমাণিত হয় যে, বহু সহস্র সাহাবার হাদিস জইফ, সেহাহ্ লেখকগণের হাদিছ জইফ, তাঁহাদের পরবর্ত্তী মোহাদ্দেছগণের হাদিস জইফ, এমাম শাফিয়ি অথবা আহমদের হাদিস জইফ এবং চারিজন আহলে-বয়েতের হাদিস জইফ। কেবল তাঁতিবাগানের লেখক সাহেবের হাদিসই সহিহ্ ধিক এইরূপ প্রলাপোক্তিতে শত ধিক।

তৃতীয় এমাম আবু হানিফা কর্ত্তৃক হাদিস রেওয়াএতের প্রথা জারি না হওয়ার কথা নিতান্ত বাতীল, যেহেতু এমাম এবনে হাযার, এমাম মোজাই, এমাম জাহাবি, এমাম নাবাবি, খতিবে বগদাদি, হাফেজ ছফিউদ্দিন, এমাম ছাময়ানি ও এবনে খালকান লিখিয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) মক্কা, মদিনা, কুফা, বাসোরা, ইমন, শাম, মিসরবাসি মহা মহা হাদিসতত্ত্ববিদের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু স্থানের মহা মহা হাদিসতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান তাঁহার নিকট হইতে হাদিস রেওয়াএত করিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি শিক্ষকের নাম;—

আতা বেনে রাবাহ, আছেম বেনে আবিন্নজুদ, আলকামা বেনে মেরছাদ, হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মান, হাকাম বেনে আতাবা, ছালমা বেনে কোহাএল, এমাম আবু যা'ফর ছাদেক, আলি বেনে আকমর, জিয়াদ বেনে আ'লাকা, ছইদ বেনে মছরুক, আদি বেনে ছাবেত, আতিয়া বেনে ছইদ, আবু ছুফইয়ান, আবদুল করিম, আবি ওমাইয়া, এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি, হেশাম বেনে ওরওয়া, জুহরি, কাতাদা, নাফে, আবদুর রহমান বেনে হরমুজ, আ'রাজ, আমর বেনে দিনার, আবু ইসহাক, মোহারেব, হোশাএম, কয়েছ, মোহাম্মদ বেনে মোনকাদের, বোরাএদ, সেমাক আরও বহু সংখ্যক।

তাঁহার কতকগুলি শিষ্যের নাম,—

হাম্মাদ, এবরাহিম বেনে তোহমান, হামজা, জোফার, আবু ইউছফ, আবু ইয়াহইয়া হেমানি, ইসা বেনে ইউনোস, অকি বেনেল যার্রাহ, এজিদ বেনে জোরায়', ছা'দ বেনে আমর, হোক্কাম, খারেজাহ, আবদুল মজিদ, আলি বেনে মেছহার, মোহাম্মদ বেনে বেশ্‌র, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ বেনে হাছান, মোছয়া'ব, এহইয়া বেনে এমান, নুহ, আবু আবদুর রহমান মকরি, আবু নইম, আবু আছেম, এজিদ বেনে হারুণ, সা'দ বেনে ছালত, ওবায়দুল্লাহ, হোশাএম, এবাদা, আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, আলি বেনে আছেম, এহইয়া বেনে নছর, আমর আবকারি, হাওদা আবদুর রহমান মাশয়ারি, দাউদ তায়ি, আরও বহু সংখ্যক।

তহজিবোত্তহজিব, ১০।৪৪৯ তাজকেরাতোল হোফ্‌ফাজ, ১।১৫১, তাবাকাতোল হোফ্‌ফাজ, ১।৩৫।৩৬, তহজিবোল আসমা, ৬৯৮, এবনে খালকান, ২।১৬৩, কেতাবোল আনছাব, ২৪২।২৪৩। খোলছায় তজহিবোল কামাল, ৩৪৫ ও তহজিবোল কামাল দ্রষ্টব্য।

হাফেজ এবনে ওহাব দিনুরি বলেন 'আমি (এমাম) আবু জোরয়ার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, একজন খোরছানের অধিবাসী লোক তাঁহার নিকট কতকগুলি জাল হাদিস পেশ করিতেছিল এবং এমাম আবু জোরয়া তৎসমস্তকে বাতীল হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, অথচ সেই ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিতেছিল, লোকে যাহা স্মরণ না রাখে, তাহা বাতীল বলিয়া থাকে।

আমি বলিল্যাম, হে ব্যক্তি, তোমার মজহাব কি? সে ব্যক্তি বলিল, আমি হানাফি, আমি বলিলাম, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) হাম্মাদের সনদে কোন্ কোন্ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন? তখন সে মৌনাবলম্বন করিল। আমি বলিলাম, (এমাম) আবু জোরয়া, হাম্মাদের সনদে (এমাম) আবু হানিফার কোন কোন হাদিস স্মরণ রাখেন? ইহাতে তিনি কতকগুলি হাদিস উল্লেখ করিলেন। তখন আমি উক্ত কর্কষভাষী লোকটিকে বলিলাম, তুমি কি লজ্জা কর না যে, জাল হাদিস সমূহের দ্বারা একজন মুসলমানগণের

এমামকে পরীক্ষা করিতেছ? অথচ তুমি তোমার এমামের হাদিস স্মরণ রাখনা, ইহা (এমাম) আবু জেরয়া' পছন্দ করিলেন। তাজকেরাতোল হোফফাজ, ২।৩১৭।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, হাফেজ হাদিসগণ এমাম আজমের হাদিস স্মরণ রাখিতেন। যদি তাঁহার দ্বারা হাদিস রেওয়াএতে করার প্রথা জারি না থাকিত, তবে তাঁহার শিষ্যগণ ও পুরুষ পরম্পরায় হাফেজ হাদিসগণ কিরূপে তাঁহার হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এরূপ বাতীল কথা কোন বিবেকসম্পন্ন লোক বলিতে পারে না, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, উহা শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেবের কথা নহে, উহা তাঁহার নামে জাল করা হইয়াছে।

মসনদে আবদুর রাজ্জাক, মসনদে এবনো আবি শয়বা, মশকেলোল আছারে তাহাবি, ছোনানে দারকুতনি, ছোনানে বয়হকি ও মোয়াত্তায় মোহাম্মদে তাঁহার প্রচুর পরিমাণ হাদিস বর্ত্তমান আছে, যদি তাঁহা কর্ত্তৃক হাদিস রেওয়াএত প্রথা জারি না থাকিত, তবে কিরূপে উক্ত হাদিস গ্রন্থ সমূহে তাঁহার হাদিসগুলি লিখিত হইল?

ইসপেহানের মোহাদ্দেছ, এমাম হাফেজ আবুবকর এবনোল মোকরি, এমাম আবু হানিফার মসনদের হাদিসগুলি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, ইনি হাম্বলী মজহাবলম্বী ছিলেন, ২৮৩ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাজকেরাতোল হোফফাজ, ১।১৬২।১৬৩।

ইহা এমাম আজমের মসনদের একখণ্ড।

এমাম মোহাম্মদ এমাম আবু হানিফার মসনদের কতকগুলি হাদিস একখানা গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাকে কেতাবোল আছার বলা হয়। তহজিব, ১১।৩২৫।

এমাম এবনে হাজার তা'জিলোল-মানফায়াতে উক্ত হাদিস গ্রন্থে রাবিদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে মরফু, মোরছল ও মওকুফ ৮৯৩টি হাদিস আছে। ইহাও এমাম আজমের একখণ্ড মসনদ।

এইরূপ ১৪ কিম্বা ১৫ খণ্ড হাদিস গ্রন্থ এমাম আজমের মসনদ

হাদিস উল্লিখিত আছে, ইহা সত্ত্বেও যাহারা বলেন যে, এমাম আজম কর্ত্তৃক হাদিস রেওয়াএত প্রথা জারি ছিল না, তাহাদের মত একেবারে বাতীল, ইহাতে সন্দেহ কি আছে?

এমাম আজমের রেওয়াএত সেহাহ্ সেত্তার দুই খণ্ড গ্রন্থ আছে। ইহা যাহারা অনবগত, তাহারা এমাম আজমের মসনদ সমুহের সংবাদ না কি রাখিবেন? উপরোক্ত বিবরণে লেখকের ধোকা বাতীল হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ১৬ পৃষ্ঠা;—

এমাম আবু হানিফা সাহেব (রঃ) আদৌ কোন কেতাব লেখেন নাই, তবে এত ব্যস্ত কিসে যে সনদ সহ হাদিস লিখিলেন না, বড় জানিতেন না ত লিখিবেন কি?

১০।১২ পৃষ্ঠা;—

"আর এই তবকার বিদ্বানের কেতাব লিখিবার কথা মনে উদয় হইল, মদিনায় এমাম মালেক (রঃ) ও মহম্মদ বেনে আবদুর রহমান বেনে জে'এব, মক্কায় এবনে জোরাএজ ও এবনে ওয়ায়না, কুফায় ছুফইয়ান ছওরি এবং বসোরায় রবি বেনে ছবিহ কেতাবে লিখিলেন।"

কোরাণ হাদিস তথা ফেকার কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে শাহ্ অলিউল্লাহ এমাম আবু হানিফা (রঃ) সাহেবের নামটি একেবারে মুখেই আনিলেন না বরং ঐ কুফার এমাম ছুফইয়ান ছওরির কথা বলিলেন, এমাম সাহেবের পরবর্ত্তী মদিনার এমাম মালেক সাহেবের কথা উল্লেখ করিলেন ইহার কারণ কি? ইহার অতি স্পষ্ট কারণ এই যে, আপনাদের এমাম সাহেব কোন কেতাব লিখেন নাই ও লিপিবদ্ধ করেন নাই।"

ধোঃ ভঃ

লেখকের কথায় বুঝা যায় যে, যিনি হাদিস লিপিবদ্ধ না করেন, তিনি হাদিস অবগত নহেন, তাহার এই কুমতের অসারতা সপ্রমাণ করিতে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, সাহাবাগণ কি হাদিস গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন? হজরতের চারি খলিফা, হজরত আবু হোরায়রা, জয়েদ বেনে ছাবেত, এবনে ওমার, এবনে আব্বাস, ছা'দ বেনে অক্কাছ,

আবদুল্লাহ্ বেনে ছালাম, এমরান বেনে হোছাএন, আএশা, জাবের বেনে আবদুল্লাহ, আবু জার গফ্ফারি, আবু মুসা আশয়ারি, ওবাই্ বেনে কা'ব, আবুদ্দরদা, আবু ছইদ খুদ্রি, আনাছ বেনে মালেক, মোয়াজ বেনে যাবাল, আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর, আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ প্রমুখ প্রধান প্রধান ছাহাবা কোন হাদিস গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি?

তাবিয়িগণের মধ্যে আলকামা, আবু মোছলেম খাওলানি, মছরুক, ওবায়দা, ওবাএদ, আছওয়াদ, আবদুর রহমান, কছির, জোবাএর বেনে নফির, কা'ব আছলাম, আলকামা মদিনি ছোওয়াএদ, ছইদ বেনে মোছাইয়েব, আবু ইদরিছ শামি, জার বেনে হোবাএশ, রবি বেনে হুবিব, কাজি, শোরাএহ, শোরাএহ বেনে হানি, শকিক, কবিছা মাদানি, ছাফাওয়ান, কয়েছ আবুল আলিয়া ওর ওয়া, জুহরি কি হাদিস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন?

আবুবকর বেনে আবদুর রহমান, মোতরাফ, আমর বেনে ময়মুন, আবু ওছমান নেহাদি আবু রাজা, জয়েদ বেনে ওহাব আবু আমর শায়বানি, আবু রাফে, রেবয়ি, আবু ছইদ মাসাদি, আবুশ শা'শা, এবরাহিম নখয়ি, ছইদ বেনে জোবাএর, এবনো ছিরিন, আবদুল্লাহ্ বেনে আবদুল্লাহ, শাবি, ছালেম, জাকাওয়ান, তাউছ, আতা বেনে ইয়াছের ছোলায়মান বেনে ইয়াছের, খারেজা, মোজাহেদ, খালেদ, আবু কোলবাকি হাদিস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন?

তাঁহারা কিজন্য হাদিস লিপিবদ্ধ করেন নাই? ইহার স্পষ্ট কারণ এই যে, হজরত বলিয়াছিলেন,

"যে ব্যক্তি কোরাণ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অন্য কিছু লিখিয়াছে তাঁহাকে উহা মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।"

এই হাদিসটি সহিহ্ মোসলেমে আছে। হজরতের এই নিষেধ বাক্যের জন্য সাহাবা ও তাবিয়িগণ হাদিস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই, ইহাতে কি এইরূপ অনুমান করা গলত হইবে যে, তাঁহারা হাদিস বড় জানিতেন

না, জানিলে ত লিখিতেন? এমাম আজম তাবিয়ি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, যদি তিনি তাঁহাদের উক্ত মতের অনুসরণ করতঃ হাদিস গ্রন্থ না লিখিয়া থাকেন, তবে কি এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করা সঙ্গত হইয়াছে যে, তিনি বড় জানিতেন না ত লিখিবেন কি?

শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কেবল মালেক, আবদুর রহমান বেনে আবি জেয়েব, এবনে জোরাএজ, এবনে ওয়ায়না, ছওরি ও রবি বেনে ছবিহের কেতাব লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম আহমদ, শাফিয়ি, আবুবকর বেনে আবি শায়বা ও আবদুর রাজ্জাক লিখিত হাদিস গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করেন নাই, এমাম মোহাম্মদ লিখিত মোয়াত্তা ও কেতাবোল-আছার ও এমাম আবু ইউছফ লিখিত কেতাবোল-খারাজের নামোল্লেখ করেন নাই, অথচ উপরোক্ত হাদিস গ্রন্থগুলি কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না এবং অদ্যাবধি জগতে বর্ত্তমান আছে, পক্ষান্তরে শাহ্সাহেব যে ছয়জন বিদ্বানের কেতাবের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক মোয়াত্তায়-মালেক গ্রন্থ জগতে বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট পাঁচখণ্ড কেতাবের নাম গন্ধ জগতে নাই। আরও আবদুল্লাহ বেনে মোবারক, এহইয়া মইন ও আলি বেনে মদিনি, যে বহু কেতাব লিখিয়াছেন, শাহ্ সাহেব তৎসমস্তের নামগুলি মুখে লইলেন না, ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইতেছে যে, শাহ্সাহেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকখানা কেতাবের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে কিছুতেই বুঝা যায় না যে, উক্ত ছয় জন বিদ্বান ব্যতীত আর কেহই কোন কেতাব লেখেন নাই বা লিপিবদ্ধ করেন নাই, কিন্তু চতুর লেখক এক কথার অন্য প্রকার বিকৃত মর্ম্ম লিখিয়া ধোকাবাজির চুড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম সাহেব ফেক্হে-আকবর, কেতাবোল অছিয়ত, ও কেতাবোল -আলেম অল্ মোতায়াল্লেম লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। ইহা জগতের বিদ্বানগণ স্বীকার করিয়াছেন, নিজে লেখক ফেক্হে-আকবরের

কথা আহলে হাদিস পত্রিকার ১ম বর্ষের ৮ম সংখ্যার ৩৪৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। শামি ১।৬৯ পৃষ্ঠায় ও তাহতাবি ১।৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ''এমাম আজমের সহস্র শিষ্য সমবেত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪০ জন মোজতাহেদ হইয়াছিলেন, কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ ও তর্ক করিতেন, তাঁহাদের নিকট রক্ষিত হাদিসগুলি শ্রবণ করিতেন, তিনি নিজের জানিত হাদিসগুলি প্রকাশ করিতেন, একমাস বা তদধিক তর্ক করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনিত হইলে (এমাম) আবু ইউছফ (রঃ) উহা লিপিবদ্ধ করিতেন, এমাম আজম যুক্তি তর্কের পর ফৎওয়া গ্রাহ্য মসলাগুলি এইরূপে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন।''

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ফেক্হ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন।

এমাম আবু হানিফার এক এক শিষ্যের নাম এহইয়া বেনে জিক্রিয়া, ইনি মহা হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, এবনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, আমাদের নিকট এহইয়া বেনে আবি জায়েদা ও এবনে মোবারকের তুল্য কেহ আগমন করেন নাই। এহইয়া কাত্তান বলিয়াছেন কুফা শহরে এহইয়া বেনে জিকরিয়ার তুল্য আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দী কেহ নাই। তিনি কুফাতে কেতাবসমূহ রচনা করেন।—তহজিঃ ১১।২০৮।২০৯।

ইনি এমাম আজমের বর্ণিত হাদিস সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন।—জয়ালে-জওয়াহেরে-মরজিয়া,- ২৪৪৭।

"মোহাম্মদ বেনে সেমায়া বলেন, এমাম (আবু হানিফা) সত্তর সহস্রের অধিক হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন।

যওয়াহেরল মণিফা গ্রন্থের ৩।৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এমাম আজমের চারি শিষ্য হাম্মাদ, আবু ইউছুফ, মোহাম্মদ ও হাছান বেনে জিয়াদ তাঁহার বর্ণিত অনেক হাদিস চারি খণ্ড গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আজম তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক হাদিস লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন।

মসনদে আহমদের পাণ্ডুলিপি এমাম আহমদ কর্ত্তৃক লিখিত

হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিয়মিত রূপে উক্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, তৎপরে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ তাঁহার শিষ্য আবুবকর কতিয়ি উহা লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু উহাতে কিছু হাদিস বেশী যোগ করা হইয়াছে। মসনদে শাফিয়ি এমাম শাফিয়ি কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই, তাঁহার পরে নায়সাপুরের আবু যা'ফর মসনদের কতকগুলি হাদিস সংগ্রহ করিয়া মসনদে শাফিয়ি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ যদিও এমাম মালেক মোয়াত্তা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাচ উহা তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং উক্ত মোয়াত্তাগুলির মধ্যে কম বেশী কিছু কিছু পার্থক্য আছে।— বোসতানোল মোহাদ্দেছিন, ২৭।২৮ পৃষ্ঠা;—

বর্ত্তমানে যে সহিহ্ বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমজি ও নাসায়ি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় যে গ্রন্থকারগণের লিখিত তাহার নিশ্চয়তা নাই, বরং ইহা নিশ্চিত যে, তৎসমুদয় তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, এইজন্য হাদিস সমূহের শব্দগুলি অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত আছে।

সহিহ্ বোখারির টীকা ফৎহোল-বারির, ১২শ খণ্ডের, ৩৬ পৃষ্ঠাও ১৩শ খণ্ডের১৬।৫৭।১৯৩।২০২।২০৯।২১৫।২১৬।২২১।২২৫।২৯৪। ৩৯৫।৩৬১ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ফেরাবারি, কশমিহানি, আবুআলি, আবুজার, নাছাফি কাবেছি, মোস্তামলি, ছারখছি হারমালা ও হেশাম এই বোখারির রাবিগণ সহিহ্ বোখারিকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ আবু দাউদ, মোসলেম, তেরমজি ও নাসায়ির ভিন্ন ভিন্ন নোছখা আছে, এক নোছখাতে যে হাদিস আছে, অন্য নোছখাতে তাহা নাই। ইহাতেই জলন্তভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত গ্রন্থগুলি তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যদি মসনদে আহমদ, মসনদে শাফিয়ি, মোয়াত্তায়-মালেক ও সেহাহ সেত্তাকে উপরোক্ত এমামগণের কেতাব বলিয়া দাবি করা সঙ্গত হয়, তবে এমাম আজমের মতে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থগুলি কেন তাঁহার কেতাব বলা সঙ্গত হইবে না? উপরোক্ত বিবরণে লেখকের প্রলাপোক্তির অসারতা প্রমাণিত হইল।

ছেয়ানত, ১৭ পৃষ্ঠা:—

"আর যদি এমাম সাহেবের ২। ১টি নয় চৌদ্দটী মসনদ (হাদিস গ্রন্থ) ছিল তবে কোন্ মহাপ্লাবনে (তুফানে) ভাসিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল? আপনারা বলেন রুম, সাম, বোগদাদ, মিসর, সব হানাফি বড় বড় বাদশা হানাফি, বলি, তথাপি কি তাহা ছাপাইবার খরচা জুটে নাই। আপনারা যখন এমাম সাহেবের বিরুদ্ধে বোখারি, মোসলেম ইত্যাদি বর্ণিত নবির (সঃ) ছহি হাদিস আদৌ মানিবেন না, তখন নিজেদের চৌদ্দ মসনদ ছাড়িলেন কেন? মসনাদ এমাম আজম বলিয়া যে একটি মাত্র মসনদ দেখা যায় ইহা এমাম সাহেবের মৃত্যুর ৫২৫ বৎসর পরে লেখা হইয়াছে সুতরাং এই মসনদকে এমাম সাহেবের বর্ণিত হাদিস বলা নিতান্তই মিথ্যা এবং এমাম সাহেবের মসনদ বলা একেবারেই ভুল।

বোস্তানোল-মোহাদ্দেছিন, ৩০ পৃঃ।

বর্ত্তমানে যে মসনাদ এমাম আজম প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রধান কাজী মহম্মদ খারজমি ৬৭৪ হিজরীতে প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ইহা মসনদে খারেজমী, ইহা কিছুতেই এমাম সাহেবের মসনদ নহে"

ধোকাঃ ভঃ

যওয়া হোরোল-মনিফা, ৩।৪।

"এমাম আজমের চারিজন শিষ্য চারিখণ্ড হাদিস গ্রন্থ (মসনদ) লিখিয়াছেন, অবশিষ্ট কয়েকজন হাফেজ রাবিগণের পরম্পরায় উক্ত এমামের হাদিসগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে ৬৭৫ হিজরীতে উক্ত কেতাবগুলি হাদিস সমূহ এমাম খারেজমি একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থ উক্ত হাফেজগণ পর্য্যন্ত নিজের ধারাবাহিক সনদ বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থকে যামেয়োল-মাছানিদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সৈয়দ মোহাম্মদ মোরতজা হোছায়নি উক্ত ১৫ খণ্ড মসনদ হইতে কতকগুলি হাদিস একখানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে যওয়াহেরেল-মনিফা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উক্ত মসনদ গুলির নাম;—

১ম মসনদে হাম্মাদ। ২য় মসনদে আবি ইউছুফ। ৩য় কেতাবোল আছার। ৪র্থ মসনদে হাছান বেনে জিয়াদ। ৫ম মসনদে হারেছি ৬ষ্ঠ মসনদে আবুল কাছেম তালহা। ৭ম মসনদে আবুনইম। ৮ম মসনদে আবদুল্লাহ জোরজানি। ৯ম মসনদে ওমার ওশ্নানি। ১০ম মসনদে আবুল হোছাএন। শেযোক্ত ছয়জন হাফেজে হাদিস ছিলেন। ১১শ মসনদে আহমদ কালায়ি। ১২শ মসনদে মোহাম্মদ আনছারি। ১৩ শ মসনদে আবুল কাছেম ছা'দি। ১৪শ মসনদে আবুবকর মকরি। ১৫শ মসনদে হোছাএন বেনে মোহাম্মদ বেনে খছরু।"

কাশফোজ-জনুন, ২।৪৩২। ৪৩৩ পৃষ্ঠা;—

"এমাম আজমের পনেরখানা মসনদ প্রাচীন প্রধান মোহাদ্দেছগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। এমাম খারেজমি তৎসমস্তকে একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন। এমাম শরফদ্দিন এছমাইল মক্কি উক্ত সুবৃহৎ মসনদে সংক্ষিপ্ত সার একখণ্ড গ্রন্থে লিখিয়া উহাকে এ'তেমাদোলমাছানিদ اعتماد المسانيد নামে অভিহিত করেন। এমাম আবুল বাকা আহমদ মালেকি উক্ত গ্রন্থের একখানা সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ করিয়া "মোছ্তানাদফি মোখতাছেরেল মোছনাদ নামে অভিহিত করিয়া ছিলেন। আরও মোহাম্মদ বেনে এবাদ খাল্লাতি উহার একখানা সংক্ষিপ্ত সার লিখিয়া মকছেদেল-মোছনাদ নামে অভিহিত করেন। আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বেনে এছমাইল উহার একখানা সংক্ষিপ্ত সার প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। হাফেজ কোদরি সম্পূর্ণ মসনদ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং জালালুদ্দিন ছিউতি উহার টীকা লিখিয়াছেন এবং তা'লিকাতোল-মনিফা নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী 'বোস্তানোল মোহাদ্দেছিন' গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা এবনে হাজার শাফেয়ি 'খয়রাতোল হেছান গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায়, মোল্লা আলি কারি 'মসনদে এমাম আজমে'র টীকার ৩ পৃষ্ঠায় উক্ত ১৫ খণ্ড মসনদের কথা স্বীকার করিয়াছেন। এমাম এবনে হাজার আস্কালানি শাফিয়ি 'তা'জিলোল মানাফায়া' গ্রন্থের ৫ ।৬ পৃষ্ঠায় এবং এমাম

আবদুল আহাব শা'রাণি মিজান গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি মসনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পাঠক, লেখক শাহ্ আবদুল আজিজ সাহেবের কতক কথা লিখিয়া অবশিষ্ট কথাগুলি ত্যাগ করিয়া কিরূপ বিকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, উহা নিরপেক্ষ ভ্রাতাগণের গোচরীভূত করনার্থ শাহ্ সাহেবের আদ্যোপান্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি;—

বোস্তানোল মোহাদ্দেছিন ২৭ পৃষ্ঠা।

"এমাম আজমের মসনদ নামে যাহা বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, উহা কাজিউল কোজাত, আবুল মোয়াইয়েদ মোহাম্মদ বেনে মহমুদ খারেজমির প্রণীত, তিনি ৬৭৪ হিজরীতে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বিদ্বানগণ এমাম আজমের সনদের যে সমস্ত হাদিস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই কাজি খারেজমি এই মসনদে (হাদিস গ্রন্থে) তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নিজের ধারণা মত এমাম আজমের কোন রেওয়াএত পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার পূর্ব্বে এমাম আজমের বহু মসনদ, বিদ্বানগণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যেমন তিনিও এই মসনদের ভূমিকায় তৎসমুদয়ের নাম, তৎসমুদয়ের হাদিস সংগ্রহ কারিগণের নাম এবং উক্ত সংগ্রহকারিগণ পর্য্যন্ত নিজের ধারাবাহিক সনদ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দুইখানা মসনদ এখনও বর্ত্তমান ও লোকের হস্তে প্রচলিত, প্রথম খানার নাম মসনদে হাফেজে-হাদিস মোহাম্মদ বেনে ইয়াকুব হারিছি, দ্বিতীয় মসনদে হাফেজোল -ওয়াক্ত হোছাএন বেনে মোহাম্মদ বেনে খছরু (রহঃ) এই তিন মসনদের এজাজত আমার শিক্ষকগণের পরম্পরায় আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মসনদে খারেজমিকে এমাম আজমের মসনদ বলা যেরূপ মসনদে আহমদকে মসনদে আবুবকর বলা।"

পাঠক, শাহ্ সাহেবের কথায় কয়েকটি সত্য কথা প্রকাশিত হইল।

১। এমাম আজমের মসনদগুলি প্রাচীন বিদ্বানগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাতে এমাম আজমের ১৫ মসনদের সত্যতা সপ্রমাণিত হইল, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণের দল মাথা কুটিয়া

মরিলেও আর উহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহাদের মানিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সত্যতা সপ্রমাণিত হইল।

২। উক্ত পনরখানা মনসদের মধ্যে দুইখানা মসনদ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত যাহা দুইজন হাফেজে হাদিস কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, একখানার নাম মসনদে হারেছি, দ্বিতীয়খানার নাম মসনদে এবনে খছরু।

৩। প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক এমাম আজমের যে সমস্ত মসনদ লিখিত হইয়াছে, এমাম খারজমি ৬৭৪ হিজরীতে নিজ ধারণা মত তৎসমূদয় একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৪। এমাম খারেজমি উক্ত মসনদ লেখক পর্য্যন্ত নিজের ধারাবাহিক ছনদ বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) ধারাবাহিক সনদে উক্ত তিন খানা মসনদের এজাজত লাভ করিয়াছিলেন।

৬। মসনদে খারেজমিতে তাঁহার ধারণা মত এমাম আজমের যাবতীয় রেওয়াত সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এমাম আজমের যাবতীয় রেওয়াতএত সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব।

৭। মসনদে খারেজমিতে তাঁহার ধারণা মত এমাম আজমের যাবতীয় রেওয়াএত সংগৃহীত হইলেও, উহা এমাম আজমের বহু পরে লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহাকে মসনদে এমাম আজম না বলিয়া মসনদে খারেজমি বলা অধিকতর সঙ্গত। যেরূপ এমাম আহমদ স্বীয় গ্রন্থে (হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ))র সনদের হাদিসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে মসনদে সিদ্দিক না বলিয়া মসনদে আহমদ বলা হইয়া থাকে।

৮। তিনি কেবল মসনদে খারেজমিকে মসনদে এমাম আজম বলা অসঙ্গত মনে করেন, কিন্তু পনর মসনদকে এমাম আজমের মসনদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে আমার বক্তব্য মসনদে খারেজমি খানা এমাম খারেজমি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া যেরূপ এক হিসাবে উহাকে মসনদে খারেজমি বলা সঙ্গত সেইরূপ উহাতে এমাম আজমের সনদের হাদিস সমূহ ব্যতীত

অন্য কোন এমামের হাদিস নাই, এই হেতু উহাকে মসনদে এমাম আজম বলাতেও কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এই হেতু এমাম আহমদ একজন সাহাবার সনদের হাদিস বর্ণনা করিয়া মসনদে আবুবকর, মসনদে আএশা ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, উক্ত হাদিস গ্রন্থকে মসনদে খারেজমি বলা হউক, আর যাহাই বলা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইহাতে স্বীকার্য্য বিষয় যে, উক্ত গ্রন্থ এমাম আজমের সনদের বহু সহস্র হাদিস আছে, এমাম আজম যে বহু সহস্র হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন, ইহাতেঅকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইল, ইহাই প্রমাণ করা মুল উদ্দেশ, ইহাতেই প্রতিপক্ষদিগের দাবি সম্পূর্ণ বাতীল হইয়া গেল।

উক্ত পনরখানা মসনদে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে, কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, কতকগুলি হস্তলিপি আছে।

পাঠক, নিম্নলিখিত কেতাবগুলিকে সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু অতি দুর্লভ,—

১। সহিহ এবনে খোজায়মা। ২। সহিহ এবনে হাব্বান। ৩। সহিহ এবনে ওয়ানা। ৪। সহিহ এবনোছ্ছাকান। ৫। সহিহ মোস্তাকা। ৬। সহিহ মোখতারে-জিয়া। ৭। সহিহ বেরকানি। ৮। সহিহ এসফেহানি। ৯। সহিহ ইছমাইলি। ১০। সহিহ হাকেম। ১১। মসনদে আব্দ বেনে হোমাএদ। ১২। মসনদে হারেছ বেনে ওছামা। ১৩। মসনদে আবু ইয়ালি। ১৪। ছোনানে আবু মোসলেম কশি। ১৫। ছোনানে ছইদ বেনে মনছুর। ১৬। মোসান্নাফে আবুদর রাজ্জাক। ১৭। কেতাবোলআশরাফ। ১৮। ছোনানে বয়হকি। ১৯। মা'রেফাতোছ ছোনানে বয়হকি। ২০। শারহোছ ছুন্নাহ লেলবাগাবি। ২১। মোয়াজ্জমে কবিরে তেবরাণি। ২২। মোয়াজ্জমে আওছাতে তেবরাণি। ২৩। কেসাবোজ্জোহদে আর্রেকাকে-লে এবনোল মোবারক। ২৪। ফেরদাওছে দয়লমি। ২৫। নওয়াদেরল ওছুল। ২৬। কেতাবোল এ'তেকাদ। ২৭। কেতাবে একতেজায়োল এলম ওলআমাল। ২৮। তারিখে এহইয়া মইন। ২৯। তারিখোছছেফাত লে এবনে হাব্বান। ৩০। এরশাদে আবু

ইয়ালি। ৩১। তারিখে বগদাদ। ৩২। আমালিয়ে মাজামেলি। ৩৩। জাওয়াএদে আবুবকর শাফিয়ি। ৩৪। কেতাবোশ শেহাব। ৩৫। মোসনদে হোমায়দি। ৩৬। মোয়াজ্জমে এবনে জমি। ৩৭। মোয়াজ্জমে এবনে কানে। ৩৮। কেতাবোল মেয়াতাএন লেছছাবুনি। ৩৯। কেতাবোল মোজানাছাত। ৪০। ছেলাহোল মো'মেন। ৪১। ফাওয়াএদে তাম্মামে রাজি। ৪২। মোসনাদোল আদানি। ৪৩। মোয়াজ্জমে দেমইয়াতি। ৪৪। কারামাতোল আওলিয়া লেলখালাল। ৪৫। যোজয়ে এবনে নোজাএদ। ৪৬। যোজয়োল ফিল। ৪৭। শো'য়াবোল ইমান। ৪৮। রজিন। ৪৯। দা'ওয়াতোল কবির। ৫০। মোসনদে বাজ্জাজ। ৫১। মোসনদে আহমদ বেনে মণি। ৫২। এবনে আনছাকের। ৫৩। তহজিবোল আছার। —বোস্তানোল মোহাদ্দেছিন ও মকদ্দমায় এবনে ছালাহ দ্রষ্টব্য।

এইরূপ আরও বহু হাদিস গ্রন্থ আছে, জগতে উক্ত গ্রন্থাবলী অতি দুষ্প্রাপ্য। পুরাতন পুস্তাকাগারে সুরক্ষিত থাকিতে পারে।

এক্ষণে মৌলবি বাবর আলিকে জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত ৫৩ খানা হাদিসের কেতাব কোন মহাপ্লবনে ভাসিয়া গিয়াছে? জগতে এত রাজা আমির, বাদশাহ থাকিতে কেন তৎসমূদয় মুদ্রিত হইতেছে না? আপনারা উক্ত কেতাবসমূহ মান্য করিয়া থাকেন, তবে তৎসমস্ত ছাড়িলেন কেন?

তহজিবোল কামাল ও তহজবোত্তহজিব ১১।২৮২ পৃষ্ঠা;—

মোহাম্মদ বেনে নছর বলেন, আমি (এমাম) এহইয়া বেনে মইনের নিকট গিয়া দেখি যে, তাঁহার নিকট বহু দফতর কেতাব রহিয়াছে এবং তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম সে, যে হাদিছ এই দফতর সমূহে পাওয়া না যায়, তবে উক্ত হাদিস মিথ্যা।

আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি স্বহস্তে ১০ লক্ষ হাদিস লিখিয়াছি। ছালেহ বাজরাহ বলিয়াছেন, (এমাম) এহইয়া বেনে মইন ৩০ গাঁটরি ও বিশ বস্তা কেতাব রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছালেহ বেনে মোহাম্মদ

বলিয়াছেন, তিনি ১১৪ গাঁঠ্রি কেতাব রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ বলিয়াছেন, তিনিবহু হাদিস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায় হাদিস বর্ণনা করিতেন না।"

মিজানোল-এতেদাল, ২।২৩১

"(এমাম আলি) বেনে মদিনি প্রায় দুই শত কেতাব (হাদিস গ্রন্থ) লিখিয়াছেন।

তহজিবঃ ৫।৩৮৫।

(এমাম) এবনে মোবারক ২০ কিম্বা ২১ সহস্র কেতাব হইতে হাদিস বর্ণনা করিতেন। তিনি বহু কেতাব রচনা করিয়াছিলেন।

আরও লেখক ছেয়ানত পুস্তকের ১০।১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বেনে আবদুর রহমান, এবনে জোরায়েজ, এবনে ওয়ায়নাহ ছুফইয়ান ছওরি ও রবি বেনে ছবিহ্ কেতাব লিখিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের এত সংখ্যক কেতাব কি প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে? কি উহা পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে? তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ ও কাশফোজ-জুনুনে যে বহু সহস্র কেতাবের তালিকা লিখিত আছে, তৎসমুদয় কি জ্বলিয়া গিয়াছে? উপরোক্ত বিবরণে লেখকের ধোকা বাতীল হইয়া গেল।

ছেয়ানত, ৮১।৮২ পৃষ্ঠা;—

"আবু ইউছফ রেওয়াএত করিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা সাহেব বলিয়াছেন, যখন আমি এলম শিক্ষার ইচ্ছা করিলাম, তখন অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন্ এলমে উত্তম এবং প্রত্যেক এলমের পরিণাম কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। আমাকে একজন বলিল, কোরাণ শিক্ষা কর, আমি বলিলাম, কোরাণ শিক্ষা ও কণ্ঠস্থ করিলে পরিণামে কি হইবে? লোকে বলিল, কোন্ মক্তবে বসিয়া বালক ও বয়স্কগণকে পড়াইবে।.......... আমি বলিলাম, যদি হাদিসগুলি শুনিতে ও লিখিতে থাকি এ পর্য্যন্ত যে পৃথিবীতে কেহ আমার ন্যায় হাফেজ না থাকে, বলিল, যখন তোমার বয়স ও অধিক হইয়া যাইবে, আর তুমি হাদিস পড়াইতে থাকিবে, নব্য বয়স্ক বালকগণ

তোমার শিষ্য হইবে, তুমি অগত্যা ভুল করিয়া ফেলিবে, তখন মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমার দুর্ণাম হইবে।.......... বলিলাম যদি নহো উচ্চ আরবি শিক্ষা করি, পরিণাম কি হইবে? বলিল, তুমি শিক্ষক হইবে, ২।৩ দিনার বেতন হইবে............ বলিল, যদি আমি কবিত্ব শিখি, ... বলিল, কাহারও প্রশংসায় কবিতা লেখিবে, সে তোমাকে জোড়া জোড়া (পরিচ্ছদ) দিবে, না দিলে কবিতা তাহার নিন্দাবাদ ও বিদ্রুপ করিবে............. বলিলাম, যদি মন্তেক শিক্ষা করি, বলিল, যে ইহা শিক্ষা করে অযথা মন্তেকি কথা বলিয়া ফেলে, কাজেই কাফেরও বেদিন বলিয়া দুর্ণাম রটে। পুনঃ বলিলাম, যদি ফেকা শিখি, বলিল, যদি ফেকা শিক্ষা করত লোকে তোমার নিকট মসলা জানিবে, ফৎওয়া লইবে, তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে কাজি ও মুফতি করিবার জন্য ডাকিবে, আমি বলিলাম, আ মার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উত্তম ফলদায়ক এলেম আর নাই। বাস আমি ফেকাই গ্রহণ করিলাম ও তাহাই শিক্ষা করিলাম।"

পাঠক, এখন এমাম সাহেব নিজেরই কথা হইতে অতি স্পষ্ট ভাবে জানা গেল যে, তিনি কেবল ফেকাকেই মনোনীত ও তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোরাণ হাদিস, আরবি ব্যাকরণ, কবিতা ও অভিধানে ততদূর মনোনীবেশ করেন নাই। সুতরাং এ সমস্ত বিদ্যায় অনন্ত সমূদ্র ও অদ্বিতীয় এমাম হওয়া একেবারে মিথ্যা বা অযথা ভুল ধারণা। সুতরাং যাহারা এ সমস্ত বিষয়ে এমাম সাহেবের অনভিজ্ঞতা বা অল্প অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছে তাহারা শত্রুতা বা হিংসা করিয়া মিথ্যা অপবাদ দেয় নাই বরং অতি সত্য স্পষ্ট কথা বলিয়াছে।

ধোকাঃ ভঃ

এমাম আজম রহমাতুল্লাহে আলায়হের উক্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এল্‌মের কয়েকটি শাখা আছে, কোরাণ কণ্ঠস্থ করা, কোরাণ শরিফের কেরাত শিক্ষা, হাদিসের সনদ অন্বেষণ, হাদিস স্মরণ, নহো, অভিধান, কবিতা ও মন্তেক, ইহার কেবল একটিতে মনোনীবেশ করা উচিৎ নহে, ইহাতে এল্‌ম অপরিপক্ক থাকে বা জগতের লোকের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত

হয় না, কারণ কেবল কোরাণ স্মরণ করিয়া বা কেরাত শিক্ষা করিয়া উহা বুঝিতে না পারিলে, নিজে কোরাণ শরিফের সুফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা এবং লোকের উপকার সাধন করিতে পারিবেনা। এইরূপ কেবল হাদিসের অবিকল শব্দ ও বিবিধ প্রকার সনদ ও হাদিসের বহু বিভাগ স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলে, মূল হাদিসের মর্ম্ম অবগত হইতে সুযোগ ঘটেনা, আরও নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে। আরও নহো, ছরফ ও অভিধান কোরাণ ও হাদিস শিক্ষার সোপান স্বরূপ, কিন্তু মূল বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল নহো ইত্যাদি শিক্ষায় কোন ফল নাই। হজরত ওমার (রাঃ) আরবদিগের কবিতা মালা পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যেহেতু উহাতে কোরাণ ও হাদিসের অনেক শব্দের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় এবং উহা নহো, ছরফের প্রমাণ স্বরূপ, কিন্তু আসল ছাড়িয়া নকল লইয়া টানাটানি করা উচিত নহে, আরও উহাতে ভাল মন্দ দুই প্রকার ভাব আছে। আরও কাফেরি মত সমন্বিত মস্তক পাঠ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ফেকহ শিক্ষা করিতে গেলে কোরাণ, হাদিস অবগত হইয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে, নহো, ছরফ,অভিধান ও কবিতার সাহায্য লইতে হইবে, কোরাণ ও হাদিসের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম জানিতে হইবে, ইহাতে নিজের ও জগদ্বাসিদিগের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, কাজেই ফেক্হ শিক্ষা করিতে হইলে, এল্মের প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেব 'এনছাফ' গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হাদিস তত্ত্ববিদ্ শ্রেণী, তাঁহাদের অধিকাংশের চেষ্টা রেওয়াএত করা, সনদ সমূহ সংগ্রহ করা, গরীব ও শাজ্জ হাদিস চেষ্টা করা যাহার অধিকাংশ জাল (অমূলক) কিম্বা বিকৃত। তাঁহারা না (আসল হাদিসের) শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করেন, না (হাদিস সমূহের) মর্ম্ম বুঝেন, না উহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন, না উহার সূক্ষ্মতত্ত্ব ও ফেক্হ প্রকাশ করিতে পারেন। অনেক সময় তাঁহারা ফকিহগণের নিন্দাবাদ করেন, তাঁহাদের উপর দোষারোপ করেন, তাঁহাদের উপর হাদিস সমূহের খেলাফ

করার দাবি করেন এবং তাঁহারা জানেন না যে, নিশ্চয় তাঁহারা ফকিহ্‌গণের খোদাপ্রদত্ত এল্‌ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিন্দাবাদ করার জন্য পাপগ্রস্ত হইতেছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, যাহারা কেবল বহু রেওয়াত, সনদ শাস্ত্র ও গরিব হাদিস সংগ্রহে অতি ব্যস্ত, তাঁহারা হাদিসের মূল মর্ম্ম, নিগূঢ় তত্ত্ব ও ফেকহ্ অবগত হইতে সুযোগ পান না।

এমাম আজম এইরূপ হাদিস শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাত্তোল-হোফ্যাজ' গ্রন্থে ১ম খণ্ডে (১৯২,১৯৩) পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

"এমাম সুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন যে, হাদিস চেষ্টা করা পরকালের পাথেয় নহে, বরং উহা একটি পীড়া যাহাতে লোক সংলিপ্ত হইয়া থাকে।"

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার শপথ, (এমাম) সুফইয়ান সত্য কথা বলিয়াছেন, নিশ্চয় হাদিস চেষ্টা করা পৃথক বিষয় এবং হাদিস পৃথক বিষয়। মূল হাদিস ব্যতীত কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের দেশ প্রচলিত (ওরফি) নাম হাদিস চেষ্টা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয় এল্‌মের সোপান স্বরূপ। পক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হস্তলিপি সংগ্রহ করা, উচ্চ সনদ চেষ্টা করা, শিক্ষকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, উপাধি ও প্রশংসা লাভে আনন্দ অনুভব করা, হাদিস রেওয়াএত উদ্দেশ্যে লম্বা আয়ুর আকাঙ্খা করা, অদ্বিতীয় হওয়ার কামনা করা, হাদিসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এইরূপ বহু বিষয়ের আকাঙ্খা হৃদয়ে গোপন করিয়া থাকেন।

ফেক্‌হ্ শব্দের মর্ম্ম

তারিখে এবনে খলদুন, ১।৪৮৮ পৃষ্ঠা,—

"সজ্ঞান সাবালক লোকদের ক্রীয়াকলাপ সম্বন্ধে ওয়াজেব, হারাম, মোস্তাহাব, মকরুহ, মোবাহ (ইত্যাদি) খোদাতায়ালার হুকুমগুলি অবগত হওয়াকে ফেক্‌হ্ বলা হয়।

উক্ত হুকুমগুলি কোরাণ, হাদিস এবং খোদা ও রসুল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত অন্যান্য দলীল, যথা এজমা ও কেয়াস হইতে গৃহীত হয়। যে সময় উক্ত দলীল সমূহ হইতে হুকমগুলি আবিষ্কৃত হয়, তখন উহাকে ফেক্‌হ্ বলা হয়। প্রাচীন বিদ্বানগণ উক্ত দলীল সমূহ হইতে আহকাম প্রকাশ করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, মতভেদ হওয়াও অনিবার্য্য ছিল, কেননা ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে অধিকাংশ দলীল কোরাণ ও হাদিস হইতে (গৃহীত) হয় উহা আরবি ভাষায় লিখিত, উহার শব্দ সমূহের বহু অর্থবাচক হওয়ার জন্য তাঁহাদের মতভেদ হইয়াছে। আরও হাদিসের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রণালী আছে, অনেক ক্ষেত্রে উহার হুকুমগুলি একটি অপরের বিপরীত, এজন্য প্রকৃত হুকুম নির্ব্বাচন করার আবশ্যক হয়, উক্ত নির্ব্বাচনের প্রণালীও পৃথক পৃথক। কোরাণ হাদিস ভিন্ন অন্যান্য দলীলে, মতভেদ রহিয়াছে এবং নূতন নূতন ঘটনার ব্যবস্থার জন্য কোরাণ ও হাদিস যথেষ্ট নহে। যে ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে কোরাণ ও হাদিসে উল্লিখিত হয় নাই, তত্তুল্য স্পষ্ট উল্লিখিত কোন ঘটনার নজীরে এই ঘটনার ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। এই সমূহ কারণে ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়া অনিবার্য্য, এই হেতু সাহাবা, তাবিয়ি ও তৎপরবর্ত্তী এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। তৎপরে সমস্ত সাহাবা ফৎওয়া প্রদানের উপযুক্ত ছিলেন না এবং তাঁহাদে সকলের নিকট হইতে ধর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহা কেবল উক্ত সাহাবাগণের বিশিষ্ট কার্য্য ছিল, যাঁহারা কোরাণের হাফেজ ছিলেন, উহার নাসেখ, মনসুখ, মোতাসাবেহ (অব্যক্ত মর্ম্মবাচক) মোহ্‌কাম (স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক) ও অন্যান্য মর্ম্ম তত্ত্ব হজরত নবি (সাঃ) এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া কিম্বা তাঁহাদের সমশ্রেণীদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা কোর্রা অর্থাৎ কেতাব পাঠকারী নামে অভিহিত হইতেন, কেননা আরবেরা নিরক্ষর সম্প্রদায় ছিলেন, তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে কেতাব পাঠকারিগণকে এই নামে অভিহিত করা হইত, যেহেতু, সেই সময় কেতাবপাঠকারী অতি দুর্লভ ছিল, প্রথম ইসলামে এইরূপ অবস্থা ছিল, তৎপরে ইসলামের শহর সমূহ বৃহৎ বৃহৎ হইলে

কেতাব অধ্যয়ণ করার ও কোরাণ শিক্ষা করার শক্তি সঞ্চয় হওয়াতে আরবদিগের মধ্য হইতে নিরক্ষর ভাব বিদূরীত হইয়া যায়, ফেকহ পূর্ণ হইয়া একটি এলমে পরিণত হয়, সেই সময় তাঁহারা কারি নাম স্থলে ফকিহ ও আলেম নাম পরিবর্তন করিলেন।"

পাঠক, ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, যাহারা কোরাণ ও হাদিসের মহাতত্ত্বদর্শী হন, কোরাণ ও হাদিসের বিরোধ ভাবকে সাম্য ভাবে পরিণত করিতে পারেন, এজমায়ী মসলা সমূহ অবগত হন ও কোরাণ হাদিসের নজির ধরিয়া অস্পষ্ট বিষয়গুলির ব্যবস্থা বিধান করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রথম ইসলামে কোরী নামে অভিহিত হইতেন। তৎপরে ফকিহ ও আলেম নামে অভিহিত হইলেন। মোহাদ্দেছ হওয়া কোরাণ শরিফের হাফেজ ও কারী হওয়া নহো ছরফ তত্ত্ববিদ হওয়া এবং কবি হওয়া সহজ ব্যাপার, কিন্তু ফকিহ বা আলেম হওয়া সহজ নহে।

এমাম তেরমজি কয়েক শত স্থলে ছাহাবা ও তাবিয়িগণকে আহলোল এলম বলিয়াছেন, তিনি এই প্রকার ফকিহ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিয়াছেন।

এমাম বোখারি সহিহ বোখারির দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৯২ পৃষ্ঠায়) কোরাণ ও হাদিস হইতে যে আহলোল এলমের এজমা মান্য করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন, উহার অর্থ এই ফকিহ সম্প্রদায়। এই ফকিহকে মোজতাহেদ বলাও হইয়া থাকে, আহলোল এলমের অর্থ মোজতাহেদ, ইহা উক্ত বোখারির টীকা কোস্তোলানির ১০ খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

এমাম রাজি এই আলেম (এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন বিদ্বান) গণকে ওলোল-আমর বলিয়াছেন। তফসিরে কবির, ১।২৭৪। আরও তিনি বহু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই ফৎওয়াদাতা বিদ্বানগণকে ওলোল-আমর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তফসিরে- কবির ৩।২৫০।

আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, যে বিদ্বানেরা কোরাণ ও হাদিস হইতে সুক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহাদের একতায় এজমা স্থাপিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে 'আহলোল-ফেকহ' ও আহলোল-হাল্ল-অল আক্দ বলা হইয়া থাকে।

তদুত্তরে আমি বলি উক্ত আয়াত হইতে উহাই সপ্রমাণিত হয়। কেননা খোদাতায়ালা আদেশদাতাগণের হুকুম মান্য করা ওয়াজেব করিয়াছেন, শরিয়তে যাহাদের আদেশ ও নিষেধের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা এই শ্রেণীর বিদ্বান, যেহেতু যে আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কোরাণ ও হাদিস হইতে আহকাম প্রকাশ করার অভিজ্ঞতা রাখেন না, তাঁহার আদেশ নিষেধ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এইরূপ যে তফসির তত্ত্ববিদ্ ও মোহাদ্দেছ কোরাণ ও হাদিস হইতে আহকাম আবিষ্কার করিতে অক্ষম, তাঁহাদের আদেশ নিষেধ গ্রহণীয় নহে। তফসিরে-কবির, ৩।২৫৩।

আহলে রায় ও মোজতাহেদগণের একতায় এজমা স্থাপিত হইতে পারে, সাধারণ লোক, আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, মোহাদ্দেছ ও ওছলে-ফেক্হ্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের একতায় এজমা হইতে পারে না। ওছুলে-শাশি, ৮৬।৮৭।

সাহাবাগণের মধ্যে অল্পই লোক ফৎওয়াদাতা বা ফকিহ্ ছিলেন। চারি খলিফা শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ ছিলেন।

এমাম শা'বি বলিয়াছেন, ছয় ব্যক্তি হইতে এল্ম (ফৎওয়া) গ্রহণ করা হইত, (হজরত) ওমার, (হজরত) আলি, (হজরত) এবনে মছউদ (হজরত) ওবাই, (হজরত) জয়েদ (বেনে ছাবেত) এবং (হজরত) আবু মুসা (রাঃ) —তাজকেরাতোল হোফ্ফাজ, ১।২১।

(হজরত) আএশা (রাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে প্রধান ফকিহ্ ছিলেন, ফকিহ্ সাহাবাগণ তাঁহার দিকে রুজু করিতেন, একদল লোক তাঁহার নিকট ফেক্হ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কবিছা বলিয়াছেন, (হজরত) আএশা (রাঃ) লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন এবং প্রধান প্রধান সাহাবা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন।

আবু বোরাদা তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন হাদিস হজরতের সাহাবাগণের উপর দুরূহ হইয়া পড়িত, আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান (এল্ম) উক্ত (হজরত) আএশার নিকট পাইতাম। হেশাম তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, কোরাণ, ফরজ, হালাল, হারাম, কবিতা

আরবদিগের ইতিহাস ও বংশাবলী সম্বন্ধে (হজরত) আবুবাকর (রাঃ) শ্রেষ্ঠ আলেম গণ্য করা হইত।—তাজকেরাতোল হোফ্ফাজ, ১।২৩।২৪।

(হজরত) আবদুল্লাহ বেনে ওমার (রাঃ) এমাম ফকিহ্ ও মহাবিদ্বান ছিলেন। (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) এমাম, সমুদ্র, জামানার আলেম (মোজতাহেদ) ছিলেন। (হজরত) নবি (ছাঃ) তাঁহার জন্য বলিয়াছেন, হে খোদা, তুমি তাঁহাকে দীনের ফকিহ্ কর ও কোরাণ শরিফের মুফাচ্ছির কর। তিনি অদ্বিতীয় ফকিহ্ ছিলেন। তাজকেরাতোল, হোফ্ফাজ, ১।৩১।৩৯। এবং আছহাবোল-গাবাহ ৩।১৯৩।

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) হাফেজ ও ফকিহ্ ছিলেন। তাজকেরা, ১।২৮।২৯।

(হজরত) আকাবা বেনে আ'মের ফকিহ্ ও মোজতাহেদ ছিলেন এবং (হজরত) যাবের বেনে আবদুল্লাহ ফকিহ্ ও মদিনার মুফতি ছিলেন। তাজকেরা। ১।৩৬।৩৭।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কোরাণ হাদিস, এজমা ও কেয়াসে প্রধান আলেমকে ফকিহ্ বা মোজতাহেদ বলা হয়। ফকিহ্ হইলে যে কোরাণ হাদিস জানেন না, ইহা পাগলের প্রলাপোক্তি। যদি কোরাণ হাদিস অনভিজ্ঞ লোককে ফকিহ্ বলা সঙ্গত হয়, তবে উপরোক্ত সাহাবাগণ কোরাণ হাদিস অনভিজ্ঞ হইয়া যাইবেন;—

এক্ষণে তাবিয়িগণের অবস্থা শ্রবণ করুন,—

১। তাবিয়ি শ্রেষ্ঠ আ'লকামা এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ছিলেন, (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু পাঠ করিয়াছি এবং অবগত হইয়াছি, আ'লাকামা তাহাই পাঠ করিয়াছেন এবং অবগত হইয়াছেন। কাবুছ বলিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে বলিয়াছিলাম যে আপনি সাহাবাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য আ'লকামার নিকট যান? তিনি বলিলেন, আমি বহু সাহাবাকে আলকামার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও ফৎওয়া অবগত হইতে দেখিয়াছি।—তাজকেরা, ১।৪২।

২। তাবিয়ি শ্রেষ্ঠ মছরুক,—ইনি কুফার ফকিহ্ ছিলেন, (এমাম)

শা'বি বলিয়াছেন, তিনি এলম চেষ্টা ও ফৎওয়া সম্বন্ধে (কাজি) শোরাএহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, কাজি শোরাএহ তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতেন।

৩। তাবিয়ি শ্রেষ্ঠ আছওয়াদ, ইনি কুফার ফকিহ্ ও প্রধান আলেম ছিলেন,— তাজকেরা ১।৪৩।৪৪।

৪। ছইদ বেনে মোছাইয়েব,—ইনি মদিনা শরিফের ফকিহ্ ছিলেন, এমাম কাতাদা জুহ্রি ও মকহুল বলিয়াছিলেন, তাবিয়িগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম নাই। তাজকেরা, ১।৪৭।

৫। আবু ইদরিছ খওলানি,—ইনি শামদেশের ফকিহ্ ছিলেন, এমাম মকহুল বলিয়াছেন, শামদেশে তাঁহার তুল্য প্রধান আলেম আছেন বলিয়া জানি না।

৬। কুফাবাসী এবরাহিম নখয়ি,—ইনি এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ও ফকিহ্ হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি হাদিস পরীক্ষক ছিলেন। (এমাম) শা'বি তাঁহাকে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ বলিয়াছেন। ছইদ বেনে যোবাএর বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এবরাহিম নখয়ি থাকিতে কেন আমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর।

৭। কুফাবাসী ছইদ বেনে যোবাএর,—(হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ছইদ বেনে যোবাএর থাকিতে আমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর কেন? তাজঃ ১।৬৩।৬৪।৬৬।

৮। বাসোরাবাসী এবনে ছিরিন,—ইনি এমাম ফকিহ্ ছিলেন। তাজকেরা, ১।৬৭।

৯। কুফাবাসী এমাম শা'বি,—ইনি ৪ শত সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবু মাযলাজ বলিয়াছেন, (এমাম) শা'বির তুল্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ্ দর্শন করি নাই, ছইদ বেনে মোছাইয়েব, না আতা না হাছান না এবনে ছিরিন। এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, আমি কুফাতে শা'বির শিক্ষাকেন্দ্র দেখিতাম, অথচ তথায় বহু সাহাবা ছিলেন। দাউদ বলিয়াছেন, কুফা বাসোরা ও হেজাজের হাদিস সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম আলেম শা'বির তুল্য দর্শন করি নাই।—তাজকেরাঃ ১।৬৭২।

১০। ১১। ১২। আতা বেনে ইছার, ছোলায়মান বেনে ইছারও ছালেম বেনে আবদুল্লাহ্ ইঁহারা মদিনার ফকিহ্ ছিলেন।— তাজকেরাহ,১।৭৭।৭৯।

১৩। এবনে জোরাএজ, —ইনি মক্কা শরিফের ফকিহ্ ছিলেন। তাজকেরাহ, ১।৫২।

এইরূপ তাজকেরাতোল-হোফ্ফাজ গ্রন্থে বহু ফকিহ্ মুফতির নামোল্লেখ আছে যাহারা কোরাণ ও হাদিসের মহা পণ্ডিত ছিলেন।

তাবা-তাবিয়িগণের মধ্যে এমাম মালেক, শাফিয়ি ও আহমদ বেনে হাম্বল ফকিহ্ ছিলেন।— কেতাবোল-আনছাব, ৩২৬। একমাল ৪২।৪৩।

(এমাম) বোখারি (এমাম) হোমায়দির নিকট ফেক্হ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং (এমাম) হোমায়দি (এমাম) শাফিয়ির নিকট ফেক্হ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এনছাফ, ৬৭। তাবাকাতে-কোবরায় শাফিয়িয়া, ২।৩।৪।

পাঠক, এমাম বোখারি ফেক্হ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু উহাতে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহার প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে।

এমাম তেরমজি বলিয়াছেন, হাদিসের মর্ম্ম ফকিহ্গণ অধিকতর অবগত আছেন। সহিহ্ তেরমজি ১১৮ পৃষ্ঠা।

এক্ষণে যাহারা বলেন যে, ফকিহ্গণ কোরাণ ও হাদিস বিলক্ষণ রূপ জানেন না, তাহাদের ধৃষ্টতা ও প্রলাপোক্তির কথা পাঠকের অজ্ঞাত থাকিল না।

এস্থলে কোরাণ ও হাদিসের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতুহল নিবারণ করিব।

কোরাণ সুরা তওবা,—"তাহারা যেন দীনের ফকিহ্ হন।"

সহিহ্ বোখারি ও মোসলেম;—

" খোদাতায়ালা যাহার কল্যাণ চাহেন, তাঁহাকে দীনের ফকিহ্ করেন।"

সহিহ্ তেরমজি;—

"একজন ফকিহ্ শয়তানের পক্ষে সহস্র তাপস অপেক্ষা কঠিনতর।"

"মোনাফেকের দুইটি রীতি সংগৃহীত হইবে না সচ্চরতি ও দীনের ফেকহ্।"

পাঠক, এক্ষণে মোহাদ্দেছ অপেক্ষা ফকিহ্ মোজতাহেদের কত বড় পদ, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকিল না।

এরাক কাহাকে বলে

কুফা, বাসোরা, মাদাএন, ওয়াছেত, বগদাদ, নাহারওয়ান ও হোলওয়ান প্রভৃতি স্থানকে এরাক বলা হয়। গেয়াছ, ৫০৪।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) উক্ত এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ও মুফতি ছিলেন, তাঁহার শিক্ষক এমাম হাম্মাদ বেনে আবি ছোলায়মান, তস্য শিক্ষক এমাম নখয়ি ও তস্য শিক্ষক এমাম আ'লকামা এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ছিলেন। তাঁহার শিক্ষক এমাম মোহাম্মদ ও এরাক প্রদেশের ফকিহ্ ছিলেন। তাঁহারা কত বড় কোরাণ, হাদিস তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ছিলেন, ইহাতেই অনুমান করুন।

এমাম আজমের হাদিসের হাফেজ হওয়ার প্রমাণ

এমাম জাহাবি লিখিয়াছেন, "মন্তেক, তর্কশাস্ত্র ও ফিলোছফি সাহাবা ও তাবিয়িগণের এল্ম নহে। উহা (এমাম) আওজায়ি মালেক, ছওরি, আবু হানিফা,এবনে আবি-জেব ও শো'বার এল্ম নহে। খোদাতায়ালার শপথ, উহা এবনে মোবারক, আবু ইউছুফ, অকি, এবনে মেহদি, এবনে ওহাব, শাফিয়ি, আ'ফ্যান, আবু ওবাএদ, এবনে মদিনি, আহমদ, আবু ছওর, মোজানা, বোখারি, আছরাম, মোসলেম, নাসায়ি, এবনে খোজায়মা, এবনে শোরাএহ, এবনোল মোঞ্জের ও তাঁহাদের তুল্য বিদ্বানগণের এলম নহে, বরং তাঁহাদের এল্ম কোরাণ, হাদিস, ফেকহ্ নহো তত্তুল্য এল্ম।"—তাজকেরাতোল হোফ্যাজ, ১।১৯২।

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছফ (রঃ) কোরাণ ও হাদিস তত্ত্ববিদ্ মহাপণ্ডিত ছিলেন।

এমাম এবরাহিম বেনে তোহমান বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) প্রত্যেক বিষয়ের এমাম ছিলেন। মানাকেবে কোদরি ১।৯১।

এমাম জাহাবি 'তাবাকাতোল-হোফ্‌ফাজ' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) (হাদিসের) হাফেজ ছিলেন। এবনে খালকান 'তারিখের' ২য় খণ্ডে (১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, (এমাম) আবু হানিফার (রঃ) হাফেজে হাদিস হওয়ার প্রতি কোন সন্দেহ নাই।

হাফেজ আবুল মোহাছেন দেমাশকি শাফিয়ি 'ওকুদোল যোম্মান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বহু হাদিস অবগত ছিলেন এবং মোহাক্কেছ ও হাফেজে হাদিস ছিলেন।

এবনে খলদুন 'তারিখে'র ১ম খণ্ডে (৩৭১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—

"এমাম আজম হাদিসের মহা মোজতাহেদ ছিলেন।"

আল্লামা এবনে হাজার শাফিয়ি খয়রাতোল-হেছানের ২৪।২৫ পৃষ্ঠায় ছেকাহত লিখিত তাহাআবির বা খতিবের রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—সাবধান, উক্ত ঘটনায় ধারণা করিও না যে, (এমাম) আবু হানিফার ফেক্‌হ ভিন্ন অনান্য বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল না, খোদাতায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করি; উক্ত এমাম তফসির, হাদিস নহো, ছরফ, অভিধান, আরবি সাহিত্য ও কেয়াসি আহকামে অনন্ত সমুদ্র ও অদ্বিতীয় এমাম ছিলেন, ইহার বিরুদ্ধে তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন শত্রুর কথা হিংসা মূলে কথিত হইয়াছে, ইহার হেতু সমসাময়িকদিগের উপর গৌরব লাভ করা, তাঁহাদের মিথ্যা বলা ও অযথা অপবাদ প্রদান করা। খোদাতায়ালা তাঁহার (প্রদত্ত) জ্যোতিকে পূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ কতকগুলি ফেক্‌হের মছলা আছে যে, তিনি তৎসমুদয় স্থলে নিজ মতগুলির প্রমাণ ভার আরবি সাহিত্যের উপর স্থাপন করিয়াছেন, যাহা গবেষণাকারী ব্যক্তি

অবগত হইলে, উক্ত এমামের এই বিদ্যার দক্ষতা দর্শনে বিমোহিত হইয়া থাকে। তাঁহার এরূপ কতকগুলি প্রাঞ্জল শুদ্ধ শ্রুতিমধুর কবিতা আছে যাহা রচনা করিতে তাহার তুল্য বহু লোক অক্ষম। জমখ্শরি প্রভৃতি উক্ত কবিতাগুলি পৃথক পৃথক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা উক্ত হিংসুকের কথাকে মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ করে।

আরও সত্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) (রমজানের মাসে কোরাণ শরিফের) ৬০ খতম করিতেন এবং এক রাকয়াতে সমস্ত কোরাণ পাঠ করিতেন। কতক হিংসুক বলিয়া থাকে যে, তিনি কেরাণ শরিফের হাফেজ ছিলেন না, ইহা তাহার মিথ্যা অপবাদ ও ধ্রুব মিথ্যা কথা।

(এমাম) আবু ইউছফ বলিয়াছেন, আমি হাদিসের ব্যাখাকারী শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ও আমা অপেক্ষা সহিহ্ হাদিসের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ (এমাম) আবু হানিফার তুল্য দর্শন করি নাই। সহিহ্ তেরমজিতে আছে যে, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, আমি যাবের যা'ফি অপেক্ষা অধিকতর মিথ্যাবাদী ও আতা বেনে আবি রাবাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দর্শন করি নাই।

(এমাম) বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা (রঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, ছুফইয়ান ছওরির নিকট হাদিস গ্রহণ করা যাইবে কিনা? তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার হাদিস লিপিবদ্ধ কর, কেননা তিনি বিশ্বাসভাজন লোক, কিন্তু যাবের যা'ফি হইতে আবু ইস্হাকের হাদিসগুলি লিপিবদ্ধ করিওনা।

খতিব ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথমেই (এমাম) আবু হানিফা আমাকে কুফা শহরে হাদিসের জন্য বসাইয়াছিলেন, তিনি কুফাবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন, ইনিই আম্র বেনে দিনারের হাদিস সম্বন্ধে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। ইহাতেই তাঁহার হাদিসের উচ্চ পদ অনুমিত হয়, কেন হইবেনা? ছওরির সম্বন্ধে তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনিই এবনে ওয়ায়নাকে

বসাইয়াছিলেন।"

কুফার বিবরণ

এমাম আবু হানিফা (রঃ) কুফা প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। হজরত ওমার (রাঃ) ১৯ হিজরিতে উক্ত স্থানকে শহরে পরিণত করিয়াছিলেন। উক্ত শহরে আরবদিগের রবিয়া ও মোজার সম্প্রদায়ের ৫০ সহস্র গৃহ ছিল, অন্যান আরবদিগের ২৪ সহস্র গৃহ ছিল। ইমনবাসিদিগের ৬ সহস্র গৃহ ছিল। এমাম শা'বি বলিয়াছেন, তথায় ইমনবাসিদিগের ১২ সহস্র লোক ছিল। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফা ইমানের ভাণ্ডার, ইসলামের দলীল, খোদাতায়ালার শপথ, অবশ্য খোদাতায়ালা কুফাবাসিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশবাসিগণের সাহায্য করিবেন, যেরূপ মক্কা ও মদিনাবাসিদিগ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। (হজরত) সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র, ইহা ইসলামের চূড়া, প্রত্যেক ইমানদার ইহার আগ্রহ করিবে।

হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, কুফাতে প্রধান প্রধান লোক আছেন, উক্ত কুফাবাসিগণ খোদাতায়ালার তরবারি, ইমানের ভাণ্ডার ও আরবদিগের মস্তক। কুফা প্রদেশে আরব যোদ্ধাদের সংখ্যা ৬০ সহস্র ও তাঁহাদের পরিজনের সংখ্যা ৮০ সহস্র ছিল। মোয়াজ্জমে বোলদান, ৭।২৯৬—২৯৯ ও ফতুহল-বোলদান, ২৮৫।২৯৭।৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, কুফা শহরে মক্কা, মদিনা ও তায়েফ ও আরবের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ও ইমন হইতে বহু সহস্র সাহাবা ও তাবেয়ি তথায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, এত অধিক সংখ্যক সাহাবা অন্য কোন স্থানে ছিলেন কিনা সন্দেহ।

নিম্নোক্ত সাহাবাগণ তাঁহাদের মধ্যে স্বনামখ্যাত ছিলেন;—

১। ছইদ বেনেল আ'ছ। ২। ওয়াএল বেনেল হোযর। ৩। ওয়াবেছা। ৪। অলিদ বেনে আকাবা। ৫। সালমান ফার্সি। ৬। মোগিরা বেনে শো'বা। ৭। ছা'দ বেনে অক্কাছ। ৮। বারা বেনে আ'জেব। ৯। যরির বেনে আবদুল্লাহ্। ১০। যাবের বেনে ছোমরা। ১১। হান্জালাবেনে রবি।

১২। হাজেম্ব বেনে ওহাব। ১৩। আবু কাতাদা আনছারি। ১৪। আবু আইউব আন্সারি। ১৫। খাব্বাব। ১৬। ওয়ায়েল বেনে ওয়াছেলা। ১৭। আদি বেনে হাতেম। ১৮। খোযাএম আছাদি। ১৯। জয়েদ বেনে আরকাম। ২০। সোলাএদ বেনে রবিয়া। ২১। মা'কেল বেনে ছেনান। ২২। নোমান বেনে বশির। ২৩। ছফওয়ান। ২৪। জোহায়ে। ২৫। আবদুল্লা বেনে আবি আওফা। ২৬। আবদুল্লাহ্ বেনে রোআহা। ২৭। ছহল বেনে হোনাএফ। ২৮। জইদ বেনে জরদ। ২৯। আবু মছউদ আনছারি। ৩০। আম্মার বেনে ইয়াছের। ৩১। আবু মুসা আন্সারি। ৩২। আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ। ৩৩। হজরত আলি (রাঃ)।

মছরুক বলিয়াছেন, সাহাবাগণের মধ্যে হজরত আলি, হজরত ওমার, হজরত আবদুল্লাহ্ বেনে এবনে মছউদ, হজরত ওবাই, হজরত জয়েদ বেনে ছাবেত ও হজরত আবু মুসা (রাঃ) ফৎওয়াদাতা ছিলেন। —তাজকেরাঃ ১।২৭

উপরোক্ত ছাহাবা সাহাবার মধ্যে এজন অনেক দিবস কুফাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন,—

১। হজরত আলি (রাঃ) কুফাতে রাজধানি স্থির করিয়া তথায় প্রায় ৫ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হজরত এবনে ওমার, এবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা ও বহু সাহাবা তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরত নবি (সাঃ) যে সময় তাঁহাকে ইমনের কাজি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমার তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি আমার নিকট আইস, তৎপরে হজরত তাঁহার বক্ষদেশে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, খোদাতায়ালা (তোমার রসনা) স্থির রাখুন, তোমার অন্তরকে সৎপথে রাখুন। (হজরত) আলি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার শপথ তৎপরে আমি দুইজনার মধ্যে বিচার ব্যবস্থা করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই।

জনাব হজরত নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি এলমের শহর এবং আলি উহার দ্বার স্বরূপ, যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে

উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করা আবশ্যক।

(হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা মদিনাবাসিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাদাতা (হজরত) আলিকে ধারণা করিতাম। (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) আলি (রাঃ) এলমের দশভাগের নয়ভাগ পাইয়াছেন। আছাসোল-গাবাহ্, ৪।২১।২২।

কুফার তাবিয়িদিগের মধ্যে আলকামা, আছওয়াদ, এবনে আবি লায়লা, আহনাফ বেনে কয়েছ, আবু আবদুর রহমান, ছলামি, আবুল আছওয়াদ দেয়লি, জার বেনে হোবাএশ, শোরাএহ্ বেনে হানি, শা'বি ও সকিক প্রভৃতি হজরত আলি (রাঃ) নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) পাঁচজনের পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মুসলমান হইলে হজরত নবি (সাঃ) তাঁহাকে নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত থাকিতেন, হজরত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার প্রতি আমার অনুমতি থাকিল, তুমি আমার গুপ্ত কথা শ্রবণ করিবে এবং পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেই হেতু তিনি তাঁহার নিকট প্রবেশ করিতেন, তাঁহার পাদুকাদ্বয় তাঁহাকে পরাইয়া দিতেন, তাঁহার সঙ্গে এবং অগ্রে চলিতেন। যে সময় হজরত (সাঃ) গোসল করিতেন, ইনি তাঁহার পর্দা করিতেন। যে সময় তিনি নিদ্রাভিভূত হইতেন, ইনি (উপযুক্ত সময়ে) তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া দিতেন। সাহাবাগণের মধ্যে তাঁহাকে গুপ্ত বিষয়ের সহচর ও মেসওয়াক রক্ষক বলা হইত। তিনি একবার হাবশার দিকে, অন্যবার মদিনার দিকে এই দুইবার হেজরত করিয়াছিলেন; হজরতের সহিত সমস্ত জেহাদে যোগদান করিয়াছিলেন। হজরতের সহিত ইয়ারমুক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। হজরত বলিয়াছেন, তোমরা এবনে মছউদের অঙ্গীকার (উপদেশ) দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

(হজরত) হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, সাহাবাগণের মধ্যে (হজরত) এবনে মছউদ রীতি, নীতি চলন চরিত্রে জনাব নবি করিমের

সমধিক সমকক্ষ ছিলেন। (হজরত) ওমার (রাঃ) তাঁহাকে কুফায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি (এজন্য) কুফাবাসিদিগকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমি (হজরত) আম্মার বেনে ইয়াছেরকে আমির ও (হজরত) এবনে মছউদকে শিক্ষক ও উজির করিয়া পাঠাইলাম, তাঁহারা উভয়েই রসুলের সাহাবাগণের মধ্যে মনোনীত, তাঁহাদের উভয়ের অনুসরণ কর। আমি এবনে মছউদকে নিজের নিকট না রাখিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইলাম। তিনি সাহাবাগণের মধ্যে কোরাণের শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন। তিনি হজরত ওসমানের খেলাফতের পরেও কয়েক বৎসর অবধি কুফার শিক্ষাদাতা ছিলেন। (হজরত) এবনে আব্বাস, এবনে ওমার, আনাছ, যাবের, ও আবু হোরায়রা প্রভৃতি সাহাবাগণ তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। কুফার তাবিয়িগণের মধ্যে আলকামা, আবু ওয়াএল, আছওয়াদ, মছরুক, ওবায়দা ও কয়েছ বেনে হাজেম হজরত এবনে মছউদের হাদিস সমূহ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আছাদোল-গাবাহ, ৩।২৫৬।২৬১।

(৩) হজরত আবু মুসা আশয়ারি,—ইনি হজরতের নিকট হেজরত করিয়া আসিয়াছিলেন, হজরত তাঁহাকে সাহাবা মোয়াজ বেনে যাবালের সঙ্গে ইমনের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মহাবিদ্বান্ ও কোরাণের কারী ছিলেন।

আছওয়াদ বলিয়াছেন, হজরত আলি ও আবু মুসার তুল্য শ্রেষ্ঠতম আলেম কুফাতে দেখি নাই। (হজরত) ওমার (রাঃ) তাঁহাকে বাসোরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। (হজরত) ওছমান (রাঃ) তাঁহাকে কুফার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, তাঁহার শাহাদাত অবধি ইনি তথায় শাসনকর্ত্তা থাকেন। ইস্তিয়াব, ২।৬৭৮। তাজকেরাঃ ১।২০।২১।

অবশিষ্ট সাহাবাগণের অবস্থা হওয়ার জন্য, ইস্তিয়াব, এছাবা আছাদোল-গাবাহ ও তহজিবত্তহজিব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কুফা শহরে বহু সাহাবার আবাসস্থান হওয়ায় তথাকার অধিবাসিগণ কোরাণ, হাদিস ও ফেকহতত্ত্বে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কুফার তাবিয়িগণের বিদ্যা

তাবিয়ি সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, প্রথম শ্রেণীর তাবিয়িগণ প্রধান প্রধান বহু সাহাবার নিকট কোরাণ, হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর তাবিয়িগণ মধ্যম শ্রেণীর কতকগুলি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর তাবিয়িগণ দুই একজন সাহাবার নিকট কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন অথবা দুই একজন সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

প্রধান শ্রেণীর তাবিয়ি কুফা শহরে ১৯ জন ছিলেন, বাসোরাতে ৬ জন, মদিনাতে ৭জন, মক্কাতে ২ জন, শামে ১ জন, ফালাস্তিনে ১ জন, ইমনে ১ জন ও দেমাশকে ২ জন ছিলেন। তাজকেরা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কুফা ব্যতীত সমস্ত মুসলমান রাজ্যে ২০ জন প্রধান তাবিয়ি ছিলেন, আর এক কুফা শহরে ১৯ জন তাবিয়ি ছিলেন, ইহাতে কুফাবাসী তাবিয়িগণের বিদ্যা অনুমান করুন।

১। আলকামা বেনে কয়েছ,— ইনি (হজরত) এবনে মছউদের নিকট কোরাণের কেরাত ও ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি উক্ত সাহাবার প্রধান শিষ্য ছিলেন। (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু পাঠ ও শিক্ষা করিয়াছি, আলকামা তাহাই পাঠ ও শিক্ষা করিয়াছেন। এবরাহিম নখয়ি ও শা'বি প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। ইনি (হজরত) ওমার, ওছমান, এবনে মছউদ, আলি, আবুদ্দারদা, হোজায়ফা, আবু মছউদ, আবু মুসা, খাব্বাব, খালেদ বেনে অলিদ, ছালমা বেনে এজিদ, মা'কেল বেনে ছেনান, আএশা প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, আবু জিবইয়ান বলিয়াছেন, আমি হজরতের বহু সাহাবাকে আলকামার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি।—তহজিঃ ৮।২৭৮।

২। মছরুক, ইনি ইমনবাসী ছিলেন,—তৎপরে কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন, শা'বি ও নখয়ি তাঁহার শিষ্য, ইনি শোরাএহ অপেক্ষা প্রধানতর মুফতি ছিলেন। ইনি হজরত আবুবকর, ওমার, আলি, মোয়াজ, এবনে মছউদ, ওবাই, ওছমান, খাব্বাব, মোগিরা, জয়েদ, এবনে ওমার, এবনে

আম্‌র মা'কেল, আএশা, উম্মে রুমান, উম্মে ছালমা, ওবাএদ প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহজিঃ ১০।১১০।

৩। ওবায়দা বেনে আম্‌র ছালমানি,—ইনি ইমনবাসী ছিলেন, তৎপরে কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন, তিনি হজরত আলি ও এবনে মছউদ সাহাবাদ্বয়ের শিষ্য ও কুফার মুফতি ছিলেন, (হজরত) আলি, এবনে মছউদ, এবনোজ্জোবাএর প্রভতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহজিঃ ৭।৮৪।

৪। আছওয়াদ বেনে এজিদ, এবরাহিম নখয়ি, আবু বোরদা, মোহারেব, আবু ইসহাক তাঁহার শিষ্য ছিলেন, ইনি (হজরত) আবু বকর, ওমার, আলি, আএশা, আবুছ ছানাবেল, আবু মহজুবা, আবু মুসা, মোয়াজ এবনে মছউদ, হোজায়ফা বেলাল ও প্রধান প্রধান সাহাবার নিকট এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহজিঃ ১।৩৪৩।

৫। ছোওয়াদ বেনে গাফলা,—ইনি (হজরত) আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি, এবনে মছউদ, বেলাল, আবুজার, আবুদ্দারদা, ছোলায়মান বেনে রবিয়া, ওবাই, হাছান বেনে আলিও একদল সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। শা'বি ছালমা বেনে কোহাএল, আবদুল আজিজ, এবরাহিম নখয়ি ও আবু ইসহাক তাঁহার শিষ্য ছিলেন।— তহজিঃ ৪।২৭৮।

৬। জর বেনে হোবাএশ,— ইনি (হজরত) ওমার, ওছমান, আলি, এবনে মছউদ, ওবাই হোজায়ফা, আবুজার, আবদুর বেনে আওফ, আব্বাস, আএশা, ছইদ বেনে জায়েদ ও ছাফাওয়ানের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আদি বেনে ছাবেত, শা'বি, আবু ইসহাক, আ'মাশ ও নখয়ি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিঃ ৩।৩২১।

৭। রবি বেনে খয়ছম,—ইনি এবনে মছউদ, আবু আইউব, আমার বেনে ময়মুন ও একদল সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, শা'বি ও নখয়ি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিঃ ৩।২৪২।

৮। আবদুর রহমান বেনে আবি লায়লা,—ইহার জন্মস্থান মদিনা

শরিফ, তৎপরে কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন। তিনি হজরত ওমার (রাঃ) কে দুইটি মোজার উপর মোছাহ্ করিতে দেখিয়াছিলেন, (হজরত) ওছমান, আলি এবনে মছউদ, হোজায়ফা, আবু মুসা, আবু জার, আবু হোরায়রা ও আবুদ্দারদা ও অন্য একদল সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবরাহিম নখয়ি আলকামা বেনে মেরছাদ, আবু ইসহাক, ছইদ বেনে যোবাএর ও এবনোছছাএব তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিব ৫।১৮৪।

৯। আবু আবদুর রহমান ছালামি,—ইনি কুফার 'কারি' ছিলেন, (হজরত) ওমার, ওছমান, আলি এবনে মছউদ, ছা'দ, খালেদ বেনে অলিদ, হোজায়ফা, আবু মুসা। আবুদ্দারদা ও আবু হোরায়রার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। নখয়ি ছইদ বেনে যোবাএর, আলকামা বেনে মেরছাদ, আতা বেনেছ-ছাএব ও আবু ইস্হাক ছবিয়ি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিঃ ৫।১৮৫।

১০। শোরাএহ্,—ইনি ইমনের লোক ছিলেন, তৎপরে কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন, ইনি (হজরত) ওমার, আলি, এবনে মছউদ, ওরওয়া ও আবদুর রহমান বেনে আবিবকরের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরত ওমার ও আলি (রাঃ) তাঁহাকে কুফার কাজি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শা'বি নখয়ি আবদুল আজিজ, আতা বেনেছ্ছাএব, মোজাহেদ, কয়েছ বেনে হাজেম, আবু ওয়াএল ও এবনে ছিরিন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তহজিঃ, ৪।৩২৬।৩২৭।

১১। শোরাএহ্ বেনে হানি,—ইনি হজরত ওমার, আলি, আএশা, বেলাল, আবু হোরায়রা ও ছা'দের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। শা'বি হাকাম ও ইউনুছ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিঃ ৪/৩৩০।

১২। আবু ওয়াএল শকিক,—ইনি হজরত আবুবকর ওমার, ওছমান, আলি, এবনে মছউদ, আএশা, মোয়াজ, ছা'দ, হোজায়ফা, ছাহল, খাব্বাব, কা'ব, আবু মছউদ, আবু মুসা, আবু হোরায়রা, উম্মে ছালমা, ওছামা, আশয়াছ, বারা, যরির, হারেছ, ছালমান, শায়বান প্রভৃতি বহু সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আ'মাশ, মনছুর, হোছাএন তাঁহার শিষ্য

ছিলেন।—ইনি (হজরত) এবনে মছউদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য, নব হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন।—তহজিবঃ, ৪।৩৬২।

১৩। করোছ বেনে আবি হাজেব,—ইনি (হজরত) আবু বকর, ওমার, ওছমান, আলি আবু দ্দারদা, এবনে মছউদ, ছা'দ, ছইদ, তালহা, জোবাএর, বেলাল, আবদুর রহমান বেনে আওফ, মোয়াজ, খালেদ বেনে অলিদ, খাব্বাব, আতবা বেনে ফরকদ, আদি বেনে ওমায়রা, হোজায়ফা, আমর বেনেল আ'ছ, মোস্তাওরেদ শেরদাছ, আবু মছউদ আনসারি, আবু মুসা, আবু হোরায়রা, আএশা যরির বেনে আবদুল্লাহ, আবু শাহম, মোগিরা, ছনাবেহ ও দোকাএন প্রভৃতি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমাশ ও ইসমাইল তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিবঃ ৮।৩৮৬।৩৮৭।

১৪। আমর বেনে ময়মুন,—ইনি ইমন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে, কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন। ইনি (হজরত) আবু বকর, ওমার, আলি, এবনে মছউদ, মোয়াজ বেনে যাবাল, আবু জার, আবু মছউদ আনসারি, ছা'দ বেনে আবি অক্কাস, আ'কেল বেনে ইছার, আএশা, আবু হোরায়রা, এবনে আব্বাস প্রভৃতি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবু ইস্হাক, ছইদ বেনে যোবাএর, আবদুল মালেক বেনে ওমাএর, জিয়াদ বেনে আলাফা, হেলাল বেনে ইছাক, এবরাহিম বেনে এজিদ, শা'বি, আতা প্রভৃতি তাবিয়িগণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিবঃ ৮।১০৯, তাজকেরাঃ ১।৫৬।

১৫। জয়েদ বেনে ওহাব,—ইনি (হজরত) ওমার, ওছমান, আলি, এবনে মছউদ, আবু জার, হোজায়ফা, আবুদ্দারদা, আবু মুসা প্রভৃতি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবদুল আজিজ ও আ'মাশ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিবঃ ৩।৪২৭, তাজকেরাঃ ১।৫৭।

১৬। মা'রুর বেনে ছোওএয়াদ,—ইনি (হজরত) ওমার, আবু জার, এবনে মছউদ, খোরাএম ও উম্মেছালমার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আ'মাশ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিবঃ ১০। ২৩০, তাজকেরাঃ ১।৫৯।

১৭। আবু আমরে ছা'দ বেনে আয়াছ শায়বানি,—ইনি, আলি, এবনে মছউদ, হোজায়ফা, আবু মছউদ বাদারি, যাবালা বেনে হারেছা, জায়েদ বেনে আরকাম, শায়বান বেনে ছালমা প্রভৃতি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবু ইসহাক, আমাশ মনছুর ও ইছা তাঁহার শিষ্য ছিলেন। —তহজিঃ ৩।৪৬৮।, তাজকেরা, ১।৫৮।

১৮। রেবয়ি বেনে হেরাশ,—ইনি (হজরত) ওমার, আলি, এবনে মছউদ, আবু মুসা, এমরাণ, হোজায়ফা, তারেক, কা'ব বেনে ওমার, আবু মছউদ, খারশা ও আমর বেনে ময়মুন প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবদুল মালেক বেনে ওমাএর, আবু মালেক আশজায়ি, শা'বি মনছুর ও হোছাএন তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তহজিঃ, ৩।২৩৭, তাজকেরা, ১।৬০।

১৯। ছইদ বেনে যোবাএর,—ইনি এবনে আব্বাস, আদি বেনে হাতেম, এবনে ওমার ও আবদুল্লাহ্ বেনে মোগাফ্যাল প্রভৃতি সাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আইউব, আমাশ ও এবনোছ-ছাএব তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তাজকেরা, ১।৬৫।৬৬।

২০। শা'বি—ইনি (হজরত) এমরাণ, যরির বেনে আবদুল্লাহ, আবু হোরায়রা, এবনে আব্বাস, আএশা, এবনে ওমার, এবনে হাতেম, মোগিরা ও, ফাতেমা বেন্তে কয়েছ প্রভৃতি সাহাবাগণ হইতে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ৭ শত সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এমাম আবু হানিফা ও আ'মাশ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।—তাজকেরা—১।৬৯।৭৩।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, কুফার প্রধান তাবিয়িগণ মক্কা মদিনা, তায়েফ, বাসোরা, ও কুফার মহা মহা সাহাবা সম্প্রদায় হইতে কোরাণ, হাদিস ও ফেক্‌হ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোরাণ, হাদিস তত্ত্বে এতদূর দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, অন্য কোন স্থানের লোক তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়াছিলেন কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে।

কুফার এল্‌মের পরিচয়

এমাম এবনে আবদুল বার কেতাবোল এল্‌ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"এবনে অহাব বলিয়াছেন, (এমাম) মালেক একটি মসলা জিজ্ঞাসিত হওয়ায় উহা ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে প্রশ্নকারী বলিয়াছিল, শামবাসিগণ উক্ত মসলায় আপনার বিরুদ্ধ মত ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এইরূপ বলিয়া থাকেন। তৎশ্রবণে উক্ত এমাম বলিয়াছিলেন, এই কার্য্য (ফৎওয়া প্রদান করা) শামদেশে কবে ছিল? ইহা মদিনাবাসী ও কুফাবাসিদিগের উপর অকৃফ করা হইয়াছে।"

উক্ত কথায় প্রমাণিত হইতেছে যে, কুফাবাসিগণ এল্‌ম সম্বন্ধে মদিনাবাসীগণের সমকক্ষ ছিলেন।

"মছরুক বলিয়াছিলেন, (হজরত) মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবাগণের এল্‌ম ছয়জন লোকের নিকট পৌছিয়াছে, (হজরত) ওমার, আলি, আবদুল্লাহ্ বেনে মছউদ, মোয়াজ আবুদ্দারদা ও জয়েদ বেনে ছাবেত।" তাজকেরা, ১।২২।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমস্ত সাহাবা কোরাণ, হাদিস তত্ত্ব যে পরিমাণ জানেন, উপরোক্ত ছয়জন সেই পরিমাণ এল্‌ম জানিতেন। আর কুফাবাসিগণ উক্ত ছয়জন সাহাবার এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

"এবনোল-মদিনি বলিয়াছেন, বিশ্বাসভাজন বিদ্বানগণের এল্‌ম হেজাজ প্রদেশের জুহ্‌রি ও আমর বেনে দিনারের নিকট, বাসোরার কাতাদা ও এহ্‌ইয়া বেনে আবি কছিরের নিকট ও কুফার আবু ইসহাক ও আ'মাশের নিকট পৌছিয়াছে, অর্থাৎ সহিহ্ হাদিস সমূহের প্রায় সমস্ত তাঁহাদের ছয়জন বিদ্বানের নিকট ছিল।—তাজকেরা, ১।৯৯।

পাঠক, উক্ত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন এমাম আজমের শিক্ষক ছিলেন, কেবল এহ্‌ইয়া বেনে আবি কছির উক্ত এমামের শিক্ষক শায়বানের শিক্ষক ছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের সকলের এল্‌ম এমাম আজম পাইয়াছিলেন।

"কুফার একজন প্রধান তাবিয়ি আলকামা নামে ছিলেন, কাবুছ বলিয়াছেন, আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি সাহাবাগণকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য আলকামার নিকট যান, তিনি বলিলেন,

আমি বহু সাহাবাকে আলকামার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি।"—তাজকেরা, ১।৪১।৪২।

এমাম আবু হানিফা আলকামাকে মদিনার সাহাবা এবনে ওমার (রাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ বলিয়াছেন।—এনছাফ,১৮।

ইনি এমাম আজমের শিক্ষক হাম্মাদের শিক্ষকের শিক্ষক ছিলেন।

"কুফার একজন শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি ছইদ বেনে যোবাএর নামক ছিলেন, যে সময় কুফাবাসিগণ হজ্জ করিতে গিয়া (সাহাবা প্রবর হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) কে ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন,, তোমাদের মধ্যে কি ছইদ বেনে যোবাএর নাই? অর্থাৎ ছইদ বেনে যোবাএর থাকিতে আমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক নাই। (তাজকেরা, ১।৬৬।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কুফাবাসী তাবিয়ি কোরাণ হাদিসতত্ত্বে মদিনাবাসী সাহাবাপ্রবর হজরত এবনে আব্বাসের তুল্য ছিলেন।

"আবদুল মালেক ছোলায়মান বলিয়াছেন, আমি ছইদ বেনে যোবাএরকেবলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে এবরাহিম নখয়ি থাকিতে কেন তোমরা আমার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা কর?"—তাজকেরা, ১।৬৪।

পাঠক, সাহাবাপ্রবর হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) যে ছইদ বেনে যোবাএরকে ফৎওয়ার উপযুক্ত বলিয়াছিলেন, তিনিই আবার এবরাহিম নখয়িকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলবি লিখিয়াছেন, এবরাহিম নখয়ি কুফার ফকিহ্গণের রসনা ছিলেন (অর্থাৎ সমস্ত কুফাবাসী বিদ্বানের এলম্ তাঁহার রসনায় ছিল।) এনসাফ, ১৯।

"এবরাহিম নখয়ি হাদিস পরীক্ষক ছিলেন। (এমাম) শা'বি বলিয়াছেন, তাঁহার পরে তাঁহার তুল্য হইবে না" তাজকেরা, ১।৬৪।

(এমাম) আবু হানিফা এমাম আওজায়িকে বলিয়াছিলেন, কুফার এবরাহিম নখয়ি মদিনাবাসী ছালেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ ছিলেন। এনসাফ, ১৮।

ইনি এমাম আজমের শিক্ষকের শিক্ষক।

কুফার একজন তাবিয়ির নাম শা'বি, দাউদ বলিয়াছেন, আমি কুফা, বাসোরা ও হেজাজ প্রদেশের হাদিসের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ শা'বির তুল্য দেখি নাই, ইনিই এমাম আজমের প্রধান শিক্ষক।—তাজকেরা, ১।৬৯।৭৩।

উপরোক্ত কথায় বুঝা যায় যে, এমাম শা'বি কুফা, বাসোরা, মক্কা, মদিনা ও তায়েফের সমস্ত হাদিস অবগত ছিলেন, তাঁহার তুল্য প্রধান বিদ্বান মক্কা, মদিনা ও বাসোরাতে ছিল না, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এমাম আজম ও উক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কুফার আবু কোরাএব নামক একজন মোহাদ্দেছ ছিলেন, এবনে ওক্দা বলিয়াছেন, উক্ত আবু কোরাএবের তিন লক্ষ হাদিস প্রকাশিত হইয়াছে। এবনে ইসহাক বলিয়াছেন, আমি আবু কোরাএবের নিকট এক লক্ষ হাদিস শ্রবণ করিয়াছি। মূসা বলিয়াছেন, আমি আবু কোরাএবের নিকট তিন লক্ষ হাদিস শ্রবণ করিয়াছি। তাজকেরা, ২।৮০।২৪০।

কুফার মোতাইয়ান নামক একজন মোহাদ্দেছ ছিলেন, হাফেজ আবুবকর, বলিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট লক্ষ হাদিস শ্রবণ করিয়াছি।—তাজকেরা, ২।২৩৪।

পাঠক, কুফার মাত্র দুইজন মোহাদ্দেছ কর্ত্তৃক চারি লক্ষ হাদিস প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে সমস্ত মোহাদ্দেছের হাদিসগুলি কি পরিমাণ হইবে, তাহাই বিবেচনা করুন, পক্ষান্তরে এমাম বোখারি মোসলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ কর্ত্তৃক মাত্র চারি চারি সহস্র করিয়া হাদিস প্রকাশিত হইয়াছে।

কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম জোহাএর বেনে মোয়াবিয়া, শোয়া'এব বলিয়াছেন, জোহাএর (বাসোরার) শো'বার তুল্য বিশ জন লোক অপেক্ষা অধিকতর হাদিসের হাফেজ ছিলেন, তাজকেরা, ১।২১১ তহজিঃ ৩।৩৫১।

পাঠক, যে এমাম শো'বাকে মোহাদ্দেছগণ হাদিসের 'আমিরোল মোমেনিন, বলিয়াছেন, কুফার একজন মোহাদ্দেছ তাঁহা অপেক্ষা বিশ গুণ

অধিকতর হাদিসের হাফেজ ছিলেন, ইহাতে কুফার এল্মের অবস্থা অনুমান করুন।

কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম শায়খোল-ইসলাম সৈয়দল হোফ্যাজ ছুফইয়ান ছওরি, (শামের এমাম) আওজায়ি, (মদিনার এমাম) মালেক, (বাসোরার এমাম আবদুর রহমান) বেনে মেহ্দি ও (এমাম) এহ্ইয়া বেনে ছইদ কাত্তান, (মরবের এমাম আবদুল্লাহ্ বেনোল মোবারক, (সানয়ার) এমাম) আবুদর রজ্জাক ও (কুফার) এহইয়া বেনে আদম ও অকি' তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(বাসোরার এমাম) শো'বা (মক্কা শরিফের এমাম) এবনে ওয়ায়না, (বাসোরার এমাম) আবু আ'ছেম, (বগদাদেরএমাম) এহ্ইয়া বেনে মইন ও অন্যান্য বহু আলেম বলিয়াছেন, (এমাম) ছুফইয়ান হাদিসে 'আমিরোল-মোমেনিন' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ছিলেন। (এমাম আবদুল্লাহ্) বেনোল মোবারক বলিয়াছিলেন , আমি ১১ শত শিক্ষক হইতে (হাদিস) লিপিবদ্ধ করিয়াছি, অথচ (এমাম) ছুফইয়ান অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির নিকট (হাদিস) লিপিবদ্ধ করি নাই।

(এমাম) ছইদ বেনে কাত্তান বলিয়াছেন, (এমাম) ছুফইয়ান আমা অপেক্ষা (হাদিসের) শ্রেষ্ঠতম হাফেজ।

(এমাম আবদুর রহমান) বেনে মেহ্দি বলিয়াছেন, (এমাম) অহাব (এমাম) ছুফইয়ানকে (হাদিস) কণ্ঠস্থ হওয়ার সম্বন্ধে (এমাম) মালেক অপেক্ষা অগ্রগণ্য ধারণা করিতেন।

(এমাম) এহইয়া কাত্তান বলিয়াছেন, আমার নিকট (এমাম) শো'বা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই, আমার মতে কেহ্ই তাঁহার তুল্য নাই। আর যে সময় তিনি ছুফইয়ানের বিপরীত মত ধরিতেন, আমি ছুফইয়ানের মতালম্বন করিতাম।

(এমাম) এহইয়া বেনে মইন ফেক্হ্ ও হাদিস তত্ত্বে ছুইয়ানের সময় তাঁহা অপেক্ষা কাহাকেও শ্রেষ্ঠতর ধারণা করিতেন না।

(এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, আমার অন্তরে কেহ্ই তাহা অপেক্ষা অগ্রগণ্য তর নহে।

(এমাম) এবনোল মোবারক বলিয়াছেন, আমি ভূপৃষ্ঠে (এমাম) ছুফইয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আলেম আছে বলিয়া জানি না।

অকি বলিয়াছেন, (এমাম) ছুফইয়ান সমুদ্র ছিলেন।

কাত্তান বলিয়াছেন, (এমাম) ছুফইয়ান প্রত্যেক বিষয়ে (এমাম) মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। —তাজকেরা, ১।১৯০।১৯১ তহজিবঃ, ৪।১১২—১১৪।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কুফার মোহাদ্দেছ মক্কা, মদিনা, বাসোরা শাম, মিসর ও ইমন এমন কি জগতের সমস্ত দেশের বিদ্বান্‌গণ অপেক্ষা হাদিস ও ফেকহ তত্ত্বে শ্রেষ্ঠতম। কোরাণ ও হাদিসের মর্ম্মজ্ঞানে এমাম আবু হানিফা উপরোক্ত ছুফইয়ান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, এই জন্য অনেক সময় ইনি এমাম আজমের মতের অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাজকেরা, ১।১৫২, মানাকেবে-কোর্দরি, ১।৪৩। হাশিয়ায়-ছোনানে-দারকুৎনি, ১২৩। পৃষ্ঠা।

কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম এমাম মেছয়ার বেনে কেদাম, এহইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, মেছয়ার লোকদিগের মধ্যে (হাদিসে) শ্রেষ্ঠতম দক্ষ ছিলেন। আহমদ বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন (দুইজন ছিলেন) শো'বা ও মেছয়ার। ছুফইয়ান বলিয়াছেন, আমরা যে সময় কোন বিষয়ে মতভেদ করিতাম, (এমাম) মেছয়ারের নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম। শো'বা বলিয়াছেন, আমরা মেছয়ারকে 'কোরাণ' নামে অভিহিত করিতাম।

এবরাহিম বেনে ছইদ বলিয়াছেন, মেছয়ারকে তৌল দাঁড়ি নামে আখ্যাত করা হইত। (এমাম) শো'বা, ছওরি, এবনে ওয়ায়না, এবনোল মোবারক, ইসা বেনে ইউনোছ, অকি, এহইয়া বেনে আবি জায়েদা, এহইয়া বেনে আদম ও এহইয়া কাত্তান তাঁহার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।"—তহজিবঃ ১০।১১৩।১১৪।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম মেছয়ার এমাম ছুফইয়ান অপেক্ষা হাদিস তত্ত্বে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছুফইয়ান মক্কা, মদিনা ও বাসোরার বিদ্বানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

ছিলেন, এ সূত্রে এমাম মোহাম্মারের উপরোক্ত স্থানগুলির বিদ্বানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হইল। পাঠক, ইনিই এমাম আজমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তহজিবোল আসমা, ৬৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম এমাম হাফেজ ইছা বেনে ইউনুছ,—অলিদ বেনে মোস্‌লেম বলিয়াছেন, যে কেহ (এমাম) আওজায়ির হাদিস সম্বন্ধে আমার বিপরীত মত ধারণ করেন, আমি তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না, কেবল ইছা বেনে ইউনুছ বিপরীত মত ধারণ করিলে, (তৎসম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া থাকি।) যেহেতু আমি দেখিয়াছি যে, তিনি উক্ত এমাম আওজায়ির হাদিসকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি আরববাসী অবশিষ্ট বিদ্বানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" —তাজকেরা, ১।২৫৭।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুফাবাসী একজন বিদ্বান মক্কা, মদিনা, বাসোরার বিদ্বানগণ অপেক্ষা হাদিস তত্ত্বে শ্রেষ্ঠতর। ইনি এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন।

কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম হাফেজে হাদিস এমাম অকি। এবনে মেহদি, এবনোল মোবারক, আহমদ, এবনে মইন, ইসহাক ও আবুবকর বেনে আবি শায়বা তাঁহার শিষ্য।

(এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যাধারী ও হাদিসের হাফেজ দর্শন করি নাই। স্মৃতিশক্তি তাঁহার প্রকৃতি ছিল, তিনি মহা হাফেজে-হাদিস ছিলেন, আব্দুর বেনে মেহ্‌দি অপেক্ষা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠতর হাফেজ ছিলেন। (এমাম) আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আপনার নিকট অকি সমধিক প্রীতিভাজন ছিল কিম্বা এহইয়া বেনে ছইদ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অকি (সমধিক প্রীতিভাজন ছিলেন) অকি তাঁহার সময়ে মুসলমানগণের এমাম ছিলেন। এরাক প্রদেশে আমাদের নিকট অকি, এহইয়া ও আব্দুর রহমান বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এবনে মইন বলিয়াছেন, এরাক প্রদেশে অকি বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আমি অকি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দর্শন করি নাই। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, এবনোল মোবারক কিরূপ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহার মধ্যে মহত্ত্ব ছিল, কিন্তু অকি

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (কাহাকেও) দর্শন করি নাই, তিনি কেবলা মুখে থাকিতেন, নিজের হাদিস কণ্ঠস্থ রাখিতেন, রাত্রি জাগরণ করিতেন, সতত রোজা রাখিতেন এবং (এমাম) আবু হানিফার মতানুযায়ী ফৎওয়া দিতেন। আমি তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠতম হাফেজ দর্শন করি নাই।

আবু হেশাম রাফারি বলিয়াছেন, আমি মক্কা শরিফের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, (এমাম) ওবায়দুল্লাহ বেনে মুসা হাদিস বর্ণনা করিতেছেন এবং বহু লোক তাঁহার চতুর্পার্শ্বে সমবেত হইয়াছেন। তৎপরে আমি এক সপ্তাহ তওয়াফ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, (উক্ত) আবদুল্লাহ্ একাকী বসিয়া আছেন, তদ্দর্শনে আমি বলিলাম, ইহা কি? তিনি বলিলেন, একটি অজগর আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ (এমাম) অকি (আগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য লোক তাঁহার হাদিস, শ্রবণ করিতে ধাবিত হইয়াছেন।)

নুহ বেনে হবিব বলিয়াছেন, আমি (ছুফইয়ান) ছওরি, মোয়াম্মার ও মালেককে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আমার চক্ষুদ্বয় অকির তুল্য দর্শন করে নাই।

ছুফইয়ান বেনে মালেক বলিয়াছেন, (এমাম) অকি, (এমাম) এবনোল মোবারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজে হাদিস ছিলেন।

মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন, অকি হাদিস সম্বন্ধে এবনে ইদরিছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন।"—তাজকেরা, ১।২৮২, তহজিব ১১।১২৩।১৩০।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, কুফার মোহাদ্দেছ, মক্কা, মদিনা ও বাসোরার বিদ্বানগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। এই এমাম অকি এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন।

"কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম এহইয়া বেনে জিকরিয়া বেনে আবি জায়েদা, ইনি সুদক্ষ হাফেজে হাদিস ও ফকিহ্ ছিলেন, (এহইয়া) বেনে আদম, (আহমদ) বেনে হাম্বল, (এহইয়া) বেনে মইন, (আবুবকর) বেনে আবি শায়বা ও (আলি) বেনেল মদিনি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

এবনে ওয়ায়লা বলিয়াছেন, আমাদের (মক্কাবাসিদিগের) নিকট (আবদুল্লাহ) বেনেল মোবারক ও এহইয়া বেনে আবি জায়েদার তুল্য কেহ আগমন করে নাই।

এহইয়া কাত্তান বলিয়াছেন, কুফা শহরে (এহইয়া) বেনে আবি জায়েদার তুল্য আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। তিনিই প্রথমে কুফা শহরে গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

ইয়াকুব বলিয়াছেন, তিনি কুফার ফকিহ মোহাদ্দেছ বলিয়া গণ্য হইতেন।

এবনোল মদিনি, বলিয়াছেন, কুফা শহরে ছুফইয়ান ছওরির পরে তাঁহার তুল্য সুদক্ষ (হাফেজ) ছিলেন না। আরও তিনি বলিয়াছেন, এহইয়া বেনে আবি জায়েদার সময়ে তাঁহার মধ্যে এলম সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। — তাজকেরা, ১।১৪৩। তহজিঃ ১১।২০৮।২০৯।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, কুফার মোহাদ্দেছ জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই এহইয়া, এমাম আজমের শিষ্য ছিলেন।

কুফার একজন মোহাদ্দেছের নাম এহইয়া বেনে আদম, ইনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন, (এমাম) আহমদ, ইস্হাক আলি বেনে মদিনি ও আবুবকর বেনে আবি শায়বা তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

আলি বেনে মদিনি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এহইয়া বেনে আদমের প্রতি রহমত করুন, তাঁহার নিকট মহা এলম ছিল।

আবু ওছামা বলিয়াছেন, এহইয়া বেনে আদমকে দেখিলেই শা'বির কথা আমার স্মরণ পড়ে। আলি বেনে মদিনি বলিতেন, আমি দৃষ্টিপাত করিয়াছি যে, ইসনাদ অর্থাৎ সহিহ হাদিসের বৃহৎ অংশ ছয়জন লোকের উপর নির্ভর করে,—মদিনাবাসী এবনে শেহাব (জুহরি), মক্কাবাসী আমর বেনে দীনার, বাসোরাবাসী কাতাদা ও এহইয়া বেনে আবি কছির, কুফাবাসী আবু ইস্হাক ও আমাশের উপর (নির্ভর করে)। তৎপরে তাহাদের এলম মদিনার (এমাম) মালেক ও এবনে ইস্হাক, মক্কার এবনে জোরাএজ ও

এবনে ওয়ায়না, বাসোরার ছইদ বেনে আবি আরুবাহ, হাম্মাদ বেনে ছালমা, আবু ওয়ায়না, শো'বা ও মোয়াম্মার, কুফার ছুফইয়ান ছওরি, শামের আওজায়ি এবং ওয়াছেতের হোশাএম এই গ্রন্থ প্রণেতাগণের নিকট পৌছিয়াছিল, তৎপরে এই বারজনের এলম এহইয়া, কাত্তান, এহইয়া বেনে জিকরিয়া ও অকির নিকট পৌছিয়াছিল, তৎপরে এই তিনজনার এলম এবনোল মোবারক, আবদুর রহমান বেনে মেহদি ও এহইয়া বেনে আদমের নিকট পৌছিয়াছে। তাজকেরা, ১।৩২৮। তহজিব, ১১।১৭৫।

উপরোক্ত প্রমাণে কুফায় এহইয়া বেনে আদমের সর্ব্বজন মান্য মহা হাদিসতত্ত্ববিদ্ হওয়া প্রমাণিত হইল, ইনি এমাম আজমের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মক্কা, মদিনা, বাসোরার যাবতীয় কোরাণ হাদিস তত্ত্ব কুফার তাবিয়িগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরও এমাম আজম কুফার সমস্ত হাদিস অবগত ছিলেন, তাহা হইলে, তিনি বাসোরা, মক্কা, মদিনার সমস্ত হাদিস জানিতেন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

কুফা ১৭ হিজরীতে শহরে পরিণত করা হয়, সেই সময় মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও ইমনের বহু সহস্র সাহাবা ও তাবিয়ি কুফায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। উপরোক্ত তাবিয়িদল বহু সাহাবা হইতে মক্কা, মদিনা, তায়েফ ও ইমনের হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরত নবি করিম (সঃ) মোয়াজ বেনে যাবাল, আমর বেনে হাজম, আবু মুসা, জেয়াদ বেনে লোবাদ ও মোহাজেরকে ইমনের শিক্ষা দাতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কুফা, বাসোরা, মক্কা, ও মদিনাবাসীগণ উপরোক্ত সাহাবাগণের হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। ২০ হিজরীতে মিসর ও ২১ হিজরীতে এস্কেন্দ্রিয়া বিজীত হইয়াছিল, তথায় জোবাএর বেনে আওয়াম, আমর বেনে আছ, আবদুল্লাহ বেনে হোজাফা, খারেজা বেনে হোজাফা, ওয়াএমের বেনে ওহাব, আকাবা বেনে আমের এই প্রসিদ্ধ সাহাবাগণ এই যুদ্ধ উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

মক্কা, মদিনা, বাসোরা ও কুফার সাহাবাগণ মিসরে গিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের হাদিস উক্ত চারি স্থানের তাবিয়িগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এইরূপ হজরত ওবাদা বেনে ছাবেত, আবু ওবায়দা, আবুদ্দারদা, আওফ বেনে মালেক ও আবু ওমামা প্রভৃতি সাবাহাগণ মক্কা, মদিনা কুফা ও বাসোরা হইতে শামদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হাদিস উক্ত চারিস্থানের তাবিয়ি বিদ্বানগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবাগণের মধ্যে যাহারা মিসর, ইমন, শাম ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী হইয়াছিলেন বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে অথবা কোন সংবাদ আদান প্রদান উপলেক্ষ্য কখন কখন হজরতের নিকট আসিতেন, তাঁহারা হজরত কর্ত্তৃক যে সমস্ত হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদ্বয় প্রধান প্রধান চির সহচর সাহাবার সমক্ষে ঘটিয়াছিল, কাজেই মিসর, ইমন, শাম ইত্যাদি স্থানের সাহাবাগণ যে হাদিস সমূহ অবগত ছিলেন, মক্কা, মদিনা, বাসোরা ও কুফার সাহাবাগণও তৎসমস্ত অবগত ছিলেন। আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কুফাবাসী তাবিয়িগণ মক্কা, মদিনা ও বাসোরার সাবাহাগণের হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, কাজেই কুফাবাসীগণ সমস্ত স্থানের হাদিস অবগত হইয়াছিলেন।

এমাম আজমের বিদ্যা

এমাম আজম কুফার সমস্ত বিদ্বানের হাদিস আয়ত্ব করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন মক্কা, মদিনা, বাসোরা, শাম, মিসর, ইমামা, ইমন' বালাখ, খোরাছান প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান তাবিয়ি বিদ্বানগণ হইতে হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এস্থলে এমাম আজমের কতকগুলি মদিনাবাসী শিক্ষকের নামোল্লেখ করা হইতেছে;—

১। ছালেম বেনে আবদুল্লাহ, —ইনি মদিনার ফকিহ ও তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ছিলেন, (হজরত) এবনে ওমার, আবু হোরায়রা, আবু রাফে, আবু আইউব, জয়েদ বেনেল খাত্তাব, আবু লোবাবা, এই সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন।—তহজিব, ৩।৪৩৬।৪৩৮।

২। ছোলায়মান বেনে ইছার,—ইনি এমাম মোজতাহেদ, মদিনার

প্রধান তাবিয়ি, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্, ফেক্হ তত্ত্বজ্ঞ সপ্তজন ফকিহ্ বিদ্বানের মধ্যে একজন ছিলেন, (হজরত) ওম্মে ছালমা, ময়মুনা, আএশা, ফাতেমা বেন্তে কয়েছ, হামজা জয়েদ বেনে ছাবেত, এবনে আব্বাস, এবনে ওমার, যাবের মেকদাদ, আবু রাফে, আবু ছইদ, আবু হোরায়রা, রবি ও ছালমা প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(এমাম) মোহাম্মদ বেনে হানফিয়া বলিয়াছেন, ছোলায়মান আমাদের নিকট (ছইদ) বেনে মোছাইয়েব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ ছিলেন। (ছইদ) বেনে মোছাইয়েব মসলা জিজ্ঞাসাকারীকে বলিতেন যে, তুমি ছোলায়মানের নিকট যাও।—তহ্জিব, ৪।২২৮।২২৯।

৩। আতা বেনে ইছার,—ইনি মদিনা শরিফের প্রসিদ্ধ তাবিয়ি ও বহু রেওয়াতকারী ছিলেন। ইনি (হজরত) এবনে আব্বাস, মোয়াজ, আবুজার, আবুদ্দারদা, ওবাদা বেনে ছামেত, জায়েদ বেনে ছামেত, জয়েদ বেনে ছাবেত, মোয়াবিয়া বেনেল হাকাম, আবু আইউব, আবু কাতাদা, আবু ওয়াকেদ, আবু হোরায়রা জয়েদ বেনে খালেদ, এবনে ওমার, আবু রাফে, আএশা, আবু আবদুল্লাহ ছানাবিহি, আমের বেনে ছা'দ ও এবনে মছউদ এই সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহ্জিব, ৭।২১৮।

৪। রবিয়া বেনে আবি আবদে রহমান,—ইনি মদিনা শরিফের ফকিহ্ মুফতি, সুদক্ষ বিশ্বাসভাজন হাদিস তত্ত্ববিদ ছিলেন, মদিনা শরিফে প্রধান প্রধান লোক তাঁহার নিকট উপবেশন করিতেন। তিনি সাহাবা আনাছ ও ছাএব বেনে এজিদের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

এহইয়া বেনে ছইদ বলিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচক্ষণ (ধীশক্তিসম্পন্ন) দর্শন করি নাই। ছেওয়ার আম্বরি বলিয়াছেন, আমি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান দর্শন করি নাই, প্রশ্নকারী বলিল, হাসান (বাসারি) ও এবনে ছিরিনও নহে, তিনি বলিলেন, হাছান (বাসারি) ও এবনে ছিরিনও নহে, তিনি বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিসতত্ত্ববিদ ছিলেন। (এমাম) মালেক বলিয়াছেন, যত দিবস রবিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন,

ততদিবস ফেক্‌হের মিষ্টতা চলিয়া গিয়াছে।—তহজিব, ৩।২৫৮।২৫৯।

৫। মুসা বেনে তাল্‌হা,—ইনি মদিনা শরিফের কোরেশ বংশোদ্ভব তাবিয়ি, বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ও সাধু পুরুষ ছিলেন, ইনি (হজরত) তাল্‌হা, ওছমান, আলি, জোবাএর, আবুজ্জার, আবু আইউব, হকিম, এবনে আবিল আছ, আবু হোরায়রা, আবুল ইয়োছরো ছুলামি, মোয়াবিয়া, এবনে ওমার, আএশা প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।— খোলাছায় তজহিবোল-কামাল, ৩৩৫। তহজিব, ১০।৩৫০।

৬। আবদুল্লাহ্ বেনে দিনার,—ইনি মদিনা শরিফের ফেক্‌হ তত্ত্ববিদ্, বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ বিদ্বান্ ছিলেন, (হজরত) এবনে ওমার ও আনাছের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহজিব, ৫।২০২।

৭। আওন বেনে আবদুল্লাহ্, —ইনি মদিনাবাসী ছিলেন, তৎপরে কুফায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, (এমাম) আহমদ, এহইয়া নাসায়ি, আযালি ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ৮।১৭৩।

৮। ওবায়দুল্লাহ্ বেনে ওমার,—ইনি সুদক্ষ হাদিস তত্ত্ববিদ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন, মদিনা শরিফের সপ্তজন ফকিহের মধ্যে একজন ছিলেন, (এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, তিনি মদিনাবাসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচক্ষণ, হাফেজে হাদিস ও অধিক রেওয়াতকারী ছিলেন, আহমদ বেনে ছালেহ্ বলিয়াছেন, ওবায়দুল্লাহ্ আমার নিকট নাফেয়ে'র হাদিস সম্বন্ধে (এমাম) মালেক অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ ও প্রমাণ্য এমাম ছিলেন।—তহজিব, ৭।৪০।

৯। আবদুর রহমান বেনে হারমুজ,—ইনি আ'রাজ নামে অভিহিত ছিলেন, হজরত আবু হোরায়রা, আবু ছইদ, আবদুল্লাহ বেনে মালেক, এবনে আব্বাস, মোহাম্মদ বেনে মোছলেমা, মোয়াবিয়া বেনে আবদুল্লাহ, আবুছাল্‌মা ওছাএদ, ওবায়দুল্লাহ্ আবদুল্লাহ বেনে কা'ব, ওমাএর প্রভৃতি

সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ, এবনোল মদিনি, আযালি, আবু জোরয়া তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন।—তহজিঃ,৬।২৯০।

১০। একরামা,—ইনি হজরত এবনে আব্বাস, আলি, হাছান, আবু হোরায়রা, এবনে ওমার, এবনে আমর, আবু ছইদ আকাবা, হাযযাজ, মোয়াবিয়া, ছাফাওয়ান, যাবের ইয়া'লি, আবু কাতাদা আএশা, হেমনা, ওম্মে এমারা ও এহইয়া প্রভৃতি সাবাহাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবুস্বা'ছা বলিয়াছেন, তিনি লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। ছইদ বেনে যোবাএর বলিয়াছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন। শা'বি বলিয়াছেন, একরামার তুল্য কোরাণ শরিফের প্রধান আলেম (বর্ত্তমান কালে) জগতে আর নাই। ছইদ বলিয়াছেন, তাবিয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিজন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন,—(মক্কা শরিফের)আতা, (কুফার ছইদ বেনে যোবাএর, (মদিনা শরিফের) একরামা ও (বাসোরার) হাসান। কাতাদা বলিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠতম তফসির তত্ত্ববিদ ছিলেন। এবনে যোরাএজ বলিয়াছেন, তিনি এল্‌মের দুই তৃতীয়ংশ অবগত ছিলেন।—তাজকেরা, ১।৮৪। তহজিঃ, ৭।২৬৩।২৬৬।

১১। নাফে—ইনি (হজরত) এবনে ওমার, আবু হোরায়রা আবু লোবাবা, আবু ছইদ, রাফে, আএশা, ওম্মে ছাল্‌মা প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, এমাম মালেক ও বোখারি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

আহমদ বেনে ছালে মিস্রি বলিয়াছেন, তিনি সুদক্ষ হাফেজে হাদিস এবং মদিনাবাসিদিগের নিকট একরামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। খলিলি বলিয়াছেন, তিনি মদিনা শরিফে তাবিয়ি সম্প্রদায়ের এমাম, এল্‌মের এমাম ছিলেন তাঁহার রেওয়াএত সকলের নিকট সহিহ্ তিনি যে সমস্ত হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভ্রম করেন নাই। খলিফা ওমার

বেনে আবদুল আজিজ তাঁহাকে মিসরের হাদিস শিক্ষা দাতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।—তহজিব, ১০।৪১২—৪১৪।

১২। মোহাম্মদ মোসলেম জুহরি,—ইনি (হজরত) এবনে ওমার, ছাহল বেনে ছা'দ, আনাছ বেনে মালেক, আবদুল্লাহ্ বেনে যা'ফর রবিয়া মেছওয়ার, যাবের, আবুত্তোফাএল, মহমুদ, ছা'লাবা, আবু ওমামা, আবদুল্লাহ্ বেনে আ'মের, আবদুর রহমান, রবিয়া প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ তাঁহাকে বহু হাদিস তত্ত্ববিদ, মহা বিদ্বান্ ও ফকিহ্ বলিয়াছেন। লাএছ বলেন, জুহরি বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু স্মরণ করিয়াছি, আর তাহা ভুলি নাই। মালেক তাঁহা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি কখনও কোন বিদ্বানের নিকট (হাদিসের) মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং কোন বিদ্বানের (হাদিসে) কিছু যোগ করেন নাই। এরাক বলেন, আমার মতে জুহরি শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। ওমার বেনে আবদুল আজিজ, আইউব ছখতিয়ানি ও মকহুল বলেন, জুহরির তুল্য শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান, হাদিসের প্রধানতম হাফেজ জগতে নাই। মালেক বলেন, পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য নাই। লাএছ বলেন, তাঁহার তুল্য সমস্ত এলমে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান দেখি নাই।—তাজকেরা, ১।৯৭, তহজিব ৯।৪৪৫—৪৫১।

১৩। আবু যা'ফর বাকের মোহাম্মদ বেনে আলি,—ইনি হজরত এমাম হোসাএনের (রাঃ) পৌত্র ছিলেন, হজরত হাসান, হোসাএন, মোহাম্মদ বেনে হানিফা, ছোমরা বেনে যোন্দাব, এবনে আব্বাস, এবনে ওমার, আবু হোরায়রা, আএশা, ওম্মে ছালমা আবু ছইদ, যাবের, আনাছ প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ বলিয়াছেন। আযালি বলেন, তিনি বিশ্বাসভাজন তাবিয়ি ছিলেন। এবনোল-বেরকি তাঁহাকে ফকিহ্ বিদ্বান বলিয়াছেন। নাসায়ি তাঁহাকে মদিনাবাসী তাবিয়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফকিহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।—তহজিব, ৯।৩৫০।

১৪। মোহাম্মদ বেনেল মোনকাদের,—তিনি রবিয়া, আবু হোরায়রা, আএশা, আবু আইউব, ছফিনা, আবু কাতাদা, ওমাইয়া, মছউদ,

আনাছ, যাবের, আবু ওমামা, ইউছফ, এবনোজ্জোবাএর, এবনে আব্বাস এবনে ওমার প্রভৃতি ছাহাবাগণের ও বহু তাবিয়িন নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ওয়ায়না বলেন তিনি সত্যবাদী ছিলেন, সাধুগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন। জোহাযদি তাঁহাকে হাফেজে হাদিস, এবনে মইন, আবু হাতেম, এবনে হাব্বান ও ওয়াকেদি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিঃ, ৯।৪৭৩—৪৭৫।

১৫। এহইয়া বেনে ছইদ আনছারি,—ইনি হজরত আনাছ, এবনে আমের, ওয়াকেদ্ এবনে আবি ওমাইয়া, আবু ছালমা, নো'মান প্রভৃতি সাহাবাগণের ও তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আইউব বলিয়াছেন, তিনি মদিনা শরিফের শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ ছিলেন। এহইয়া কাত্তান তাঁহাকে জুহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধারণা করিতেন। এবনে ছা'দ তাঁহাকে বহু হাদিস তত্ত্ববিদ, সুদক্ষ বিশ্বাসভাজন প্রামাণ্য এমাম বলিয়াছেন। ছইদ বেনে আবদুর রহমান বলিয়াছেন, এহইয়া জুহরির তুল্য ছিলেন। যদি তাঁহারা উভয়ে না থাকিতেন, তবে অধিকাংশ হাদিস নষ্ট হইয়া যাইত। এবনে মদিনি বলিয়াছেন, মদিনা শরিফে প্রধান তাবিয়িগণের পরে জুহরি, এহইয়া, আবু জ্জোনাদ ও বোকাএরের তুল্য শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ছিলনা। ছুফইয়ান বলিয়াছেন। তিনি মদিনাবাসিদিগের নিকট জুহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। ইনি তাঁহাকে হাফেজে হাদিস, এবনে ওয়ায়না তাঁহাকে হেজাজের সুদক্ষ মোহাদ্দেছ, এবনোল-মদিনি তাঁহাকে সহিহ্ হাদিস প্রচারক বিশ্বাসভাজন, এবনে আম্মার তাঁহাকে হাদিস তত্ত্ববিদগণের তৌলদাঁড়ি, আহমদ, এবনে মইন, আবু হাতেম, আবু জোরয়া ও নাসায়ি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন।—তাজকেরা, ১।১২৩, তহজিঃ, ১১।২১১—২২৩।

এমাম আজমের কতকগুলি মক্কাবাসী শিক্ষকের কথা শুনুন,

১। আতা বেনে আবি রাবাহ,—ইনি হজরত এবনে আব্বাস,

এবনে ওমার, এবনে আমর, এবনোজ্জোবাএর, মোয়াবিয়া, ওছামা, যাবের, যায়েদ বেনে আরকাম, আবদুল্লাহ্ বেনে ছায়েব, আকিল, ওমার বেনে আবি তালেব, ওমার বেনে আবি ছালমা, রাফে, আবুদ্দারদা, আবু ছইদ, আবু হোরায়রা, আএশা, ওম্মে ছালমা, ওম্মেহানি, ওম্মে কোরাএজ প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি ফেকহ্ ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান ও মক্কা শরিফের মুফতি ছিলেন। তিনি দুইশত সাহাবার দর্শন প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

(হজরত) এবনে আব্বাস ও এবনে ওমার (রাঃ) বলিতেন, হে মক্কাবাসিগণ, তোমাদের নিকট আতা থাকিতে আমাদের নিকট সমবেত হইতেছ কেন?

(এমাম) আবু হানিফা বলিয়াছেন, আমি আতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (কাহাকেও) দেখি নাই। তিনি হজ্জের মসলায় শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন।—তহজিঃ, ৭।১৯১।২০১, তাজকেরা, ১।৮৬।

২। আবু জ্জোবাএর মোহাম্মদ বেনে মোসলেম, আতা বেনে আবি রাবাহ্ বলিয়াছেন, তিনি আমাদের (মক্কাবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাদিসের হাফেজ ছিলেন। ইনি বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ও লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাফেজ ছিলেন, আমরা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাহাকেও জানিনা। তিনি যাবের বেনে আবদুল্লাহ্, এবনে ওমার, এবনে আব্বাস, এবনে মছউদ ও এবনোজ্জোবাএর, আএশা, যাবের (বেনে ছোমরা) ও আবু তোফাএলের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন—তহজিঃ, ৯।৪৪০—৪৪২।

৩। মকছাম,—ইনি মক্কাবাসী তাবিয়ি ও (হজরত) এবনে আব্বাসের চির সহচর শিষ্য ছিলেন, ইনি (হজরত) এবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বেনেল হারেছ, আএশা, এবনে আমর ওম্মে ছালমা, খাফ্ফাফ, মোয়াবিয়া, আবদুল্লাহ বেনে শোরাহ্বিল প্রভৃতি সাহাবাগণের বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে শাহিন, আহমদ বেনে ছালেহ, আযালি, ইয়াকুব ও দারকুৎনি তাহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ১০।২৮৮।২৮৯।

৪। আমর বেনে দিনার,—ইনি (হজরত) এবনে আব্বাস, এবনোজ্জোবাএর, এবনে ওমার, এবনে আমর, আবু হোরায়রা, যাবের আবু তোফাএল, ছাএব, বাজালা প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, শো'বা ও এবনোল মদিনি উক্ত আমর বেনে দিনার অপেক্ষা সুদক্ষতর কাহাকেও ধারণা করিতেন না। এবনে আবিনোজাএহ প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আমাদের নিকট আমর বেনে দিনারের তুল্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও বিদ্বান কেহই ছিল না, আতাও নহে, মোজাহেদও নহে এবং তাউছও নহে।

মেছয়ার বলেন, আমর বেনে দিনার এবং কাছেম হাদিসে শ্রেষ্ঠতম সুদক্ষ ছিলেন। এবনে ওয়ায়না বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন ছিলেন। জুহরি বলেন, এই শিক্ষকের তুল্য সহিহ হাদিসের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশক কাহাকেও দেখি নাই—তহজিঃ, ৮।৩০।

৫। তালহা বেনে নাফে,—ইনি মক্কার বিদ্বান ছিলেন, (হজরত) যাবের, আবু আইউব, এবনে ওমার, এবনে আব্বাস, এবনোজ্জোবাএর আনাছ ও ওবাএদ বেনে ওমায়েরের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। (এমাম) আহমদ, আবু জোরয়া, নাসায়ি ও এবনে আদি তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ৫।২৬।২৭।

৬। আবদুল আজিজ বেনে আবি রওয়াদ, —ইনি ও মক্কাবাসী বিদ্বান ছিলেন, (এমাম) এহইয়া কাত্তান, আহমদ, এবনে মইন, আবু হাতেম ও নাসায়ি তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। —তহজিব, ৬।৩৩৮।

এমাম আজমের তায়েফবাসী শিক্ষকগণের নাম

১। এবরাহিম বেনে ময়ছরা,-ইনি তায়েফের অধিবাসী ছিলেন, তৎপরে মক্কা শরিফে বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, ইনি (হজরত) আনাছ, অহাব বেনে আবদুল্লাহ প্রভৃতি সাহাবাগণের বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, (হজরত) আলি (রাঃ) হইতে ষাটের অধিক হাদিস

রেওয়াএত করিয়াছেন। ইনি বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

এমাম ছুফইয়ান বলিয়াছেন, তিনি লোকদের মধ্যে অধিকতর বিশ্বাসভাজন ছিলেন। (এমাম) আহমদ, এহইয়া, আযালি ও নাসায়ি তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ১।১৭২।

২। আবদুল আজিজ বেনে রফি,—ইনি তায়েফের বিদ্বান ছিলেন, তৎপরে কুফার অধিবাসী হইয়াছিলেন। ইনি (হজরত) এবনে আব্বাস, আনাছ বেনে মালেক, এবনোজ্জোবাএর, এবনে ওমার ও আবু তোফাএল প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(এমাম) আহমদ, এহইয়া, আবু হাতেম, নাসায়ি, এবনে হাব্বান, আযালি ও ইয়াকুব তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। (এমাম) বোখারি তাঁহার সনদে (হজরত) আলির প্রায় ৬০টি হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন।—তহজিঃ, ৬।৩৩৭।

এমাম আজমের কতকগুলি বাসোরাবাসী বিদ্বানের নাম

১। কাতাদা,—ইনি হজরত আনাছ, আবদুল্লাহ্ বেনে ছারজাছ, আবু তোফাএল ও ছফিয়া প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে সময় কাতাদা, ছইদ বেনে মোছাইয়েবের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট কয়েক দিবস বহু বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তৎপরে ছইদ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যাহা কিছু আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ রাখিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আপানর নিকট অমুক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে আপনি এইরূপ বলিয়াছেন, আরও অমুক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে আপনি এইরূপ বলিয়াছেন, হাসান বাসারি তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, এমন কি তিনি তাঁহার বহু হাদিসের প্রতিবাদ করিলেন, তখন ছইদ বলিলেন, খোদা আপনার তুল্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আমি ধারণা করি না। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট কাতাদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন এরাকবাসী আগমন করে নাই। মোজাল্লা বলিয়াছেন,

আমি কাতাদার তুল্য শ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদিস ও অবিকল হাদিস বর্ণনাকারী কাহাকে দেখি নাই। এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, কাতাদা লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাফেজ। জুহরি বলিয়াছেন, কাতাদা, মকহুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান ছিলেন। কাতাদা বলিয়াছেন, আমি কোন মোহাদ্দেছকে (কোন হাদিস) দুইবার উচ্চারণ করিতে, বলি নাই, আমি স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কখনও ভুলি নাই। আহমদ বলিয়াছেন, কাতাদা বাসোরাবাসিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হাফেজ ছিলেন, তিনি যাহা কিছু শুনিতেন, তাহাই স্মরণ করিয়া লইতেন। আবু জোরয়া বলিয়াছেন, কাতাদা হাদিস তত্ত্ববিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বিদ্বান ছিলেন। হোমাম বলেন, কাতাদা ভ্রম করিতেন না। এবনে হাব্বান বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসভাজন, কোরাণ ও ফেকহ তত্ত্ববিদ্ ও হাফেজে হাদিস ছিলেন। —তহজিব,৮।৩৫১।৩৫৫।

২। মোবারক বেনে ফোজালা,—ইনি (এমাম) হাসান বাসারির শিক্ষাক্ষেত্রে ১৩ কিম্বা ১৪ বৎসর বসিয়াছিলেন, (এমাম) আবুজোরয়া, আবু দাউদ, এহইয়া বেনে ছইদ, বেনে মইন ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। —তহজিব, ১০।৩০।

৩। আইউব ছখতিয়ানি,—(এমাম) হাসান বাসারি বলিয়াছেন, ইনি বাসোরাবাসী যুবক (বিদ্বানগণের) সৈয়দ (অগ্রগণ্য) ছিলেন। (এমাম) শো'বা বলিয়াছেন, তিনি ফকিহগণের অগ্রণী ছিলেন। (এমাম) এবনে ওয়ায়না বলিয়াছেন যে, আমি আইউবের তুল্য দর্শন করি নাই। এবনে ছা'দ বলিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে অগাধ বিদ্যাধারী, ন্যায় পরায়ণ ও প্রামান্য বিদ্বান ছিলেন। এবনে মেহদি বলিয়াছেন। তিনি বাসোরাবাসিদিগের প্রামাণ্য (হাদিস তত্ত্ববিদ) ছিলেন। —তহজিব, ১।৩৯৮।

৪। হোমাএদোত্তবিল,- ইনি বাসোরার অধিবাসী ছিলেন, এহইয়া মইন, দারমি, আযালি ও আবু হাতেম তাঁহাকে (হাদিসে) বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। তিনি হাসান বাসারির শ্রেষ্ঠতম শিষ্যগণের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি হাসান বাসারির কেতাব সমূহ লইয়া নকল করিয়া লইয়াছিলেন। —তহজিব, ৩।৩৯।

৫। আইউব বেনে আতাবা,—তিনি এহইয়া বেনে আবি কছির হইতে যে কেতাবগুলি নক্ল করিয়াছেন, তৎসমস্ত সহিহ্। —তহজিব, ১।৪০৯।

৬। শায়বান বেনে আবদুর রহমান, এমাম হাফেজে- (হাদিস) প্রামাণ্য, (মোহাদ্দেছ) ছিলেন, তিনি বাসোরা হইতে কুফায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এহইয়া বেনে আবি কছির, কাতাদা, হাসান বাসারি প্রভৃতি তাবিয়িগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। হেশাম তাঁহাকে হাফেজে হাদিস, গ্রন্থ প্রণেতা, আহমদ তাঁহাকে সমস্ত শিক্ষকের হাদিসে বিশ্বাসভাজন, এবনে মইন তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়ে বিশ্বাসভাজন, ইয়াকুব তাঁহাকে কেরাত তত্ত্ববিদ্ এবনে খারাশ তাঁহাকে মহা সত্যবাদী, আজালি, এবনে হাব্বান, এবনে শাহিন ও নাসায়ি তাঁহাকে বিশ্বাসযোগ্য (মোহাদ্দেছ) এবং বাগাবি তাঁহাকে এহইয়া বেনে আবি কছিরের হাদিস সম্বন্ধে আওজায়ি অপেক্ষা সুদক্ষতর বলিয়াছেন। ইনি এমাম আজমের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।—তাজকেরা, ১।১৯৭, তহজিঃ ৪।৩৭৩—৩৭৪।

এমাম আজমের কতকগুলি শামবাসী শিক্ষকের নাম—

১। আওজায়ি,—ইনি শাম দেশের মুফ্তি ছিলেন, আবদুর রহমান বেনে মেহদী বলিয়াছেন, তিনি হাদিসের এমাম ছিলেন। এবনে ওয়ায়না বলিয়াছেন তিনি সমসাময়িকদিগের এমাম ছিলেন। ওমাইয়া বলেন, আওজায়ি আমাদের নিকট মকহুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এবনে ছা'দ বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসভাজন, মহা সত্যবাদী, মহা বিদ্বান, ফকিহ্, হাদিসতত্ত্ববিদ ছিলেন। খরিবি বলেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িক দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। ইসা বেনে ইউনুছ বলিয়াছেন, তিনি হাফেজে হাদিস ছিলেন। খলিলি বলিয়াছেন, তিনি ৮০ সহস্র মস্লার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।—তহজিঃ, ৬।—২৩৮—২৪২।

২। কাছেম বেনে আবদুর রহমান,—এবনে ছা'দ বলিয়াছেন, তিনি বহু হাদিস অবগত ছিলেন। যওজযানি বলিয়াছেন, তিনি ৪০ জন মোহাজের ও আনসার সাহাবার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। আবদুর রহমান

বেনে এজিদ বলিয়াছেন, আমি কাছেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন লোককে দেখি নাই। তিনি আবু ওমামা, আলি, এবনে ছউদ, তামিমেদারি, আদি বেনে হাতেম, আকাবা বেনে আম্‌র, মোয়াবিয়া, আবু আইউব, আমর বেনে আম্বাছা ও আম্বাছার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে মইন, ইয়াকুব বেনে ছুফইয়াল, তেরমজি ও ইয়াকুব বেনে আবি শায়বা তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ৮।৩২২।৩২৪।

৩। ছোলায়মান বেনে আবদুর রহমান,—আবু জোরয়া বলিয়াছেন, আমাকে দেমাশ্‌কবাসিদিগের ফকিহ্ ছোলায়মান হাদিস শিক্ষা দিয়াছেন। যওজযানি উক্ত ছোলায়মান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবু জোরয়া রাজির উপস্থিতি সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার সাক্ষাতের জন্য তিন লক্ষ হাদিস আবৃত্তি করিয়াছিলেন। (এমাম) এবনে মইন, আবু হাতেম, আহ্‌মদ দারকুৎনি ও নাসায়ি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ৪।২০১

৪। এছমাইল বেনে আইয়াশ, —ইনি শামের অন্তরর্গত হেম্‌ছাবাসী ছিলেন, (এমাম) আহমদ দাউদ বেনে আমরকে বলিয়াছিলেন, এছমাইল কত হাদিস স্মরণ রাখিতেন? তদুত্তরে, তিনি বলিলেন, বহু পরিমাণ। ইনি বলিলেন, তিনি কি দশ সহস্র হাদিস স্মরণ রাখেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তিন দশ সহস্র হইবে। (এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, শামবাসিদিগের হাদিস অধিকতর রেওয়াএতকারী এছমাইল বেনে আইয়াশ ও অলিদ বেনে মোসলেমের তুল্য অন্য কেহই নাই। ইয়াকুব বেনে ছুফইয়ান বলিয়াছেন, এছমাইল ন্যায় পরায়ণ বিশ্বাসভাজন, লোকদের মধ্যে শাম দেশের হাদিসের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্ ছিলেন।—তহজিব, ১।৩২২।৩২৩।

এমাম আজমের অন্যান্য স্থানের শিক্ষকগণ

১। তাউছ বেনে কয়ছান,—ইনি ইমন প্রদেশের হামদান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আমর বেনে দিনার বলিয়াছেন, আমি তাউছের তুল্য কাহাকেও দর্শন করি নাই, তিনি এল্‌মের মস্তক ছিলেন, মক্কাশরিফে

মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইমনবাসিদিগের শিক্ষক ও ফৎওয়াদাতা ছিলেন। তাউছ বলিয়াছেন, আমি ৫০ জন সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি এবনে আব্বাস, এবনে ওমার, এবনোজ্জোবাএর, এবনে মছউদ, আবু হোরায়রা, আএশা, জয়েদ বেনে ছাবেত্ জয়েদ বেনে আরকাম, ছোরাকা বেনে মালেক, ছাফাওয়ান, আবদুল্লাহ্ বেনে শাদ্দাত ও যাবের প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তহজিব, ৪।৯।

২। আতিয়া বেনেল হারেছ,—ইনি ইমনের হামদান নামক স্থানের অদিবাসী ছিলেন, তৎপরে কুফায় বাসস্থান স্থির করেন। (এমাম) আহমদ নাসায়ি, এবনে মইন, আবু হাতেম, এবনে হাব্বান ও ইয়াকুব তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ৭।২২৪।

৩। হারেছ বেনে আবদুর রহমান,—ইনি হামদানের অধিবাসী ছিলেন, তৎপরে কুফায় বাসস্থান ঠিক করেন। এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তজনিব, ১২।২৬৮।২৬৯।

৪। মালেক বেনে হারেছ,—ইনি হামদানের অধিবাসী ছিলেন, পরে কুফার অধিাসী হইয়াছিলেন। এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিব, ১০।১২।১৩।

৫। আবদুল করিম বেনে আবি ওমাইয়া, —ইনি ইমামাবাসী ছিলেন, ইনি (মক্কাশরিফের) আতা, (মদিনা শরিফের) একরামা ও ছইদ বেনেল মোছাইয়েব, (কুফার) ছইদ বেনে যোবাএর, (বাসোরার) মোজাহেদ ও (ইমনের) তাউছের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। (এমাম) আহমদ, এবনে মইন, এবনে ছা'দ, এবনে আম্মার, আয্যালি, আবু জোরয়া, আবু হাতেম ও ছুফইয়ান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, সুদক্ষ হাফেজে হাদিস ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ বলিয়াছেন।—তহজিব, ৬।৩৭৪।

৬। এবরাহিম বেনে তোহমান, —ইনি খোরাছানের অন্তর্গত হেরাত ও নায়সাপুরের অধিবাসী ছিলেন, অবশেষে মক্কাশরিফের অধিবাসী হইয়াছিলেন। (এমাম) ছাফওয়ান ও আবু হানিফা তাঁহার শিক্ষক ছিলেন কিন্তু তাঁহারা উভয়ে তাঁহার নিকট হইতে হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন।

হাব্বান, আজালি ও দারকুৎনি তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিবঃ, ১০।৪৯।৫১।

৭। ছেমাক বেনে হার্ব,—ইনি কুফার প্রধান তাবেয়ি ছিলেন, যাবের, নো'মান, আনাছ, জোহাক, ছা'লাবা এবনোজ্জোবায়ের ও তারেকের নিকট এবং বহু তাবেয়ীর নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি ৮০ জন সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ছুফইয়ান ছওরি বলেন, ছেমাকের কোন হাদিস পরিত্যক্ত হয় নাই।—তহজিবঃ ৪।২৩৩।

৮। জেয়াদ বেনে আলাকা,—ইনি (সাহাবা) ওছামা, যরির যাবের বেনে ছোমরা, মোগিরা, এমারা ও আমর বেনে ময়মুনের নিকট এবং অন্যান্য তাবেয়িগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবনে মইন, নাসায়ি, এবনে হাব্বান প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিবঃ, ৩।৩৮০।

৯। আবু বোরদা বেনে আবু মুসা আশায়ারি,—ইনি (হজরত) আবু মুসা, আলি, হোজায়ফা, আবদুল্লাহ্ বেনে ছালাম, জোবাএর, আবু হোরায়রা, মোজান্না, মোগিরা, আএশা, এবনে ছালমা, এবনে ওমার, এবনে আম্র প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ফকিহ্, প্রসিদ্ধ এমাম, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ মহা বিদ্বান ছিলেন। ইনি শোরাএহের পরে কুফার কাজি হইয়াছিলেন। আজালি' এবনে খারাশ ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন,—তহজিবঃ, ১২।১৮, তাজকেরা, ১।৮৩।

১০। আলি বেনে আকমর,—ইনি (হজরত) এবনে ওমার, ওম্মে আতিয়া, আবু যোহায়ফা ওছামা মোয়াবিয়া প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবেয়িগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে মইন, ইয়াকুব, দারকুৎনি ও আবু হাতেম প্রভৃতি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন ও প্রামাণ্য (এমাম) বলিয়াছেন।—' কেতাবোল জাম ৩৫৩।

১১। মনছুর বেনেল মো'তামের,—এমাম, ছুফইয়ান ও এবনে ওয়ায়না তাঁহাকে মহা বিশ্বাসভাজন বলিতেন। এবনে মেহদি বলিতেন,

(এমাম) এবনোল মোবারক, আহমদ, আবু হাতেম ও আবু দাউদ বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিস সহিহ্ ছিল। দারমি বলিয়াছেন, তিনি হাদিসে বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এমামগণ সকলে তাঁহার হাদিসের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার বিশ্বাসভাজন হওয়ার কথা প্রকাশ করিতেন। ইসহাক বেনে রাহওয়াহে বলিয়াছেন, তিনি সহিহ্ হাদিস, উৎকৃষ্ট রেওয়াএত প্রচারক ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। খোরাছানে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর হাদিসজ্ঞ কেহই নাই। কাজি এহইয়া আকছাম বলিয়াছেন, তিনি খোরছান, এরাক ও হেজাজ প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ছিলেন।—তাজকেরা, ১।১৯৮; তহজিব, ১।১২৯।

৭। লায়েছ বেনে ছা'দ,—ইনি মিশরের এমাম, মোজতাহেদ, হাফেজে হাদিস ও শিক্ষাদাতা ছিলেন। ইনি এহইয়া বেনে ছইদ আনসারি, জুহরি ও আতা বেনে আবিরাবাহ হইতে হাদিস গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বাসভাজন ও বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। (এমাম) আহমদ বলিয়াছেন, এই মিসরবাসিগণের মধ্যে লায়েছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মোহাদ্দেছ কেহ নাই, আমর বেনে হারেছ নহে, অন্য কেহই নহে। বহু বিদ্যাধারী ও সহিহ্ হাদিস প্রচারক ছিলেন। (এমাম) শাফিয়ি বলিয়াছেন, লায়েছ (এমাম) মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। ছইদ বেনে আবি আইউব বলিয়াছেন, যদি (এমাম) মালেক ও লায়েছ একস্থানে সমবেত হইতেন, তবে (এমাম) মালেক লায়েছের নিকট বোবা হইয়া থাকিতেন। দারাওয়ার্দ্দি বলিয়াছেন, আমি লায়েছ কে এহইয়া বেনে ছইদ ও রাবিয়ার নিকট দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা উভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন।—তাজকেরা, ১।২০২।২০৪। তহজিব, ৮।৪৫৯—৪৬৩।

ইনি এমাম আজমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু এমাম আজম তাঁহার হাদিস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম আজম যে কেবল কুফাবাসিদিগের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে,

বরং মক্কা, মদিনা বাসোরা, ইমন, শাম ও মিসরবাসী প্রধান প্রধান তাবিয়ি বিদ্বানগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে—এমাম আয়েমের কতকগুলি কুফাসী শিক্ষকের অবস্থা শুনুন;—

১। এমাম আমের বেনে শারাহিল,—ইনিই শা'বি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ইনি (হজরত) আলি, ছা'দ, ছইদ, জয়েদ বেনে ছাবেত, কয়েছ, কোরাজা, ওবাদা, আবু মুসা, আবু মছউদ, আবু হোরায়রা মোগিরা, আবু যোহায়ফা, নো'মান বেনে বশির, আবু ছা'লাবা, যরির বাযালি, বোরায়দা, বারা মোয়াবিয়া, যাবের বেনে আবদুল্লাহ, যাবের বেনে ছোমরা, যরির বেনে আবদুল্লাহ, হারেছ, হাবসি, হোছাএন, জয়েদ বেনে আরকম, জোহাক, ছোমরা, আমের, এবনে আব্বাস, এবনে ওমার, এবনে মছউদ, এবনোজ্জোবাএর, এবনে মোতি, আবদুল্লাহ বেনে এজিদ, আবদুর রহমান বেনে ছোমরা, আদি বেনে হাতেম, ওরওয়া বেনে যা'দ ওরওয়া বেনে মোজরাছ আমরুর বেনে ওমাইয়া, এবনে হোরাএছ, এমরান, আওফ, আয়াজ, কা'ব, মোহাম্মদ বেনে ছয়ফি, মেকদাম, ওয়াবেছা, আবু যোবায়রা, আবু ছোরায়হা, আবু ছইদ, আনাছ, আএশা, ওম্মোছালমা, ময়মুনা, আসমা, ফাতেমা বেন্তে কয়েছ ও ওম্মোহানি প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত এমাম শা'বি বলিয়াছেন, আমি ৫ শত সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছি। আজালি বলিয়াছেন, তিনি ৪৮ জন সাহাবার নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন। হাসান বাসারি তাঁহাকে মহা বিদ্বান, মকহুল তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম ফকিহ্ এবনে মইন, আবু জোরয়া প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, এবনে হোছাএন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান এবং এবনে হাব্বান তাঁহাকে তাবেয়িদিগের মধ্যে বিশ্বাসভাজন ফকিহ্ বলিয়াছেন।

ছুইফইয়ান বেনে ওয়ায়না বলিয়াছেন, (হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) শা'বি ও (ছুফইয়ান) ছওরি আপন আপন সময়ে (প্রসিদ্ধ) আলেম ছিলেন। আমি শা'বির তুল্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ্ দর্শন করি নাই, (মদিনার) ছইদ

বেনে মোজাহিদেরও নহে, (ইমামের) জাজিমও নহে, (মক্কা শরিফের) আতাও নহে, (বাসোরার) হাসান ও এবনে ছিরিনও নহে। এবনো ছিরিন, আবুবকর হোজালিকে বলিয়াছেন যে, তুমি শা'বির সঙ্গ ত্যাগ করিও না, কেননা আমি বহু ছাহাবার উপস্থিতিতে তাঁহাকে ফৎওয়া জিজ্ঞাসিত হইতে দেখিয়াছি। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি কুফাতে উপস্থিত হইয়া (দেখিলাম) যে, হজরতের বহু ছাহাবা তথায় আছেন, (ইহা সত্ত্বেও) শা'বির শিক্ষা কেন্দ্র রহিয়াছে। (ছাহাবা হজরত) এবনে ওমার, শা'বির নিকট উপস্থিত হইয়া (দেখিলেন) যে, তিনি যেহাদ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি (মোহাদ্দেছ) সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু নিশ্চয় এই শা'বি এই সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজ ও বিদ্বান।

আছেম বলিয়াছেন, শা'বি হাসান (বাছরি) অপেক্ষা অধিক কতর হাদিস তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। আরও তিনি বলিয়াছেন, আমি শা'বির তুল্য কুফা, বাসোরা ও হেজাজের হাদিসের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান কাহাকেও দেখি নাই। শা'বি বলিয়াছেন, আমি কখনও কোন হাদিস লিখি নাই, যে কেহ কোন হাদিস বর্ণনা করিতেন, আমি উহা স্মরণ করিয়া লইতাম। আমি কখনও কোন শিক্ষককে একটি হাদিস পুনর্বার উচ্চারণ করিতে বলি নাই। ইনিই এমাম আজমের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।—তাজকেরা, ১।৭৯।৭১। তহজিব ৫ / ৬৫ / ৬৯।

২। আমর বেনে আবদুল্লাহ্ আবু ইসহাক ছবিয়ি,—ইনি হজরত আলি, মোগিরা, ছোলায়মান, জয়েদ বেনে আরকম, বারা, যাবের হারেছা, হোবাএশ, জোলযওশন আবদুল্লাহ্ বেনে এজিদ, আদি বেনে হাতেম, আমর বেনেল হারেছ, নো'মান, আবু যোহায়ফা প্রভৃতি ছাহাবাগণের ও বহু তাবিয়ির নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইনি হাফেজে হাদিস ছিলেন, ৩৮ জন ছাহাবার নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং জুহরির ন্যায় বহু হাদিস রেওয়াএতকারী ও বহু শিক্ষকের হাদিস গ্রহণকারী ছিলেন। আবু দাউদ তায়ালাছি বলিয়াছেন, আমরা জুহরি, কাতাদা, আবু ইসহাক ও

আ'মাশের নিকট (যোবতীয়) হাদিস প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন লোক শো'বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, আবু ইস্হাক মোজাহেদের নিকট (হাদিস) শ্রবণ করিয়াছিলেন কি? (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছিলেন, মোজাহেদের কি আবশ্যক? তিনি মোজাহেদ, হাসান (বাসারি) ও এবনে ছিরিন অপেক্ষা হাদিসে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।—তহজিঃ, ৮।৬৩—৬৫, তাজকেরা, ১।১০২।

৩। হাকাম বেনে আতাবা,—ইনি সাহাবা আবু যোহায়ফা, জয়েদ বেনে আরকাম, আবদুল্লাহ বেনে আবি আওফার নিকট ও বহু তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। লাএছ তাঁহাকে শা'বি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্ বলিয়াছেন। এবনে ওয়ায়না বলেন, কুফাতে হাকাম ও হাম্মাদ (বেনে আবি ছোলায়মানের) তুল্য কেহ ছিল না। আজালি বলেন, তিনি সুদক্ষ, বিশ্বাসভাজন, ফকিহ্ ও হাদিস তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। মোজাহেদ বলেন, আমরা হাকামের মর্যাদা অবগত ছিলাম না, কিন্তু যে সময় মিনাতে বিদ্বানগণ সমবেত হইতেন, সেই সময় দেখিতাম যে, তাঁহারা উক্ত হাকামের পালিত (শিষ্য) তহজিঃ, ২।৪৩৩। ইনি হাফেজে হাদিস ও ফকিহ্ ছিলেন। তাজকেরা, ১।১০৪।

৪। হাছানোল হোর্রানখমি,—এবনে মইন, ইয়াকুব, নাসায়ি ও এবনে খারাশ তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।

আওজায়ি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট এরাক প্রদেশ হইতে আবা'দা ও হাছানোল হোর্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আগমন করে নাই। তহজিঃ, ২।২৬১।২৬২।

৫। আমর বেনেছ্-ছাম্ত,—এহইয়া বেনে ছইদ, এবনে মইন, নাসায়ি ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন, তিনি হাফেজে হাদিস ছিলেন। তহজিঃ, ৫।৬৫।

৬। মোহরে বেনে দেছার,—ইনি (হজরত) এবনে ওমার, আবদুল্লাহ বেনে এজিদ ও যাবের প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি কুফার কাজি ছিলেন। (এমাম) আহমদ, এবনে মইন, আবু জোরয়া, আবু হাতেম, ইয়াকুব, নাসায়ি, এবনে

হাব্বান, আজালি ও দারকুৎনি তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিঃ, ১০।৪৯।৫১।

৭। ছেমাক বেনে হার্ব,—ইনি কুফার প্রধান তাবেয়ি ছিলেন, যাবের, নো'মান, আনাছ, জোহাক, ছা'লাবা এবনোজ্জোবায়ের ও তারেকের নিকট এবং বহু তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনি ৮০ জন সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ছুফইয়ান ছওরি বলেন, ছেমাকের কোন হাদিস পরিত্যক্ত হয় নাই।—তহজিঃ ৪।২৩৩।

৮। জেয়াদ বেনে আলাকা,—ইনি (সাহাবা) ওছামা, যরির যাবের বেনে 'ছোমরা, মোগিরা, এমারা ও আমর বেনে ময়মুনের নিকট এবং অন্যান্য তাবেয়িগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবনে মইন, নাসায়ি, এবনে হাব্বান প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন।—তহজিঃ, ৩।৩৮০।

৯। আবু বোরদা বেনে আবু মুসা আশায়ারি,—ইনি (হজরত) আবু মুসা, আলি, হোজায়ফা, আবদুল্লাহ্ বেনে ছালাম, জোবাএর, আবু হোরায়রা, মোজান্না, মোগিরা, আএশা, এবনে ছালমা, এবনে ওমার, এবনে আমর প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ফকিহ্ প্রসিদ্ধ এমাম, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ মহা বিদ্বান ছিলেন। ইনি শোরাএহের পরে কুফার কাজি হইয়াছিলেন। আজালি' এবনে খারাশ ও এবনে হাব্বান তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন,—তহজিঃ, ১২।১৮, তাজকেরা, ১।৮৩।

১০। আলি বেনে আকমর,—ইনি (হজরত) এবনে ওমার, ওম্মে আতিয়া, আবু যোহায়ফা ওছামা মোয়াবিয়া প্রভৃতি সাহাবাগণের ও বহু তাবেয়িগণের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে মইন, ইয়াকুব, দারকুৎনি ও আবু হাতেম প্রভৃতি তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন ও প্রামাণ্য (এমাম) বলিয়াছেন।—' কেতাবোল জাম ৩৫৩।

১১। মনছুর বেনেল মো'তামের,—এমাম, ছুফইয়ান ও এবনে ওয়ায়না তাঁহাকে মহা বিশ্বাসভাজন বলিতেন। এবনে মেহদি বলিতেন,

মনছুরের হাদিসে কোন সন্দেহ নাই। আমহদ তাঁহাকে এছমাইল বেনে আবি খালেদ অপেক্ষা, এবনে মইন তাঁহাকে কাতাদা, আমাশ হাকাম ও মোগিরা অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠতর জানিতেন। এবরাহিম বেনে মুসা বলেন, কুফার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসভাজন মনসুর, তৎপরে মেছয়ার, ছিলেন। আবু হাতেম বলেন, তিনি কোন হাদিস সনদে ব্যতিক্রম করেন নাই। আজ্জালি বলেন, তিনি হাদিসে মহা বিশ্বাসভাজন ও কুফাবাসিদের মধ্যে মহা সুদক্ষ ছিলেন। তহজিঃ ১০।৩১৩—৩১৫।

১২। ওছমান বেনে আছেম,—ইনি যাবের বেনে ছোমরা, এবনোজ্জোবাএর, এবনে আব্বাস, আনাছ জয়েদ বেনে আরকাম, আবু ছইদ প্রভৃতি সাহাবাগনের এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে মেহদি বলেন, তাঁহার হাদিস সর্ব্ব সম্মত সহিহ্, এবং তিনি কুফাবাসিদিগের মধ্যে মহা বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আহমদ বলেন, তাঁহার হাদিস সহিহ্। আজ্জালি বলেন, তিনি উচ্চশ্রেণের মোহাদ্দেস ছিলেন। এবনে মইন, আবু হাতেম ও ইয়াকুব প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এবনে আব্দুল বার্র বলিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও হাফেজে হাদিস হওয়ার প্রতি বিদ্বানগণের একমত হইয়াছে।—তহজিঃ, ৭।১২৬—১২৮।

১৩। ছালমা বেনে কোহাএল,—ইনি (হজরত) আবু যোহায়ফা, যোন্দব ও এবনে আবি আওফা প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট ও অন্যান্য বহু সংখ্যক তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। আহমদ, এবনে মইন, এবনে ছা'দ আবু জোরয়া', ছুফইয়ান ও এবনে মেহদি তাঁহাকে হাদিসে সুদক্ষ, মহা বিশ্বাসভাজন, বহু হাদিস তত্ত্ববিদ্ ধী-শক্তিসম্পন্ন, (ইসলামের) স্তম্ভ, কুফার অদ্বিতীয় হাদিস তত্ত্ববিদ্ ও সর্ব্বসম্মত হাদিস প্রচারক বলিয়াছেন, তহজিঃ, ৪।১৫৫।১৫৬।

১৪। এছমাইল বেনে আবি খালেদ,—ইনি (হজরত) আবু যোহায়ফা, আবদুল্লাহ্ বেনে আবি আওফা, আম্র আবু কাহেল প্রভৃতি সাহাবাগণের নিকট ও বহু সংখ্যক তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা

করিয়াছিলেন। ছুফইয়ান বলেন, লোকের মধ্যে এছমাইল, আবদুল মালেক বেনে আবি ছোলায়মান ও এহ্ইয়া বেনে ছইদ হাফেজে হাদিস ছিলেন। এমাম বোখারি বলেন, তিনি (হজরত) আলি (রাঃ) হইতে প্রায় ৩ শত হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন। এবনে ওয়ায়না বলেন, তিনি আ'মাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেজে হাদিস ছিলেন। এবনে মেহ্দি, এবনে মইন, নাসায়ি, এবনে আম্মার, আজালি, ইয়াকুব ও আবু হাতেম তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন, সুদক্ষ তাবেয়ি প্রমান্য (মোহাদ্দেছ), শা'বির শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও হাফেজে হাদিস বলিয়াছেন। আবু নইম বলেন, তিনি ১২ জন সাহাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।—তহজিঃ, ১।২৯০।২৯২।

১৫। জায়েদ বেনে ওনায়ছা, ইনি বহু সংখ্যক প্রধান তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে ছা'দ তাঁহাকে বহু হাদিস তত্ত্ববিদ, ফকিহ, বহু বিদ্যাধারী, এবনে মইন, নাসায়ি, আজালি এবনে হাব্বান, আহমদ ও ইয়াকুব তাঁহাকে হাদিসে বিশ্বাসভাজন বলিয়াছেন। এমাম মালেক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তহজিব, ৩।৩৯৭।৩৯৮। জাহাবি তাঁহাকে হাফেজে হাদিস ও এমাম বলিয়াছেন।—তাজকেরা, ১।১২৫।

১৬। শায়খোল ইসলাম হাফেজে হাদিস ছোলায়মান বেনে মোহরান,—ইনি আ'মাশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কয়েকজন সাহাবা ও বহু সংখ্যক তাবেয়ির নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবনে মদিনি বলেন, এই উম্মতের মধ্যে ছয়জন লোক (শীর্ষস্থানীয়) হাফেজে হাদিস ছিলেন,—মক্কা শরিফের আমর বেনে দিনার, মদিনা শরিফের জুহরি, কুফার আবু ইসহাক ছবিয়ি ও আ'মাশ এবং বাসোরার কাতাদা ও এহ্ইয়া বেনে আবি কছির। এবনে ওয়ায়না বলেন, আ'মাশ শ্রেষ্ঠতম কোরাণের কারী, হাফেজে হাদিস ও ফারায়েজ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। শো'বা বলেন, আমি হাদিস তত্ত্বে আ'মাশ কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিপ্রাপ্ত (উপকৃত) হইয়াছি, এরূপ আর কাহারও কর্ত্তৃক শান্তিপ্রাপ্ত (উপকৃত) হই নাই। শো'বা তাঁহাকে 'কোরাণ' নামে অভিহিত করিতেন। এবনে আম্মার বলেন, মোহাদ্দেছ শ্রেণীর মধ্যে আ'মাশ ও মনছুরের তুল্য শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসভাজন নাই। আজালি বলেন, তিনি

কুফাবাসিগণের ওস্তাদের ছিলেন, যাহা বিশ্বাসভাজন ও খাদিম সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লিখিত কেতাব ছিল না, ইহা সত্বেও তিনি এক অক্ষর ভুল করিতেন না। ইমাম নেসায়ি উক্ত তাঁহাকে আস্থাভাজন (মোহাদ্দেছ) বলিয়াছেন। এইইয়া কাত্তান ও খলিলি তাঁহাকে মহা আলেম ও উলামাদের নিদর্শন বলিয়াছেন।—তাজকেরা, ১।১৩০, তহজিব, ৪।২২২।২২৪।

পাঠক, যদি এমামে আজমের মহা মহা শিক্ষকের তালিকা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে মানাকেবে কোদারি, মানাকেবে মোয়াফেক ও জওয়াহেরে মোজিয়া পাঠ করুন।

সমাপ্ত